মুন্তাখাব হাদীস

(নির্বাচিত হাদীস)

মূল লেখক

হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

উর্দু তরজমা ও তরতীব

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সা'আদ ছাহেব

বাংলা অনুবাদ

হাফেজ মাওলানা

মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব

মাওলানা রবিউল হক ছাহেব মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কালেমায়ে তাইয়্যেবা

নামায

এলেম ও যিকির

বিষয় পৃষ্ঠা

একরামে মুসলিম

এখলাসে নিয়ত

দাওয়াত ও তবলীগ

॥ ॥ ॥

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعْوَتِهِمْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ .

أَمَّا بَعْدُ!

ইহা একটি বাস্তব কথা যাহা কোনরূপ ভনিতা ছাড়া অকপটে বলা যায় যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উপকারী দাওয়াত হইল তাবলীগী জামাতের দাওয়াত।

যাহার মারকাজ দিল্লীর নিজামুদ্দীন মসজিদ।[১] যাহার মেহনতের পরিধি ও প্রভাব শুধু পাকভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত নয় এবং শুধু এশিয়াও নয় বিভিন্ন মহাদেশ ও মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে বিস্তৃত।

বিভিন্ন দাওয়াত, আন্দোলন এবং বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার ইতিহাস বলে, কোন দাওয়াত ও আন্দোলনের উপর যখন কিছুকাল অতিবাহিত হয় অথবা উহার মেহনতের পরিধি যখন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া যায় (এবং বিশেষভাবে যখন উহার কার্যকারিতা, প্রভাব ও নেতৃত্বের উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়) তখন ঐ দাওয়াত ও আন্দোলনের মধ্যে এমন সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি, অসৎ উদ্দেশ্য এবং মূল

১. এই অভিব্যক্তি ও স্বীকৃতি দ্বারা অন্যান্য জরুরী দাওয়াতী মেহনত ও আন্দোলনসমূহকে এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট ও যুগের চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান–অনুভূতি সৃষ্টিকারী ও সমকালীন ফেৎনাসমূহের সহিত মোকাবিলা করার যোগ্যতা পয়দাকারী উদ্যোগ ও সংগঠনসমূহকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয় ; তাবলীগী দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপকতা ও উপকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক অভিব্যক্তি ও স্বীকৃতি মাত্র।

উদ্দেশ্য হইতে অমনোযোগিতা ঢুকিয়া পড়ে যাহা ঐ দাওয়াত বা আন্দোলনের উপকারিতা ও প্রভাবকে খর্ব অথবা একেবারেই শেষ করিয়া দেয় কিন্তু এই তাবলীগী দাওয়াত এখনও পর্যন্ত (লেখকের দেখা ও জানামতে) বড় ধরনের ঐ সমস্ত পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। ইহাতে আত্মত্যাগ ও কোরবানীর প্রেরণা, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির অন্বেষণ ও সওয়াব হাসিলের আগ্রহ, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান ও স্বীকৃতি বিনয় ও নম্রতা, ফরয ইবাদতসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া এবং ইহাতে উন্নতি লাভের চরম আগ্রহ, আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকিরে মগ্নতা, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম হইতে যথাসম্ভব বাঁচিয়া থাকা, উদ্দেশ্য হাসিল ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সফর করা, কষ্ট সহ্য করা, এই সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত ও ইহাতে প্রচলিত রহিয়াছে।

তাবলীগী জামাতের এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র এই জামাতের প্রথম দাঈ বা আহবায়কের এখলাস ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি রুজু, তাঁহার দোয়া নিরলস চেষ্টা ও কোরবানী এবং সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াতের পর ঐ সকল নিয়মাবলী ও মূলনীতিরই ফল যেইগুলি শুরু হইতেই প্রথম আহবায়ক হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী (রহঃ) এই কাজের জন্য জরুরীভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেইগুলি অনুসরণের প্রতি সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। সেইগুলি হইল, কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ ও দাবীর প্রতি চিন্তা করা। ফরয ও এবাদতসমূহের ফাযায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, এলেম ও জিকিরের ফযীলতের জ্ঞান অন্তরে স্থাপন, আল্লাহ তায়ালা যিকিরে নিমগ্নতা, একরামে মুসলিম ও মুসলমানের হক সম্পর্কে জানা এবং উহা আদায় করা, প্রত্যেক আমলে নিয়তকে শুদ্ধ করা ও এখলাস, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করা, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও সফর করার ফযীলত ও লাভসমূহের ধ্যান ও আগ্রহ। এইগুলি সেই সকল মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা এই দাওয়াতের মেহনতকে একটি রাজনৈতিক ও বস্তুবাদী আন্দোলন, দুনিয়াবী সুযোগ সুবিধা এবং পদ ও মর্যাদা লাভের মাধ্যম হিসাবে পরিণত হইতে নিরাপদ করিয়া দিয়াছে এবং ইহা একটি খাঁটি দ্বীনি দাওয়াত এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে বহাল রহিয়াছে।

এই মূলনীতি ও উপাদানসমূহ যাহা এই দাওয়াত ও জামাতের জন্য জরুরী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, কুরআন ও হাদীস হইতে সংগৃহীত এবং উহা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দ্বীনের হেফাজতের ক্ষেত্রে একজন প্রহরী ও নিরাপত্তা রক্ষীর মর্যাদা রাখে। এই সবগুলির উৎস আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও হাদীস।

একটি স্বতন্ত্র ও আলাদা কিতাবে এই সকল আয়াত, হাদীস ও উৎসসমূহকে একত্রিত করার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, এই দাওয়াত ও তাবলীগের (প্রথম দাঈ বা আহবায়ক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী) দ্বিতীয় দাঈ বা আহবায়ক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)এর দৃষ্টি হাদীসের কিতাবসমূহে অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তিনি এই সকল মূলনীতি ও নিয়মাবলী ও সতর্কতামূলক বিষয়াবলীর উৎসগুলিকে একটি কিতাবে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। আর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে এই ব্যাপারটি আঞ্জাম দিয়াছেন। ফলে এই কিতাব উক্ত মূলনীতি, নিয়মকানুন ও হেদায়াতের উৎসসমূহের শুধু একটি সংকলন নয়, বরং একটি বিশ্বকোষে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে নির্বাচন ও সংক্ষেপণ ছাড়াই সকল হাদীসকে উহার শ্রেণীগত বিভিন্নতা সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও আল্লাহ তায়ালার তকদীর ও তৌফিকের বিষয় যে, এখন এই কিতাব তাহার সৌভাগ্যবান পৌত্র, স্নেহধন্য মৌলভী সা'দ ছাহেবের (আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং আরও অধিকের তৌফিক দান করুন।) মনোযোগ ও প্রচেষ্টার কারণে প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই মেহনত ও খেদমতকে কবুল করুন এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া দিন। (আল্লাহ তায়ালার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় নয়।)

আবুল হাসান আলী নদভী
রায়বেরেলী
২০. ১১. ১৪১৮ হিজরী

بِسْــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উর্দু অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. [آل عمران: ١٦٤]

অর্থ ঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, যখন তাহাদের মাঝে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন (মানুষের মধ্য হইতে হওয়ার কারণে তাহার মহান গুণাবলী হইতে লোকেরা সহজে উপকৃত হয়)। রসূল তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়িয়া পড়িয়া শুনান। (কুরআনের আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেন, উপদেশ দেন।) তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। আর আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং আপন সুন্নাত ও তরীকার তালিম দেন। নিঃসন্দেহে রাসূলের আগমনের পূর্বে এই সমস্ত লোক প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। (সূরা আলি ইমরান)

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এবং এই বিষয়বস্তুর উপর হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহঃ) 'হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ও তাঁহার দ্বীনি দাওয়াত' নামক কিতাবের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তের কাজ হিসাবে এই দায়িত্বসমূহ দান করা হইয়াছে,—কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত, চরিত্র সংশোধন এবং আল্লাহর কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান করা। কুরআনে কারীম ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, শেষ নবীর উম্মত তাহাদের নবীর অনুকরণে বিশ্বের সকল উম্মতের প্রতি প্রেরিত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران]

অর্থ ঃ হে মুসলমানরা! তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানব জাতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, মন্দকাজ হইতে বিরত রাখ।

নবুয়তের দায়িত্বসমূহের মধ্য হইতে কল্যানের প্রতি দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুসলিমা নবীর স্থলাভিষিক্ত। এই কারণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়তের কাজ হিসাবে তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত, আখলাকের সংশোধন, কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদানের যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা উম্মতের জিম্মায়ও আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে দাওয়াত দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, জিকির ও এবাদতের উপর জান ও মাল খরচকারী বানাইয়াছেন। এই সমস্ত আমলকে অন্য সমস্ত কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং সর্বাবস্থায় এই সমস্ত আমলের মশ্‌ক করানো হইয়াছে। এই সমস্ত আমলের মধ্যে আত্মনিয়োগ করতঃ দুঃখ-কষ্টের উপর সবর করা শিখানো হইয়াছে। অপরের উপকারার্থে নিজের জানমাল উৎসর্গকারী বানানো হইয়াছে। আর وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ 'আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের জন্য মেহনত ও চেষ্টা করিতে থাক যেমন মেহনত করার হক রহিয়াছে' এই হুকুম পালনার্থে নবীদের মনমেজাজে মেহনত মুজাহাদা এবং কোরবানী ও অপরের জন্য আত্মত্যাগের এমন নকশা তৈয়ার হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে উম্মতের সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। যেই যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমলসমূহ পরিপূর্ণরূপে সমগ্র উম্মতের মধ্যে চালু ছিল সেই যুগকে সর্বোত্তম যুগ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর যুগের পর যুগ উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নবীওয়ালা দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ ও চেষ্টা মেহনতকে কাজে লাগাইয়াছেন। তাহাদেরই মেহনতের নূর দ্বারা আজ ইসলামের ঘর আলোকিত।

এই যুগে আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)এর অন্তরে দ্বীন মিটিয়া যাওয়ার উপর জ্বালা ও চিন্তা-ফিকির ও অস্থিরতা এবং উম্মতের জন্য দরদ, মনোবেদনা ও দুঃখ এই পরিমাণ ভরিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার সমকালীন উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারে তিনি নিজেই নিজের একক তুলনা ছিলেন। তিনি সব সময় جَمِيْعُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ হইতে যে সকল তরীকা লইয়া

আসিয়াছেন, উহাকে পরিপূর্ণভাবে সারা বিশ্বে জিন্দা করিবার জন্য অস্থির থাকিতেন। আর তিনি অত্যন্ত মজবুতির সহিত এই কথার দাওয়াত দিতেন যে, দ্বীন জিন্দা করার মেহনত তখনই কবুল ও ফলপ্রসূ হইবে যখন স্বয়ং এই মেহনতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা জিন্দা হইবে। এমন দাওয়াতকর্মী তৈয়ার হইবে যে, নিজের এলম ও আমল, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী, দাওয়াতের পদ্ধতি ও ভাবাবেগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সহিত এবং বিশেষ করিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যতা রাখিবে। ঈমানের বিশুদ্ধতা ও বাহ্যিক নেক আমলের পাশাপাশি তাহাদের বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ অবস্থাও নবুয়তের তরীকার উপর হইবে। আল্লাহর মহব্বত ও ভয় এবং তাআল্লুক মাআল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকিবে। আখলাক ও অভ্যাসে এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে নবীর সুন্নতের অনুসরণের গুরুত্ব থাকিবে। আল্লাহর খাতিরে মহব্বত রাখা, আল্লাহর খাতিরে বিদ্বেষ রাখা। মুসলমানদের জন্য দয়া, রহমত, সৃষ্টির প্রতি স্নেহ মমতা, তাহাদের দাওয়াতের চালিকাশক্তি হইবে। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের দ্বারা বারংবার ঘোষিত মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহর নিকট হইতে প্রতিদান লাভের আগ্রহ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীন যিন্দা করার এমন সার্বক্ষণিক ফিকির থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জান ও মালকে মূল্যহীন করার চরম আগ্রহ তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ফিরে। আর পদ ও পদবী, মাল ও দৌলত, সম্মান ও খ্যাতি, নাম যশ ও নিজের আরাম ও আয়েশের কোন চিন্তা এই পথে বাধা হইবে না। তাহাদের উঠাবসা, কথাবার্তা, চালচলন, মোটকথা তাহাদের জীবনের প্রতিটি নড়াচড়া ও হরকত একই দিকে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে।

এই মেহনতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা যিন্দা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মোতাবেক চলা এবং কর্মীদের মধ্যে এই সকল গুণাবলী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ছয় নম্বর নির্ধারণ করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ ইহার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসূফ (রহঃ) এই কাজকে বর্ণিত তরীকায় উন্নত করা ও ঐ সকল গুণাবলীর অধিকারী জামাত তৈরী করার পিছনে তাহার দাওয়াতী ও মুজাহাদাপূর্ণ জীবন ব্যয় করিয়াছেন। এই উন্নত গুণাবলীর ব্যাপারে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরশীল কিতাবসমূহ হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাযিঃ)দের জীবনের ঘটনাবলী নমুনাস্বরূপ হায়াতুস সাহাবা নামক কিতাবের তিন খণ্ডে সংকলন করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ এই কিতাব তাহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) উক্ত গুণাবলীর (ছয় নম্বরের) ব্যাপারে নির্বাচিত হাদীসে পাকের সংকলনও তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু কিতাবটির বিন্যাস ও সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে পৌছার পূর্বেই তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জগত হইতে চিরস্থায়ী জগতের দিকে বিদায় লইয়া গেলেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেঊন।

বিভিন্ন খাদেম ও সঙ্গীদের নিকট হযরত (রহঃ) এই সংকলন তৈয়ারীর কথা আলোচনা করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে হযরত (রহঃ) আল্লাহ তায়ালার শোকর এবং নিজের খুশি প্রকাশ করিতেন। আল্লাহ তায়ালাই জানেন তাহার অন্তরে কি সংকল্প ছিল এবং উহার প্রতিটি রংকে তিনি কিভাবে পরিস্ফুটিত করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিয়া দিতেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট এইভাবে হওয়াই ফয়সালা ছিল। এখন এই সংকলন মুনতাখাবে আ'হাদীস (নির্বাচিত হাদীসসমূহ) নামে উর্দু অনুবাদের সহিত পেশ করা হইতেছে।

এই কিতাবের অনুবাদ সহজ ভাষায় করার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে সবাই বুঝিতে পারে। হাদীসের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট করার জন্য কোন কোন জায়গায় দুই বন্ধনীর মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা ও ফায়দাকে সংক্ষিপ্তভাবে লেখার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেহেতু মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার এই সংকলনের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন না, সেহেতু ইহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহাতে হাদীসের 'মতনে'র বিশুদ্ধতা, হাদীস বর্ণনাকারীদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা, হাদীসের সনদগত শ্রেণী নির্দিষ্টকরণ যেমন সহীহ, হাসান, জয়ীফ, গরীব ইত্যাদিও শামিল রহিয়াছে। এই ব্যাপারে যে সমস্ত কিতাবের সাহায্য গ্রহণকরা হইয়াছে উহার একটি তালিকাও কিতাবের শেষে দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরামদের একটি জামাত ইহাতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। মানুষ হিসাবে ভুলত্রুটি হওয়া অসম্ভব নয়, এই জন্য মাননীয় ওলামায়ে কেরামগণের নিকট আরজ হইল, যে বিষয়ে সংশোধন জরুরী মনে করিবেন জানাইবেন।

হযরতজী (রহঃ) যে উদ্দেশ্যে এই সংকলন তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং উহার গুরুত্ব সম্পর্কে যেইভাবে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সেই কারণে ইহাকে সকল প্রকার পরিবর্তন ও সংক্ষেপণ হইতে মুক্ত রাখা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত মহান এলেমের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে মাধ্যম বানাইয়াছেন সেই সমস্ত এলেম হইতে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য এলেম মোতাবেক ইয়াকীন ও দৃঢ় বিশ্বাস তৈয়ার করা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালার কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাদীস পড়া ও শোনার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মনে করিবে অর্থাৎ মানুষের দেখাশোনা ও জ্ঞান অভিজ্ঞতা হইতে বিশ্বাস হটাইতে হইবে, গায়েবী খবরের উপর বিশ্বাস করিতে হইবে, যাহা কিছু পড়া হয় অথবা শোনা হয় উহাকে অন্তর দ্বারা সত্য মানিতে হইবে, যখন কুরআন শরীফ পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপ মনে করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। যখন হাদীস শরীফ পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপে মনে করিবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। কুরআন ও হাদীস পড়া বা শোনার সময় উহা যাহার কালাম তাহার আজমত যত বেশী পয়দা হইবে এবং উহার প্রতি যত বেশী মনোযোগ হইবে তত আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার আছর বেশী হইবে।

সূরায়ে মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—

﴿وَإِذَا سَمِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰىٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة:٨٣]

অর্থ ঃ আর যখন তাহারা ঐ কিতাবকে শ্রবণ করে যাহা রসূলের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তখন (কুরআনে কারীমের প্রভাবে) আপনি তাহাদের চক্ষুসমূহকে অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় দেখিবেন। ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে চিনিতে পারিয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিতেছেন—

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ☆ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ ط أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَأُولٰٓئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]

অর্থ ঃ আপনি আমার ঐ সকল বান্দাদেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন যাহারা আল্লাহ তায়ালার এই কালামকে মনোযোগ সহকারে শুনে, অতঃপর উহার ভাল কথাসমূহের উপর আমল করে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দান করিয়াছেন, আর ইহারাই বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ، قَالُوْا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ. [رواه البخاري]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা আসমানে কোন হুকুম জারী করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার এই হুকুমের প্রভাবে ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন এবং আপন পাখাসমূহকে নাড়িতে শুরু করেন। আর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার হুকুম এইরূপে শুনিতে পান যেমন মসৃণ পাথরের উপর লোহার শিকল মারিলে আওয়াজ হয়।

অতঃপর যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয়–ভীতি দূর করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের পরওয়ারদিগার কি হুকুম দিয়াছেন? অপরজন বলেন, হক কথার হুকুম করিয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি সুমহান, মর্যাদার অধিকারী, সর্বাপেক্ষা বড় (যখন ফেরেশতাদের প্রতি আদেশটি স্পষ্ট হইয়া যায় তখন তাহারা উহা কার্যে পরিণত করিতে লাগিয়া যান।)

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ. [رواه البخاري]

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে এরশাদ করিতেন, তখন উহাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করিতেন, যেন উহা বুঝিয়া লওয়া হয়।

এইজন্য প্রতিটি হাদীসকে তিনবার করিয়া পড়া অথবা শুনা উচিত। ধ্যান মহব্বত এবং আদবের সহিত পড়া এবং শুনার মশক করিবে। পরস্পর কথাবার্তা বলিবে না। অজুর সহিত দোজানু হইয়া বসিবার চেষ্টা করিবে। হেলান দিয়া বসিবে না। নফসের খেলাফ মোজাহাদার সহিত এই এলমের মধ্যে মশগুল হইবে। আসল উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যেন অন্তর প্রভাবিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদাসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হইয়া দ্বীনের প্রতি এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যাহাতে প্রত্যেক আমলের মধ্যে ওলামায়ে কেরামদের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও মাসায়েল জানিয়া আমল করার যোগ্যতা পয়দা হইতে থাকে।

এখন এই কিতাবটি ঐ খোৎবার প্রথম অংশ দ্বারা শুরু করিতেছি যাহা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার কিতাব 'আমানিল আহবার শরহে মা'আনিল আসার' কিতাবের জন্য লিখিয়াছিলেন।

মোহাম্মাদ সা'দ কান্ধলভী
মাদ্রাসা কাসেমুল উলূম
বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)
নতুন দিল্লী।
৮ই জুমাদাল উলা ১৪২১ হিজরী
৭ই সেপ্টেম্বর ২০০০ খৃষ্টাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খোতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الإِنْسَانَ لِيُفِيْضَ عَلَيْهِ النِّعَمَ الَّتِىْ لَا يَفْنِيْهَا مُرُوْرُ الزَّمَانِ مِنْ خَزَائِنِهِ الَّتِىْ لَا تَنْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلَا تَبْلُغُهَا الْأَذْهَانُ، وَأَوْدَعَ فِيْهِ الْجَوَاهِرَ الْمَكْنُوْنَةَ الَّتِىْ بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِيْدُ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمٰنِ وَيَفُوْزُ بِهَا أَبَدَ الْآبَادِ فِىْ دَارِ الْجِنَانِ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِىْ أُعْطِىَ بِشَفَاعَةِ الْمُذْنِبِيْنَ وَأُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ، وَاصْطَفَاهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِالسِّيَادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَاجْتَبَاهُ لِتَشْرِيْحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَالنِّعَمِ فِىْ خَزَائِنِهِ الَّتِىْ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى...

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের উপর তিনি তাহার ঐ সকল নেয়ামত ঢালিয়া দেন যাহা সময়ের আবর্তনে নিঃশেষ হয় না। ঐ সকল নেয়ামত এমন ভাণ্ডারসমূহে রহিয়াছে যাহাতে দান করার কারণে কম হয় না যেখান পর্যন্ত মানুষের ধ্যান ধারণা পৌছিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগ্যতার এমন উপাদান লুকাইয়া রাখিয়াছেন যাহাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ রহমানের ভাণ্ডারসমূহ হইতে উপকৃত হইতে পারে। আর ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা তাহারা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্যও অর্জন করিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি সকল নবী ও রসূলগণের সর্দার। যাঁহাকে গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। যাঁহাকে সমগ্র জগতবাসীর প্রতি রহমত বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজ ও কলম সৃষ্টি করার পূর্বে সকল নবী ও রসূলদের সর্দার এবং বান্দাদের প্রতি পয়গাম পৌছানোর সম্মান দান করার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই জন্য নির্বাচন করিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত ভাণ্ডারসমূহে রক্ষিত নেয়ামতসমূহের বিশদ বর্ণনা দান করিবেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজ সত্তা সম্পর্কে এমন এলেম ও মারেফাত দান করিয়াছেন যাহা আজ পর্যন্ত কাহারো জন্য উন্মোচন

করেন নাই, এবং আপন মর্যাদাবান গুণাবলী তাহার উপর প্রকাশ করিলেন, যাহা কেহ জানিত না, না কোন ফেরেশতা, না কোন প্রেরিত নবী। আর তাঁহার সিনা মুবারককে ঐ সকল যোগ্যতা বুঝিবার জন্য খুলিয়া দিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে রক্ষিত রাখিয়াছেন, যে সকল স্বভাবগত যোগ্যতা দ্বারা বান্দা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করে এবং ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা বান্দা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে সাহায্য লাভ করে। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে সম্পাদিত আমলসমূহের সংশোধন পদ্ধতির জ্ঞান দান করিয়াছেন। কেননা দুনিয়া–আখেরাতের সফলতা লাভের ভিত্তি হইল আমলের সংশোধন, যেমন উভয় জাহানে বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ হইল আমলের খারাবী।

আল্লাহ তায়ালা সাহাবা (রাযিঃ)দের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, যাহারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সম্মানিত নবীর নিকট হইতে ঐ সমস্ত এলেমকে কামেল ও পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করিয়াছেন যাহার পরিমাণ গাছের পাতা ও বৃষ্টির ফোটাসমূহ অপেক্ষা অধিক এবং যাহা নবুয়তের চেরাগ হইতে প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হইত। অতঃপর তাহারা যেইরূপে মুখস্ত করা ও সংরক্ষণ করার হক ছিল তদ্রূপ মুখস্ত করিয়াছেন এবং সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাহারা সফরে ও বাড়ীতে থাকা অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতে রহিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত দাওয়াতে ও জেহাদে এবং এবাদতে, মোয়ামালা ও মুআশারায়ে শরীক রহিয়াছেন। অতঃপর ঐ সমস্ত আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার তরীকায় আদায় করা শিখিয়াছেন।

সাহাবা (রাযিঃ)দের জামাতের জন্য মোবারকবাদ, যাহারা কোন মাধ্যম ব্যতীত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি এলেম ও উহার উপর আমল শিখিয়াছেন। অতঃপর তাহারা এই এলেমসমূহকে শুধু নিজেদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন নাই বরং যে সমস্ত এলেম ও মারেফাত তাহাদের অন্তরে সংরক্ষিত ছিল এবং যে সমস্ত আমল তাহারা করিতেন উহা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছাইলেন। সমগ্র জগতকে খোদাপ্রদত্ত এলেম ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অর্জন করা রূহানী আমলের দ্বারা ভরিয়া দিলেন। ফলে সমগ্র জগত এলেম ও আলেমদের জন্য লালন কেন্দ্রে পরিণত হইল এবং মানুষ হেদায়াত ও নূরের ঝর্ণাধারায় রূপান্তরিত হইয়া এবাদত ও খেলাফতের ভিত্তির উপর আসিয়া গেল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কালেমায়ে তাইয়্যেবা

ঈমান

আভিধানিক অর্থে ঈমান বলা হয়—কাহারো উপর পূর্ণ আস্থার কারণে তাহার কথাকে নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া।

দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় ঈমান বলা হয়—রসূলের খবর বা সংবাদকে না দেখিয়া একমাত্র রসূলের উপর আস্থার কারণে নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾ [الأنبياء:٢٥]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইরশাদ করিয়াছেন, আমরা আপনার পূর্বে এমন কোন পয়গাম্বর পাঠাই নাই যাহার নিকট আমরা এই ওহী প্রেরণ করি নাই যে, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, সুতরাং আমারই বন্দেগী কর। (সূরা আম্বিয়া ২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—মুমিন তাহারাই যে, যখন আল্লাহ তায়ালার নাম লওয়া হয় তখন তাহাদের অন্তর কম্পিত হয় এবং যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তাহাদেরকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন ঐ আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করিয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল ২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا﴾ [النساء: ١٧٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—যে সকল লোক আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্পর্ক পয়দা করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর এই সকল লোকদেরকে আপন রহমত ও দয়ার মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার পর্যন্ত পৌঁছিবার সোজা রাস্তা দেখাইবেন। (যেখানে তাহাদের পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইবে সেখানে তাহাদের সাহায্য করিবেন) (সূরা নিসা ১৭৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ﴾ [المومن:٥١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয়ই আমরা আপন রসূলদের এবং ঈমানওয়ালাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগীতে সাহায্য করি এবং কেয়ামতের দিনও সাহায্য করিব। যেদিন আমলসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। (আল মুমিন ৫১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ﴾ [الأنعام:٨٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ঈমানের মধ্যে শিরক মিশ্রিত করে নাই, তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা, এবং তাহারাই হেদায়াতের উপর আছে। (আন্‌আম ৮২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾ [البقرة:١٦٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং ঈমানওয়ালাদের তো আল্লাহ তায়ালার সহিতই অধিক মহব্বত হয়। (বাকারা ১৬৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [الأنعام:١٦٢]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করেন,—আপনি বলিয়া দিন যে, নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার সকল এবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু, সবকিছু আল্লাহ তায়ালারই জন্য। যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। (আনআম ১৬২)

হাদীস শরীফ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ. رواه مسلم، باب بيان عدد شعب الإيمان ....، رقم:١٥٣

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হইল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা। (মুসলিম)

٢- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّيْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ. رواه أحمد ٦/١

২. হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই কালিমাকে কবুল করিবে যাহা আমি আমার চাচা (আবু তালেবে)র নিকট (তাহার মৃত্যুর সময়) পেশ করিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই কালেমা এই ব্যক্তির জন্য মুক্তির (উপায়) হইবে। (আহমদ)

٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه أحمد والطبرانى إسناد أحمد حسن، الترغيب ٢/٤١٥

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন ঈমানকে তাজা করিতে থাক। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপন ঈমানকে কিভাবে তাজা করিব? তিনি বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশী বেশী বলিতে থাক। (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, তারগীব)

٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٣

৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম যিকির হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সমস্ত দোয়ার মধ্যে সর্বোত্তম দোয়া হইল 'আলহামদুলিল্লাহ'। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বোত্তম যিকির এইজন্য যে, পূরা দ্বীন (ইসলাম) ইহার উপরই নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া না ঈমান ঠিক হয় আর না কেহ মুসলমান হইতে পারে।

'আলহামদুলিল্লাহ'কে সর্বোত্তম দোয়া এইজন্য বলা হইয়াছে যে, দাতার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যই হইল চাওয়া ও সওয়াল করা, আর দোয়া হইল আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়ার নাম। (মোযাহেরে হক)

٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِىَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء أم سلمة رضى الله عنها، رقم: ٣٥٩٠

৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (যখন) কোন বান্দা অন্তরের

এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন এই কলেমার জন্য নিশ্চিতরূপে আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনকি এই কলেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। অর্থাৎ সাথে সাথেই কবুল হইয়া যায়। তবে শর্ত হইল, যদি এই কলেমা পাঠকারী কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এখলাসের সহিত বলার অর্থ এই যে, উহার মধ্যে লোক দেখানো এবং মোনাফেকী না থাকে। কবীরা গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার শর্ত লাগানো হইয়াছে। আর যদি তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য কবীরা গুনাহের সহিতও পাঠ করা হয় তবুও লাভ সওয়াব হইতে খালি হইবে না। (মিরকাত)

٦- عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِىْ أَبِىْ شَدَّادٌ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْبٌ يَعْنِىْ أَهْلَ الْكِتَابِ؟ قُلْنَا: لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: ارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ وَقُوْلُوْا: لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ ﷺ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِىْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِىْ بِهَا وَوَعَدْتَنِىْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَبْشِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ. رواه أحمد والطبرانى والبزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/١٦٤

৬. হযরত ইয়ালা ইবনে সাদ্দাদ (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত সাদ্দাদ (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত উবাদা (রাযিঃ) যিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন উক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন যে, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন অপরিচিত ব্যক্তি (অমুসলিম) এই মজলিসে আছে কি? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তিনি এরশাদ করিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর এরশাদ করিলেন, হাত উঠাও এবং বল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উত্তোলন করিয়া রাখিলাম (এবং কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ পড়িলাম)। অতঃপর তিনি নিজ হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালেমা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে ইহার (কালেমার তবলীগ করার) হুকুম করিয়াছেন এবং এই কালেমার উপর

জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গকারী নহেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, আনন্দিত হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ أَنْفِ أَبِىْ ذَرٍّ. رواه البخارى، باب الثياب البيض، رقم:٥٨٢٧

৭. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা–ইলাহা বলিয়াছে অতঃপর উহার উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে? যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, (হাঁ) যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি পুনরায় আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে ; আবু যারের অপছন্দ হইলেও সে জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। (বুখারী)

ফায়দা ঃ 'আলার রাগম' আরবী ভাষার একটি বিশেষ পরিভাষা। উহার অর্থ হইল, যদিও তোমার নিকট এই কাজটি অপছন্দনীয় হয় এবং তুমি উহার না হওয়াই চাও তবুও উহা হইয়াই থাকিবে। হযরত আবু যার (রাযিঃ)এর নিকট আশ্চর্য লাগিতেছিল যে, এত বড় বড় গুনাহ সত্ত্বেও জান্নাতে কিরূপে প্রবেশ করিবে! যেহেতু ইনসাফের তাকাজা ইহাই যে, গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হইবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আশ্চর্যবোধকে দূর করার জন্য বলিলেন, চাই আবু যারের যতই অপছন্দনীয় হউক না কেন সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এখন যদি সে গুনাহ করিয়াও থাকে তবে ঈমানের

তাকাজা অনুযায়ী তওবা এস্তেগফার করিয়া গুনাহ ক্ষমা করাইয়া লইবে। অথবা আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে মাফ করিয়া শাস্তি ব্যতীত অথবা গুনাহের শাস্তি দেওয়ার পর সর্বাবস্থায় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই হাদীসে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার অর্থ পূর্ণ দ্বীন ও তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং উহাকে অবলম্বন করা। (মা'রেফুল হাদীস)

٨- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَدْرُسُ الإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يُدْرٰى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ وَيُسْرٰى عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فِىْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقٰى فِى الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَيَبْقٰى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ الْكَبِيْرَةُ يَقُوْلُوْنَ أَدْرَكْنَا آبَاءَ نَا عَلٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا. قَالَ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ لِحُذَيْفَةَ: فَمَا تُغْنِىْ عَنْهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلٰثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنَجِّيْهِمْ مِنَ النَّارِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٤/٤٧٣

৮. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাপড়ের কারুকার্য যেমন মুছিয়া ও অস্পষ্ট হইয়া যায় তদ্রূপ ইসলামও একসময় অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। এমনকি লোকেরা ইহাও জানবে না যে, রোযা কি জিনিস এবং সদকা ও হজ্জ কি জিনিস। একটি রাত্র আসিবে যখন অন্তরসমূহ হইতে কুরআন উঠাইয়া লওয়া হইবে, এবং জমিনের উপর উহার একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকিবে না। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা মহিলা থাকিয়া যাইবে, যাহারা বলিবে যে, আমরা আমাদের মুরুব্বীদের নিকট হইতে এই কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুনিয়াছিলাম এইজন্য আমরাও এই কলেমা পড়িয়া থাকি। হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ)এর শাগরিদ সিলা' জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তাহারা রোযা, সদকা, হজ্জ সম্বন্ধে জানিবে না তখন শুধু এই কলেমা তাহাদের কি উপকারে আসিবে? হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) কোন উত্তর দিলেন না। তিনি তিন বার একই প্রশ্ন করিলেন, প্রতিবারেই হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ)

জওয়াব দেওয়া হইতে বিরত থাকিলেন। তৃতীয়বার (পীড়াপীড়ি) করার পর তিনি বলিলেন, হে সিলা'! এই কলেমাই তাহাদেরকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবে। (মুস্তাদরাক, হাকেম)

٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَهُ. رواه

البزار والطبرانی ورواته رواة الصحيح، الترغيب ٢/٤١٤

৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, একদিন না একদিন এই কলেমা অবশ্যই তাহার উপকার করিবে। (নাজাত দান করিবে।) যদিও পূর্বে তাহাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করিতে হয়। (বায্যার, তাবরানী, তারগীব)

١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةِ نُوْحٍ ابْنَهُ؟ قَالُوْا: بَلٰى، قَالَ: أَوْصٰى نُوْحٌ ابْنَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أُوْصِيْكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ. أُوْصِيْكَ بِقَوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ فِيْ كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً لَقَصَمَتْهُنَّ حَتّٰى تَخْلُصَ إِلَى اللّٰهِ، وَبِقَوْلِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللّٰهِ.

(الحديث) رواه البزار وفيه: محمد بن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٩٢

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমি কি তোমাদেরকে তাহা বলিব না? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, (হযরত) নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে উপদেশ দিলেন, হে আমার ছেলে! তোমাকে দুইটি কাজ করার উপদেশ দিতেছি, আর দুইটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি। এক তো আমি তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার হুকুম করিতেছি। কেননা, যদি এই কলেমা এক

পাল্লায় রাখিয়া দেওয়া হয়, আর অপর পাল্লায় সমস্ত আসমান যমীনকে রাখিয়া দেওয়া হয় তবে কলেমার পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান জমিনে একটি বৃত্তে পরিণত হইয়া যায়, তবুও এই কলেমা সেই বৃত্তকে ভাঙ্গিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছিয়াই যাইবে। দ্বিতীয় জিনিস যাহার হুকুম করিতেছি, তাহা এই যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ পড়া, কেননা ইহা সমস্ত সৃষ্টির ইবাদত এবং ইহারই বরকতে সমস্ত সৃষ্টিকে রিযিক দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে দুইটি কাজ শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা এই দুইটি গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (বাযযার, মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ)

١١- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا رَجُلٌ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحًا حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ جَسَدِهِ وَكَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه

أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣/٦٧

১১. হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন একটি কলেমা জানি যাহা কোন মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তি পাঠ করিলে তাহার শরীর হইতে রূহ বাহির হওয়ার সময় এই কলেমার বরকতে অবশ্যই আরাম পাইবে। আর ঐ কলেমা তাহার জন্য কেয়ামতের দিন নূর হইবে। (সেই কলেমা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) (আবু ইয়ালা মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ)

١٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً. (وهو جزء من الحديث) رواه

البخاری، باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدى، رقم: ٧٤١٠

১২. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ নিহিত

থাকিবে। অর্থাৎ ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং অন্তরে গমের দানা পরিমাণও কল্যাণ থাকিবে। অর্থাৎ ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে অণু পরিমাণও কল্যাণ নিহিত থাকিবে। (বোখারী)

١٣- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا. رواه أحمد ٦/٤

১৩. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জমিনের উপর কোন শহর, গ্রাম, মরুভূমির এমন কোন ঘর অথবা তাঁবু বাকী থাকিবে না যেখানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের কালিমাকে দাখিল না করিবেন। যাহারা মানিবে তাহাদিগকে কলেমা ওয়ালা বানাইয়া ইজ্জত দান করিবেন। যাহারা মানিবে না তাহাদেরকে অপদস্থ করিবেন। অতঃপর তাহারা মুসলমানদের অধীনস্থ হইয়া থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٤- عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَبْكِيْ طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ: يَا أَبَتَاهُ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، إِنِّيْ قَدْ كُنْتُ عَلٰى أَطْبَاقٍ ثَلٰثٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّيْ، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْإِسْلَامَ فِيْ قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِيْ قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِيْ قَالَ: أَمَا

عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِيْ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِيْنَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِيْ مَا حَالِيْ فِيْهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَسُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ. رواه مسلم، باب كون الإسلام يهدم ما قبله ....، رقم: ٣٢١

১৪. হযরত ইবনে শিমাসা মাহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ)এর মৃত্যুর সময় তাহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদিতেছিলেন। তাহার পুত্র তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলিতেছিলেন, আব্বাজান! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? অর্থাৎ আপনাকে তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় সুসংবাদ দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি (দেওয়ালের দিক হইতে) মুখ ফিরাইলেন এবং বলিলেন, সর্বোত্তম জিনিস যাহা আমরা (আখেরাতের জন্য) তৈয়ার করিয়াছি তাহা এই কথার সাক্ষ্য যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই, এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। আমার জীবনে তিনটি যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। এক যুগ ছিল যখন আমার অপেক্ষা অধিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদ্বেষ পোষণকারী আর কেহই ছিল না। তখন আমার সবচেয়ে বড় আকাংখা এই ছিল যে, কোন প্রকারে যদি তাহার উপর আমি সুযোগ পাইয়া যাই তবে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। ইহা তো আমার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম যুগ ছিল। (আল্লাহ না করুন) যদি আমি সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতাম তবে নিঃসন্দেহে জাহান্নামী হইতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন আমার অন্তরে ইসলামের সত্যতা ঢালিয়া দিলেন তখন

আমি তাঁহার নিকট আসিলাম এবং আমি আরজ করিলাম, আপনার হাত মোবারক দিন আমি আপনার হাতে বাঁইয়াত করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারক বাড়াইয়া দিলেন, তখন আমি আমার হাত পিছনে টানিয়া নিলাম, তিনি বলিলেন, হে আমর কি ব্যাপার? বলিলাম, আমি কিছু শর্ত আরোপ করিতে চাই। তিনি বলিলেন, কি শর্ত আরোপ করিতে চাও? আমি ইহা বলিলাম যে, আমার সমস্ত গুনাহ যেন মাফ হইয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমর! তুমি কি জাননা যে, ইসলাম কুফরী জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহকেই পরিস্কার করিয়া দেয়? আর হিজরত ও পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেয়। আর হজ্জ ও পিছনের সমস্ত গুনাহ শেষ করিয়া দেয়। ইহা সেই যুগ ছিল যখন তাঁহার চেয়ে বেশী প্রিয়, তাহার চেয়ে বেশী সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন আমার দৃষ্টিতে আর কেহই ছিল না। তাঁহার বুযুর্গীর কারণে কখনো তাঁহাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। যদি আমাকে তাঁহার চেহারা মোবারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে আমি কিছুই বলিতে পারিব না। কেননা আমি কখনও তাহাকে পরিপূর্ণরূপে দেখিই নাই। হায়, যদি আমি সেই অবস্থায় মরিয়া যাইতাম তবে আমার আশা হয় যে, আমি জান্নাতী হইতাম। অতঃপর আমরা কিছু জিনিসের মুতাওয়াল্লী ও জিম্মাদার হইয়াছি এবং জানি না যে, আমাদের অবস্থা ঐ সকল জিনিসের মধ্যে কিরূপ রহিয়াছে। (ইহা আমার জীবনের তৃতীয় যুগ ছিল)। আচ্ছা দেখ, যখন আমার মৃত্যু হইয়া যাইবে তখন আমার (জানাযার) সহিত যেন কোন বিলাপকারিণী মহিলা যাইতে না পারে। (জাহিলিয়াতের যুগের মত) আমার জানাযার সহিত যেন আগুন না নেওয়া হয়। যখন আমাকে দাফন কার্য শেষ করিবে তখন আমার কবরের উপরে ভালভাবে মাটি দিও। আর যখন (এক কাজ হইতে অবসর) হইয়া যাইবে তখন আমার কবরের নিকট এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিও যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে একটি উট জবাই করিয়া উহার গোশত বন্টন করা যায়। যাহাতে তোমাদের কারণে আমার অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে এবং আমি বুঝিয়া লইতে পারি যে, আমি আপন রবের প্রেরিত ফেরেশতাদের প্রশ্নের কি উত্তর দিতেছি। (মুসলিম)

١٥- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ. رواه مسلم، باب غلظ تحريم الغلول ٠٠٠٠، رقم:٣٠٩

১৫. হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে খাত্তাবের বেটা! যাও লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, জান্নাতে শুধু ঈমানদারগণই প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

١٦- عَنْ أَبِىْ لَيْلٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (وهو بعض الحديث) رواه الطبرانى وفيه: حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد٦/٢٥٠

১৬. হযরত আবু লায়লা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবু সুফিয়ানকে) এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমাদের অবস্থার উপর আফসোস, আমি তো তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (এ কল্যাণ) লইয়া আসিয়াছি। ইসলাম কবুল করিয়া লও, নিরাপদ হইয়া যাইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ، فَقُلْتُ: يَارَبِّ! أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ، ثُمَّ أَقُوْلُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ أَدْنٰى شَيْءٍ. رواه البخارى، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة ٠٠٠٠، رقم:٧٥٠٩

১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন আমাকে সুপারিশ করার ইজাযত দেওয়া হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব! এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা আমার এই সুপারিশ কবুল করিবেন।) আর ঐ সমস্ত লোক জান্নাতে দাখিল হইয়া যাইবে। পুনরায় আমি আরজ করিব, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সামান্য পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (বোখারী)

١٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ

أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوْا، فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟ رواه البخاري، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، رقم:٢٢

১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে ও দোযখীরা দোযখে চলিয়া যাইবে তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে তাহাকেও জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া লও। সুতরাং তাহাদেরকেও বাহির করা হইবে। তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জ্বলিয়া কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদেরকে নহরে হায়াতে ফেলা হইবে। তখন তাহারা এমনভাবে (মুহূর্তের মধ্যে সজীব হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে যেমন ঢলের আবর্জনাতে দানা (পানি ও সারের কারণে অতি অল্প সময়ে) অঙ্কুরিত হইয়া আসে। তোমরা কি দেখ না যে, উহা কেমন সোনালী ও কোঁকড়ানো অবস্থায় বাহির হইয়া আসে? (বোখারী)

١٩- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. (الحديث) رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ١٤،١٣/١

১৯. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে ও তোমার মন্দ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে তবে তুমি মুমিন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٠- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا. رواه مسلم، باب الدليل على أن من رضي بالله ربا.....،رقم:١٥١

২০. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে (এবং ঈমানের মজা সে পাইয়াছে) যে আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইয়াছে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী এবং ইসলাম মোতাবেক আমল ও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসরণ, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইসলামের প্রতি মহব্বতের সহিত হয় এই জিনিস যাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে নিঃসন্দেহে সে ঈমানের স্বাদেও অংশ লাভ করিয়াছে।

٢١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. رواه البخاري، باب حلاوة الإيمان، رقم:١٦

২১. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের স্বাদ সেই ব্যক্তি পাইবে যাহার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাইবে। এক—তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূলের মহব্বত সবচেয়ে বেশী হয়। দুই—যে কোন ব্যক্তির সাথেই মহব্বত হয় উহা শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। তিন—ঈমানের পরে কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিকট এরূপ ঘৃণিত ও কষ্টদায়ক হয় যেরূপ আগুনে নিক্ষেপ করিলে হয়। (বোখারী)

٢٢- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ، وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ، وَأَعْطٰى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ. رواه أبوداؤد، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم:٤٦٨١

২২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারো সহিত মহব্বত করিয়াছে, আর তাহারই

জন্য দুশমনী করিয়াছে, এবং (যাহাকে দান করিয়াছে) আল্লাহ তায়ালার জন্যই দান করিয়াছে, আর (যাহাকে দান করে নাই) আল্লাহ তায়ালার জন্যই দান করে নাই সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। (আবু দাউদ)

٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِىْ ذَرٍّ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَىُّ عُرَى الإِيْمَان أَوْثَقُ؟ قَالَ: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْمُوَالَاةُ فِى اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ. رواه البيهقى في شعب الإيمان ٧/٧٠

২৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন, বল দেখি, ঈমানের কোন কড়াটি বেশী মজবুত? হযরত আবু যর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাহার রসূলই বেশী জানেন। (সুতরাং আপনিই বলিয়া দিন) তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার জন্য পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারো সহিত মহব্বত হয় এবং আল্লাহ তায়ালারই জন্য কাহারো সহিত বিদ্বেষ ও শত্রুতা হয়। (বাইহাকী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ ঈমানী শাখাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্থায়ী শাখা এই যে, দুনিয়াতে বান্দা কাহারো সহিত যে কোন আচরণ করে, চাই উহা সম্পর্ক স্থাপনের হউক বা ছিন্নকরণের হউক, মহব্বতের হউক বা শত্রুতার হউক উহা যেন নিজের নফসের চাহিদা হিসাবে না হয়, বরং শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য হয় এবং তাহারই আদেশক্রমে হয়।

٢٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: طُوْبٰى لِمَنْ آمَنَ بِىْ وَرَآنِىْ مَرَّةً وَطُوْبٰى لِمَنْ آمَنَ بِىْ وَلَمْ يَرَنِىْ سَبْعَ مِرَارٍ. رواه أحمد ٣/١٥٥

২৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে এবং আমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহার জন্য তো একবার মোবারকবাদ। আর যে আমাকে দেখে নাই তারপরও আমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাকে বারবার মোবারকবাদ। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِيْمَانَهُمْ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ بَيِّنًا لِمَنْ رَآهُ وَالَّذِىْ لَآ إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَأَ: "الٓمٓ☆ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ" إِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى "يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ". رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٢/٢٦٠

২৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এর সম্মুখে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাহাদের ঈমানের আলোচনা উত্থাপন করিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহাদের সামনে তাঁহার সত্যতা একেবারেই সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ছিল। সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। সবচেয়ে উত্তম ঈমান ঐ ব্যক্তির যে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর ইহার প্রমাণ হিসাবে তিনি এই আয়াত পড়িলেন—

الٓمٓ☆ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ... يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

অর্থ ঃ আলিফ, লাম–মীম, এই কিতাব, উহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীনের জন্য হেদায়েত স্বরূপ, যাহারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَدِدْتُ أَنِّىْ لَقِيْتُ إِخْوَانِىْ، قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: أَوَ لَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِىْ وَلٰكِنْ إِخْوَانِىَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ. رواه أحمد ٣/١٥٥

২৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার আকাংখা হয়, যদি আমার ভাইদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত! সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার ভাই হইল তাহারা যাহারা আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٧- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ رَاكِبَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَتّٰى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ، قَالَ: فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ؟ قَالَ: طُوْبٰى لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتّٰى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ ثُمَّ طُوْبٰى لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلٰى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. رواه أحمد ٤/١٥٢

২৭. হযরত আবু আবদুর রহমান জুহানী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় (সম্মুখ হইতে) দুইজন আরোহীকে আসিতে দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিয়া বলিলেন, ইহাদেরকে কিন্দা এবং মাযহিজ গোত্রের মনে হইতেছে। অবশেষে তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদের সহিত গোত্রের আরো অন্যান্য লোকজনও ছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাইয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইলেন। যখন তিনি তাঁহার হাত মোবারক নিজের হাতে লইলেন তখন আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, আপনার উপর ঈমান আনিল এবং আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং আপনার অনুসরণও করিল, বলুন, সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি (বরকত লওয়ার জন্য) তাঁহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইল। সেও বাইয়াতের জন্যে তাঁহার মোবারক হাত নিজের হাতে লইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনাকে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে, আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং আপনার অনুসরণ করিয়াছে, বলুন সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক, মোবারক হউক,

মোবারক হউক। উক্ত ব্যক্তিও তাঁহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٨- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. رواه البخاري، باب تعليم الرجل أمته وأهله، رقم:٩٧

২৮. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যে, তাহাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি, যে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত (ইহুদী বা ঈসায়ী) নিজের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে আবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপরও ঈমান আনিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহ তায়ালার হকসমূহও আদায় করিয়াছে এবং আপন মনিবদের হকসমূহও আদায় করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যাহার কোন ক্রীতদাসী থাকে। আর সে তাহাকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং উত্তমরূপে এলেম শিক্ষা দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়া লইয়াছে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য হইল, এই সকল লোকের আমলনামায় অন্যদের তুলনায় প্রত্যেক আমলের সওয়াব দ্বিগুণ লেখা হইবে। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তি নামায পড়িলে দশগুণ সওয়াব পাইবে। আর এই আমলই উক্ত তিনপ্রকার লোকদের মধ্য হইতে কেহ করিলে বিশগুণ সওয়াব পাইবে।

٢٩- عَنْ أَوْسَطَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامِيْ هٰذَا عَامَ الْأَوَّلِ، وَبَكٰى أَبُوْبَكْرٍ، فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ: سَلُوا اللّٰهَ الْمُعَافَاةَ أَوْ قَالَ: الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ قَطُّ بَعْدَ الْيَقِيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ أَوِ الْمُعَافَاةِ. رواه أحمد ١/٣

২৯. হযরত আওসাত (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)

আমাদের সম্মুখে বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন ঃ এক বৎসর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই স্থানে (বয়ান করার জন্য) দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা বলিয়াই হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট (নিজের জন্য) আফিয়াত ও নিরাপত্তা চাও। কেননা ঈমান ও ইয়াকীনের পরে আফিয়াত হইতে বড় কোন নেয়ামত কাহাকেও দান করা হয় নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِيْنِ وَالزُّهْدِ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٧/٤٢٧

৩০. হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাযিঃ) হইতে তিনি তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের সংশোধনের শুরু হইয়াছে ইয়াকীন ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির দ্বারা। আর উহার ধ্বংসের শুরু হইবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশা আকাংখার কারণে। (বায়হাকী)

٣١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل على الله، رقم:٢٣٤٤

৩১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল করিতে আরম্ভ কর যেমন তাওয়াক্কুলের হক রহিয়াছে তবে তোমাদিগকে এমনভাবে রুজী দান করা হইবে যেমন পাখীদেরকে রুজী দান করা হয়। উহারা সকালে খালি পেটে বাহির হইয়া যায় এবং বিকালে ভরা পেটে ফিরিয়া আসে। (তিরমিযী)

٣٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ

الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ فَقُلْتُ: اللّٰهُ، ثَلَاثًا، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. رواه البخاري، باب من علق سيفه بالشجر ....، رقم: ٢٩١٠

৩২. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সেই জিহাদে শরীক ছিলেন, যাহা নাজদ অভিমুখে হইয়াছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনিও তাঁহার সহিত ফিরিলেন। (ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটিল) সাহাবা (রাযিঃ) দুপুরের সময় বাবলা গাছে ভরা এক ময়দানে পৌঁছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম লওয়ার জন্য থামিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) গাছের ছায়ার তালাশে এদিক সেদিক ছড়াইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আরাম করিবার জন্য বাবলা গাছের নিচের জায়গা লইলেন এবং গাছের সহিত নিজের তরবারীটি ঝুলাইয়া রাখিলেন। আমরাও কিছু সময়ের জন্য (বিভিন্ন গাছের ছায়াতে) ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ (আমরা শুনিতে পাইলাম যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকিতেছেন। (যখন আমরা সেখানে পৌঁছিলাম) তখন তাঁহার নিকট একজন গ্রাম্য কাফের উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ঘুমাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার উপর আমারই তরবারী উত্তোলন করিয়াছে। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমার খোলা তরবারীটি তাহার হাতে রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে বাঁচাইবে? আমি তিনবার বলিলাম, আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গ্রাম্য লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং উঠিয়া বসিয়া গেলেন। (বোখারী)

٣٣- عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ: مَا أَنْتَ يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا. قَالَ: فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِىْ مِنَ الدُّنْيَا، وَاَسْهَرْتُ لَيْلِىْ، وَاَظْمَأْتُ نَهَارِىْ، وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى عَرْشِ رَبِّىْ حِيْنَ يُجَاءُ بِهٖ، وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْهَا، وَكَاَنِّىْ اَسْمَعُ عُوَاءَ اَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مُؤْمِنٌ نَوَّرَ قَلْبَهُ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه، باب الإيمان والإسلام ١٢٩/١١

৩৩. হযরত সালেহ ইবনে মিসমার ও হযরত জাফর ইবনে বুরকান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মালেক ইবনে হারেস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হারেস! তুমি কি অবস্থায় আছ? তিনি আরজ করিলেন (আল্লাহ্ তায়ালার মেহেরবানীতে) আমি ঈমানের অবস্থায় আছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকৃত মুমিন? তিনি আরজ করিলেন, আমি প্রকৃত মুমিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (চিন্তা করিয়া বলো) প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকীকত হয়, তোমার ঈমানের হাকীকত কি? অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করিতেছ যে, 'আমি প্রকৃত মুমিন।' তিনি আরজ করিলেন, (আমার কথার হাকীকত এই যে,) আমি আমার অন্তরকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া লইয়াছি, রাত্রি জাগরণ করি, দিনের বেলায় পিপাসার্ত থাকি (অর্থাৎ রোযা রাখি) আর যখন আমার রবের আরশকে আনা হইবে সেই দৃশ্য যেন আমি দেখিতেছি। বেহেশতীদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসমান থাকে। আর জাহান্নামীদের চিৎকার যেন (আমি নিজ কানে) শুনিতেছি। অর্থাৎ সর্বদা বেহেশত ও দোযখের কল্পনা বিদ্যমান থাকে। তিনি (তাহার এই কথাবার্তা শুনিয়া) বলিলেন, হারিস এমন মুমিন যাহার অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

٣٤- عَنْ مَاعِزٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اِلٰى مَغْرِبِهَا. رواه أحمد ٣٤٢/٤

৩৪. হযরত মায়েয (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করিলেন, (সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল) আল্লাহর উপর ঈমান আনা, যিনি একা, অতঃপর জিহাদ করা, অতঃপর মকবুল হজ্জ। এই সকল আমল ও অন্যান্য আমলের মধ্যে ফযিলতের দিক হইতে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যে পরিমাণ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٥- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ اَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ، اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ يَعْنِىْ: التَّقَحُّلَ. رواه أبو داود، باب النهى عن كثير من الإرفاه، رقم: ٤١٦١

৩৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাযিঃ) একদিন তাঁহার সামনে দুনিয়ার আলোচনা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মনোযোগ দিয়া শোন, মনোযোগ দিয়া শোন, নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ হইল, আড়ম্বরতা ও সাজসজ্জার জিনিস পরিত্যাগ করা।

٣٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: فَاَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد ١١٤/٤

৩৬. হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ঈমান সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঐ ঈমান যাহার সহিত হিজরত যুক্ত হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হিজরত কি? এরশাদ করিলেন, হিজরত এই যে, তুমি মন্দ কাজ পরিত্যাগ কর। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٧- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِىْ

حَدِيْثِ أَبِى أُسَامَةَ: غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. رواه مسلم، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم:١٥٩

৩৭. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফি (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ইসলামের (ব্যাপক অর্থবোধক) এমন কোন কথা বলিয়া দিন যে, আপনার পর আমার জন্য পুনরায় ঐ বিষয়ে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি ইহা বল যে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর ইহার উপর অবিচল থাক।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ প্রথমে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের উপর ঈমান আনয়ন কর। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমসমূহের উপর আমল কর। আর এই ঈমান ও আমল যেন সাময়িক না হয়। বরং পাকাপোক্তভাবে উহার উপর কায়েম থাক। (মাযাহেরে হক)

٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلُقُ فِىْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ فَاسْئَلُوا اللّٰهَ أَنْ يُّجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِى قُلُوْبِكُمْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث لم يخرج فى الصحيحين ورواته مصريون ثقات، وقد احتج مسلم فى الصحيح، ووافقه الذهبى ٤/١

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমান তোমাদের অন্তরে এমনিভাবে পুরানা (ও দুর্বল) হইয়া যায়, যেমন কাপড় পুরানা হইয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর যেন তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানকে তাজা রাখেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٣٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِىْ عَنْ أُمَّتِىْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ. رواه البخارى، باب الخطأ والنسيان فى العتاقة ....، رقم:٢٥٢٨

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের (ঐ সকল) ওয়াসওয়াসাসমূহকে মাফ করিয়া দিয়াছেন

(যাহা ঈমান ও একীনের বিপরীত অথবা গুনাহের ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃত তাহার অন্তরে আসে)। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ঐ ওয়াসওয়াসা মোতাবিক আমল না করে অথবা উহাকে মুখ উচ্চারণ না করে। (বোখারী)

٤٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ: إِنَّا نَجِدُ فِىْ أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ.

رواه مسلم، باب بيان الوسوسة فى الإيمان ....، رقم:٣٤٠

৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, কয়েকজন সাহাবা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কল্পনা আসে যাহা মুখে উচ্চারণ করা আমরা অত্যন্ত খারাপ মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি তোমাদের নিকট ঐ সমস্ত কল্পনা মুখে উচ্চারণ করিতে খারাপ লাগে? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহাই তো ঈমান। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন এই সকল চিন্তা ও কল্পনা তোমাদেরকে এত অস্থির করিয়া তোলে যে, এইগুলিকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, মৌখিক উচ্চারণও তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় তখন ইহাই তো পূর্ণ ঈমানের আলামত। (নববী)

٤١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه أبو يعلى بإسناد جيد قوى، الترغيب ٤١٦/٢

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দিতে থাক, ঐ সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা (মৃত্যু অথবা রোগ ব্যাধি ইত্যাদির কারণে) এই কলেমা উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

(আবু ইয়ালা, তারগীব)

٤٢- عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب الدليل على أن من مات ....، رقم:١٣٦

৪২. হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে যে, সে একীনের সহিত জানে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

٤٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ حَقٌّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه أبو يعلى في مسنده ١/١٥٩

৪৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই একীনের সহিত মৃত্যুবরণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্ব) হক, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (আবু ইয়ালা)

٤٤- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا مَنْ أَقَرَّ لِيْ بِالتَّوْحِيْدِ دَخَلَ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ أَمِنَ مِنْ عَذَابِيْ. رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٢٤٣

৪৪. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ নকল করেন,—আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যে ব্যক্তি আমার একত্বকে স্বীকার করিল সে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল। যে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল সে আমার আযাব হইতে নিরাপদ হইয়া গেল। (সিরাজী, জামে' সগীর)

٤٥- عَنْ مَكْحُوْلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُحَدِّثُ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ هَرِمٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَجُلٌ غَدَرَ وَفَجَرَ وَلَمْ يَدَعْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا اقْتَطَفَهَا بِيَمِيْنِهِ، لَوْ قُسِمَتْ خَطِيْئَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَوْبَقَتْهُمْ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَأَسْلَمْتَ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِنَّ اللّٰهَ غَافِرٌ لَكَ

مَا كُنْتَ كَذٰلِكَ وَمُبَدِّلٌ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَغَدَرَاتِيْ وَفَجَرَاتِيْ؟ فَقَالَ: وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، فَوَلَّى الرَّجُلُ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ. التفسير لابن كثير ٣/٣٤٠

৪৫. হযরত মাকহুল (রহঃ) বলেন, একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহার উভয় ভ্রূ চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। লোকটি আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এক ব্যক্তি যে অনেক বহু ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহের কাজ করিয়াছে, এবং জায়েয, নাজায়েয সব রকমের খাহেশ পুরা করিয়াছে, আর তাহার গুনাহ এত বেশী যে, যদি সমগ্র দুনিয়াবাসীর মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবার সুযোগ আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি মুসলমান হইয়াছ? সে আরজ করিল, জ্বি হাঁ। আমি কালেমায়ে শাহাদৎ

أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

এর সাক্ষ্যদান করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যতক্ষণ তুমি এই কালেমার স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তোমার সবরকম ওয়াদা ভঙ্গ করা ও সকল গুনাহকে মাফ করিতে থাকিবেন এবং তোমার গুনাহসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিতে থাকিবেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ তোমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে বলিতে পিঠ ঘুরাইয়া (আনন্দের সহিত) চলিয়া গেল। (ইবনে কাসীর)

٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِيْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ؟ يَقُوْلُ: لَا، يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ: بَلٰى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ

عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، فَيَقُوْلُ: اُحْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ! مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: فَاِنَّكَ لَا تُظْلَمُ. قَالَ: فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِىْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْءٌ. رواه الترمذى وقال: هذا

حديث حسن غريب، باب ما جاء فيمن يموت ....، رقم:٢٦٣٩

৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে ডাকিবেন এবং তাহার সম্মুখে আমলের নিরানব্বইটি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই আমলনামাসমূহ হইতে তুমি কোন কিছু অস্বীকার কর কি? আমার যে সকল ফেরেশতারা আমলসমূহ লেখার কাজে ছিল তাহারা তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে কি? (কোন গুনাহ না করা সত্বেও লিখিয়া দিয়াছে অথবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না। (না অস্বীকার করার কোন সুযোগ আছে, না ফেরেশতারা জুলুম করিয়াছে।) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন। তোমার নিকট এই সকল বদআমলের কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, না, কোন ওজরও নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আচ্ছা তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর কাগজের একটি টুকরা বাহির করা হইবে যাহার মধ্যে

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

লিখিত থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাও ইহাকে ওজন করিয়া লও। সে আরজ করিবে হে আমার রব, এত বড় বড় দফতরের মোকাবিলায় এই টুকরা কি কাজে আসিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর ঐ সকল দফতর এক পাল্লায় রাখা হইবে আর কাগজের সেই টুকরা অপর পাল্লায় রাখা হইবে তখন সেই কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবিলায় দফতরওয়ালা পাল্লা

উড়িতে আরম্ভ করিবে। (প্রকৃত কথা হইল) আল্লাহ তায়ালার নামের মোকাবিলায় কোন জিনিস ওজনই রাখে না। (তিরমিযী)

٤٧- عَنْ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا يَلْقَى اللّٰهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا اِلَّا حَجَبَتْهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ: لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْهِ. رواه احمد

والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/١٦٥

৪৭. হযরত আবু আম্‌রাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তায়ালার রসূল। যে কোন বান্দা (অন্তর দ্বারা) এই কলেমার প্রতি একীন করিয়া আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাত করিবে অবশ্যই এই কালেমায়ে শাহাদৎ তাহার জন্য কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন হইতে আড়াল হইয়া যাইবে। এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি বিষয় (আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত)এর সাক্ষ্য লইয়া আল্লাহ তায়ালার সহিত কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎ করিবে তাহাকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে। চাই তাহার (আমলনামায়) যত গুনাহই থাকুক না কেন।

ফায়দা ঃ হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ অন্যান্য হাদীসের আলোকে এই হাদীসও এই ধরনের অন্যান্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা এরূপ করেন যে, যে ব্যক্তি উভয় শাহাদৎ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার একত্ব ওরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের সাক্ষ্য লইয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌঁছিবে, তাহার আমলনামায় যদি গুনাহ থাকেও তবুও আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই বেহেশতে দাখেল করিবেন। হয় আপন মেহেরবানীতে ক্ষমা করিয়া দিয়া অথবা গুনাহের শাস্তি দান করিয়া।

(মাআরেফুল হাদীস)

٤٨- عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: لَا يَشْهَدُ اَحَدٌ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، اَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهو بعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على أن من مات ....، رقم:١٤٩

৪৮. হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন হইতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। অতঃপর সে জাহান্নামে দাখিল হইবে অথবা জাহান্নামের আগুন তাহাকে ভক্ষণ করিবে। (মুসলিম)

٤٩- عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ١/٤١

৪৯. হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) তাহার পিতা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং (অধিক পরিমাণে বলার দরুন) তাহার জবান এই কালেমায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আর এই কালেমা (পড়ার) দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করিবে না। (বায়হাকী)

٥٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ وَهِىَ تَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللهِ يَرْجِعُ ذٰلِكَ إِلٰى قَلْبِ مُوْقِنٍ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا. رواه أحمد ٥/٢٢٩

৫০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, খাঁটি অন্তরে এই কথা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তায়ালার রসূল, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। (আহমাদ)

٥١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ـ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ـ قَالَ: يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَامُعَاذُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ!

أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا، وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. رواه البخارى، باب من خص بالعلم قوما ....، رقم:١٢٨

৫১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত মুআয (রাযিঃ) একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ سَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, হে মুআয! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ سَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। তিনবার এমন হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তিকে দোযখের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। হযরত মুআয (রাযিঃ) (এই সুসংবাদ শুনিয়া) আরজ করিলেন, আমি কি লোকদেরকে ইহার খবর দিব না যাহাতে তাহারা খুশী হইয়া যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তখন তাহারা উহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে (আমল করা ছাড়িয়া দিবে)।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাযিঃ) এই ভয়ে যে (হাদীস গোপন করার) গুনাহ না হইয়া যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে লোকদের মধ্যে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী)

ফায়দা ঃ যে সকল হাদীসে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্যের উপর দোযখের আগুন হারাম হওয়া উল্লেখিত আছে। হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ ঐরূপ হাদীসসমূহের দুইটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এক এই যে, দোযখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তি পাইবে। অর্থাৎ কাফির, মুশরিকদের মত চিরস্থায়ীভাবে তাহাদেরকে দোযখে রাখা হইবে না। যদিও মন্দ আমলের শাস্তির জন্য কিছু সময় দোযখে রাখা হইবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যের ভিতর পুরা ইসলামী জিন্দেগী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে এবং বুঝিয়া শুনিয়া এই সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার জিন্দেগী পরিপূর্ণরূপে দ্বীন ইসলাম মোতাবেক হইবে। (মাজাহেরে হক)

٥٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٧٠

৫২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার শাফায়াত দ্বারা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী উপকৃত ঐ ব্যক্তি হইবে যে খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। (বোখারী)

٥٣- عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِى الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه أحمد ٤/١٦

৫৩. হযরত রিফাআহ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল, অতঃপর নিজের আমলসমূহকে দুরুস্ত রাখে সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّىْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوْتُ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٧٢

৫৪. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি এমন একটি কালেমা জানি যে কোন বান্দা অন্তর দ্বারা হক মনে করিয়া উহা বলিবে এবং ঐ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। সেই

কালেমা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٥٥- عَنْ عِيَاضٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللّٰهِ كَرِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللّٰهِ مَكَانٌ، وَهِىَ كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ وَأَحْرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِىَ اللّٰهَ غَدًا فَحَاسَبَهُ. رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/١٧٤

৫৫. হযরত ইয়ায আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় মর্যাদাপূর্ণ ও মূল্যবান কালেমা। আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার বড় মর্যাদা ও স্থান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে খাঁটি দিলে বলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি উহাকে মিথ্যা ও কপট মনে বলিবে, এই কালিমা (দুনিয়াতে তো) তাহার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার কারণ হইয়া যাইবে, কিন্তু কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার হিসাব লইবেন। (বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ মিথ্যা ও কপট মনে কালেমা বলার কারণে জান ও মালের হেফাজত হইয়া যাইবে, কেননা এই ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুসলমান অতএব তাহাকে ঐ সমস্ত কাফেরদের মত কতল করা হইবে না এবং তাহার মালও ছিনাইয়া লওয়া হইবে না যাহারা সরাসরি মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে।

٥٦- عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. رواه أبو يعلى ١/٦٨

৫৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমনভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহার অন্তর তাহার জবানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা)

٥٧- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد١/١٥٩

৫৭. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর ও অন্যদেরকেও সুসংবাদ দান কর, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٥٨- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. مجمع البحرين فى زوائد المعجمين ١/٥٦ قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

৫৮. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রসূল। সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মাজমাউল বাহরাইন)

٥٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِىْ عَارِضَتَيِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ بِالذَّهَبِ، السَّطْرُ الْأَوَّلُ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَالسَّطْرُ الثَّانِى: مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا أَكَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَّفْنَا خَسِرْنَا، وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ: أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ. رواه الرافعى وابن النجار وهو حديث صحيح، الجامع الصغير١/٦٤٥

৫৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া উহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দ্বিতীয়

লাইন—যাহা আমরা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ দান খয়রাত ইত্যাদি করিয়াছি উহার প্রতিদান পাইয়াছি, আর যাহা কিছু আমরা দুনিয়াতে পানাহার করিয়াছি, উহা দ্বারা লাভবান হইয়াছি। যাহা কিছু দুনিয়াতে ছাড়িয়া আসিয়াছি উহাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তৃতীয় লাইন—উম্মত গোনাহগার এবং রব ক্ষমাকারী। (রাফেঈ, ইবনে নাজ্জার, জামে' সগীর)

٦٠- عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَنْ يُّوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه البخارى، باب العمل الذى يبتغى به وجه الله تعالى، رقم:٦٤٢٣

৬০. হযরত ইতবান ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন। (বোখারী)

٦١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى٢/٣٣٢

৬১. হযরত আনাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিক ও মুখলেস ছিল, যিনি অদ্বিতীয়, যাঁহার কোন শরীক নাই, এবং (সারাজীবন) সে নামায কায়েম করিয়াছে, (আর সম্পদশালী হইলে) যাকাত আদায় করিয়াছে, সে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

ফায়দাঃমুখলেস হওয়ার অর্থ আন্তরিকভাবে আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছে।

٦٢- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ

مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً.

(الحديث) رواه أحمد ٥/١٤٧

৬২. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে, যে নিজের অন্তরকে ঈমানের জন্য খালেস করিয়াছে এবং নিজের অন্তরকে (কুফর ও শিরক) হইতে পবিত্র করিয়াছে, নিজের জবানকে সত্যবাদী রাখিয়াছে, নিজের নফসকে প্রশান্ত করিয়াছে, (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও তাহার মর্জিমত চলার দ্বারা নফস শান্তি লাভ করে) নিজের স্বভাবকে ঠিক রাখিয়াছে, (মন্দ পথে চলে নাই) নিজের কানকে সত্য শ্রবণকারী বানাইয়াছে, নিজের চোখকে (ঈমানের দৃষ্টিতে) দৃষ্টিপাতকারী বানাইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. رواه مسلم، باب الدليل على من مات......، رقم:٢٧٠

৬৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, সে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে দোযখে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

٦٤- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم والليلة للنسائي، رقم:١١٢

৬৪. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে যে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ)

٦٥- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ. رواه الطبراني في الكبير وإسناده لا بأس به، مجمع الزوائد ١/١٦٤

৬৫. হযরত নাওয়াস ইবনে মাসআন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, অবশ্যই তাহার জন্য মাগফিরাত অবধারিত হইয়া গিয়াছে। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٦٦- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا مُعَاذُ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ حِسًّا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّهُ أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّيْ، فَبَشَّرَنِيْ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا أَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَأُبَشِّرَهُمْ، قَالَ: دَعْهُمْ فَلْيَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ. رواه الطبراني في الكبير ٢٠/٥٩

৬৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয! তুমি কি অদ্য রাত্রে কোন আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছ? আমি আরজ করিলাম, না। তিনি এরশাদ করিলেন, আমার নিকট আমার রবের পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়াছেন। তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রসূল! কি আমি লোকদের নিকট যাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব না? তিনি বলিলেন, তাহাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকিতে দাও, যেন তাহারা (আমলের) রাস্তায় পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক আগে বাড়িতে থাকে।

(তাবারানী)

٦٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا

يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على أن من مات...، رقم:١٤٤

৬৭. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয! তুমি কি জান যে, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালার কি হক? আর আল্লাহ তায়ালার উপর বান্দাগণের কি হক? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল অধিক জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালার হক হইল, তাহার ইবাদত করিবে ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। আর আল্লাহ তায়ালার উপর বান্দাগণের হক হইল, যে বান্দা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না তাহাকে তিনি আযাব দিবেন না। (মুসলিম)

٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُ نَفْسًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ خَفِيْفُ الظَّهْرِ.

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة، مجمع الزوائد ١٦٧/١، ابن لهيعة صدوق، تقريب التهذيب

৬৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাত করিবে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই এবং কাহাকেও হত্যা করে নাই সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে (এই দুই গুনাহের বোঝা না থাকার কারণে) হালকা অবস্থায় হাজির হইবে। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٦٩- عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ أُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٦٥/١

৬৯. হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করে না এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়া হাত রঞ্জিত করে নাই তাহাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গায়েবের বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালার উপর ও সমস্ত গায়েবী বিষয়ের উপর ঈমান আনা, এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি খবরকে না দেখিয়া শুধু তাহার প্রতি আস্থার কারণে নিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং তাহার দেওয়া খবরের মোকাবিলায় অস্থায়ী স্বাদ আহলাদ, এবং মানুষের প্রত্যক্ষ দর্শন ও বস্তুগত অভিজ্ঞতাকে বর্জন করা।

আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার মহান গুণাবলী, তাঁহার রসূল ও তাকদীরের উপর ঈমান

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾ [البقرة:١٧٧]

(ইয়াহুদী ও নাসারাগণ বলিল যে, আমাদের ও মুসলমানদের কেবলা

যখন এক, তখন আমরা কি করিয়া আযাবের উপযুক্ত হইতে পারি? এই ধারণার জবাবে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন) শুধু ইহাই কোন সকল নেকী (গুণ) নহে যে তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্বমুখী অথবা পশ্চিমমুখী কর। বরং নেকী তো এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (সত্তা ও গুণাবলীর) উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখে এবং (এমনিভাবে) আখেরাতের দিনের উপর, ফেরেশতাদের উপর, সকল আসমানী কিতাবসমূহের উপর এবং নবীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। আর মালের প্রতি মহব্বত ও নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির ও গোলামদেরকে মুক্ত করার মধ্যে খরচ করে এবং নামাযের পাবন্দি করে এবং যাকাতও আদায় করে, (আর এই সকল আকীদা ও আমলের সহিত তাহাদের এই আখলাকও হয় যে,) যখন তাহারা কোন শরীয়তসম্মত কাজের ওয়াদা করে তখন সেই ওয়াদাকে পুরা করে এবং তাহারা অভাব অনটনে, অসুস্থতায় ও যুদ্ধের কঠিন অবস্থায় ধীরস্থির থাকে। ইহারাই সত্যবাদী লোক এবং ইহারাই খোদাভীরু। (বাকারা ১৭৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ﴾ [فاطر:٣]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহ তায়ালার ঐ সকল অনুগ্রহসমূহকে স্মরণ কর যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি করিয়াছেন। (একটু চিন্তা করিয়া তো দেখ!) আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও কি আর কোন স্রষ্টা আছেন যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হইতে রিযিক পৌঁছাইয়া থাকেন? তিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নাই। অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছ? (ফাতির ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ [الأنعام:١٠١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তিনি আসমান ও জমিনসমূহকে পূর্ব নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকারী, তাহার কোন সন্তান কিভাবে থাকিতে পারে যখন তাহার কোন স্ত্রীই নাই এবং আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসকে জানেন। (আল আনআম ১০১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ☆ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ﴾ [الواقعة:٥٨،٥٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা, তবে বলত দেখি, তোমরা (নারীর গর্ভে) যেই শুক্রবিন্দু পৌঁছাইয়া থাক, উহাকে তোমরাই মানুষ বানাও নাকি আমিই সৃষ্টিকারী? (ওয়াকেয়া ৫৮—৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ☆ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ﴾ [الواقعة:٦٣،٦٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা তবে বলত দেখি, জমিনে যে বীজ তোমরা বপন করিয়া থাক, তাহা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর নাকি আমি তাহার অঙ্কুরণকারী। (ওয়াকেয়া ৬৩-৬৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ☆ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ☆ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ☆ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ☆ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ﴾ [الواقعة:٦٨-٧٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আচ্ছা তবে বলত দেখি, যেই পানি তোমরা পান করিয়া থাক, উহা কি তোমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করিয়াছ, নাকি আমি উহার বর্ষণকারী। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে তিক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে কেন তোমরা শোকর কর না।

আচ্ছা তবে বলত দেখি ! যে আগুন তোমরা প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাক, উহা নির্দিষ্ট বৃক্ষকে (এমনিভাবে আরও যে সকল উপকরণ হইতে আগুন সৃষ্টি হয় উহাকে) তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, নাকি আমি উহার সৃষ্টিকারী। (ওয়াকেয়া ৬৮—৭২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ اللّٰهَ فٰلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ☆ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ☆ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ☆

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ☆ وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ۙ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴾ [الأنعام: ٩٥-٩٩]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বীজ ও আঁটিকে বিদীর্ণকারী আর তিনিই নির্জীব হইতে সজীবকে বাহির করেন, এবং তিনিই সজীব হইতে নির্জীবকে বাহির করেন, তিনিই তো আল্লাহ, যাহার এরূপ কুদরত রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া অপরের দিকে) কোথায় চলিয়া যাইতেছ। সেই আল্লাহ রাত্র হইতে প্রভাতের বিকাশকারী, আর তিনি রাত্রিকে আরামের জন্য বানাইয়াছেন, তিনি সূর্য ও চন্দ্রের চলনকে হিসাবমত রাখিয়াছেন, এবং উহাদের গতির হিসাব এমন সত্তার পক্ষ হইতে নির্ধারিত আছে যিনি বড় ক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানী। আর তিনি তোমাদের ফায়দার জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাদের সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারে স্থলভাগে এবং সমুদ্রে পথের সন্ধান লাভ করিতে পার। আর আমি এই সকল নিদর্শন অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ সকল লোকদের জন্যে যাহারা ভাল মন্দের জ্ঞান রাখে। আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে (মৌলিকভাবে) একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর কিছু সময়ের জন্য জমিন হইল তোমাদের ঠিকানা, অতঃপর তোমাদেরকে কবরের হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়, নিশ্চয় আমি এই সকল প্রমাণসমূহও বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ সকল লোকদের জন্যে যাহারা বুঝে। আর আল্লাহ যিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং একই পানি দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদ জমিন হইতে বাহির করিয়াছি, অতঃপর আমি উহা হইতে সবুজ ফসল বাহির করিয়াছি, অনন্তর সেই ফসল হইতে আমি এমন শস্যদানা বাহির করি যাহা একে অন্যের উপর সংস্থাপিত হয়, আর খেজুর গাছ অর্থাৎ উহার মাথী হইতে এমন ছড়া বাহির হয় যাহা ফলের ভারে ঝুকিয়া থাকে। অনন্তর সেই একই পানি হইতে আঙ্গুরের বাগান, জয়তুন এবং আনারের গাছ সৃষ্টি করিয়াছি, যাহার ফল রং, আকার ও স্বাদের দিক হইতে একে অন্যের সদৃশ, আবার কতক অসাদৃশ্য,

প্রত্যেক গাছের ফলের প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ যখন উহা ফলবান হয়, একেবারেই কাঁচা ও বিস্বাদ, অতঃপর উহার পাকিবার মধ্যেও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ যে, ঐ সময় সমুদয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নিঃসন্দেহে ইয়াকীন ওয়ালাদের জন্য এইসব বস্তুর মধ্যে বড় নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (আল আনআম ৯৫-৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ☆ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۠ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ [الجاثية: ٣٦، ٣٧]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আসমানসমূহের প্রতিপালক এবং জমিনসমূহেরও প্রতিপালক এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর আসমানসমূহে ও জমিনে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব তাহারই জন্যে বিরাজমান। তিনি মহাপরাক্রান্ত এবং প্রজ্ঞাময়। (জাসিয়া ৩৬-৩৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ☆ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি এইরূপ বলুন, হে আল্লাহ! হে সমস্ত রাজ্যের মালিক, আপনি রাজ্যের যতটুকু অংশ যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। আর যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ছিনাইয়া লন, আপনি যাহাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করিয়া দেন, সমস্ত কল্যাণ আপনারই অধিকারে রহিয়াছে, নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনি রাত্রকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং আপনিই দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, অর্থাৎ আপনি কোন মৌসুমে রাত্রের কিছু অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান যাহাতে দিন বড় হইয়া যায়, আবার কোন মৌসুমে দিনের অংশকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, ইহাতে রাত্রি বড় হইয়া যায়। আর আপনি সজীবকে নির্জীব হইতে বাহির করেন আর নির্জীবকে সজীব হইতে বাহির করেন, আর আপনি যাহাকে চাহেন অপরিমিত রিযিক দান

করেন। (আলে ইমরান ২৬–২৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ☆ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ [الأنعام:٥٩،٦٠]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর আল্লাহ তায়ালারই নিকটে আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া ঐ সকল গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে কেহই জানে না। আর তিনি সবকিছুই অবগত আছেন যাহা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রহিয়াছে, এবং গাছ হইতে কোন পাতা ঝরে না তাহার অজ্ঞাতসারে, আর জমিনের অন্ধকারে যে কোন বীজই পতিত হয় তিনি উহাকে জানেন এবং প্রত্যেক আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু পূর্ব হইতেই আল্লাহ তায়ালার নিকট লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আর সেই আল্লাহ তায়ালাই যিনি রাত্রে তোমাদেরকে নিদ্রাদান করেন এবং তোমরা দিনের বেলায় যাহা কিছু করিয়াছ তাহা জানেন। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালাই) তোমাদেরকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করেন যেন জীবনের নির্দিষ্ট সীমা কাল পূর্ণ করা হয়। অবশেষে তাহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিতে হইবে, অতঃপর তোমাদেরকে ঐ সকল আমলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে। (আল আনআম ৫৯–৬০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام:١٤]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,— আপনি তাহাদেরকে বলিয়া দিন, আমি কি সেই আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের সাহায্যকারী সাব্যস্ত করিব যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনিই সকলকে আহার দান করেন, আর তাহাকে কেহ আহার প্রদান করে না। (কেননা সেই সত্তা এই সকল প্রয়োজন হইতে পবিত্র) (আল আনআম ১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۡ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ﴾ [الحجر:٢١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— আমার নিকট প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার ভরপুর রহিয়াছে। কিন্তু আমি হেকমতের সহিত প্রতিটি বস্তু এক নির্ধারিত পরিমাণে নাযিল করিতে থাকি। (হিজর ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا﴾ [النساء:١٣٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এই সকল (মুনাফিক) লোকেরা কি কাফেরদের নিকট সম্মান তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান আল্লাহ তায়ালারই অধিকারে রহিয়াছে। (নিসা ১৩৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۡ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾ [العنكبوت:٦٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর অনেক প্রাণী এমন রহিয়াছে যাহারা আপন রুজি জমা করিয়া রাখে না। আল্লাহ তায়ালাই তাহাদেরকেও তাহাদের তকদীরের রুজি পৌঁছাইয়া থাকেন এবং তোমাদিগকেও। আর তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন। (আল আনকাবুত ৬০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ﴾ [الأنعام:٤٦]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি তাহাদিগকে বলুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের বদআমলের কারণে) তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ছিনাইয়া নেন, এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগাইয়া দেন (যাহাতে কোন কথা বুঝিতে না পার) তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন সত্তা এই বিশ্ব জগতে আছে কি যে তোমাদিগকে এই সমস্ত বস্তু পুনরায় ফিরাইয়া দিবে? আপনি দেখুন! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করিতেছি। তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। (আল আনআম ৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰـهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ☆ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰـهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ﴾ [القصص: ٧١،٧٢]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,— আপনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে রাত্রিকে তোমাদের উপর স্থায়ী করিয়া দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য আলো আনিয়া দিবে? তোমরা কি শুনিতে পাও না। আপনি তাহাদেরকে আরো জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি! যদি আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করিয়া দেন তবে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কে এমন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রি আনিয়া দিবে? যাহাতে তোমরা উহাতে আরাম কর। তবুও কি তোমরা দেখ না? (কাসাস ৭১-৭২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ☆ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ☆ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ﴾ [الشورى: ٣٢-٣٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর তাহার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে ভাসমান পর্বতাকার জাহাজসমূহ। যদি তিনি চাহেন বাতাসকে স্থির করিয়া দিতে পারেন, তখন ঐ জাহাজগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। নিঃসন্দেহে ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য (আল্লাহ তায়ালার কুদরতের উপর) নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। অথবা যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন বাতাস বহাইয়া ঐ সকল জাহাজের সওয়ারীদিগকে তাহাদের মন্দ আমলের দরুন ধ্বংস করিয়া দেন। আর অনেককে তো ক্ষমাই করিয়া দেন। (শুরা ৩২-৩৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ﴾ [سبا: ١٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এবং আমি দাউদ (আঃ)কে আমার পক্ষ হইতে বড় নেয়ামত দান করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি পর্বতসমূহকে হুকুম দিয়াছিলাম যে, দাউদ (আঃ)এর সহিত মিলিয়া তাসবীহ আদায় কর। এবং পাখীসমূহকেও একই নির্দেশ দিয়াছিলাম। আর আমি তাহার জন্য লৌহকে মোমের মত নরম করিয়া দিয়াছিলাম। (সাবা ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۚ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ﴾ [القصص: ٨١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আমি (কারুনের দুঃস্কৃতির কারণে) তাহাকে তাহার অট্টালিকা সহ জমিনে ধসাইয়া দিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার আজাব হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কোন দলই দাঁড়াইল না। আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই। (কাসাস ৮১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ﴾ [الشعراء: ٦٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—অতঃপর আমি মূসা (আঃ)কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, সুতরাং লাঠি দ্বারা আঘাত করিতেই সমুদ্র ফাটিয়া গেল (এবং ফাটিয়া কয়েকটি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল যেন অনেকগুলি সড়ক তৈয়ার হইয়া গেল।) আর প্রত্যেক অংশই বিরাটকায় পর্বত সদৃশ ছিল। (শুআরা ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ۢ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং আমাদের নির্দেশ তো এমন যে, একবার বলিলেই চোখের পলকে পুরা হইয়া যায়। (আল কামার ৫০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—স্মরণ রাখিও, সৃষ্টি করা তাহারই কাজ আর তাহারই হুকুম কার্যকর। (আ'রাফ ৫৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰـهٍ غَيْرُهٗ﴾ [الأعراف: ٥٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— (প্রত্যেক নবী আসিয়া তাহার কওমকে একই দাওয়াত দিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত কর) আর তিনি ব্যতীত কোন সত্তাই এবাদতের উপযুক্ত নহে। (আল আ'রাফ ৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [لقمن:٢٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(ঐ পবিত্র সত্তার গুণাবলী এত অধিক যে,) সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি উহা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয়, আর এই যে সমুদ্র রহিয়াছে ইহা ব্যতীত আরও এইরূপ সাতটি সমুদ্রকে ঐ সমস্ত কলমের জন্য কালিরূপে ব্যবহার করা হয় এবং অতঃপর এই কলম ও কালিসমূহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী লিখিতে আরম্ভ করা হয় তবে সমস্ত কলম ও কালি নিঃশেষ হইয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হইবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (লোকমান ২৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ [التوبة:٥١]

আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, আমাদের উপর যে কোন বিপদ আপদই আসিবে উহা আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই আসিয়া থাকিবে, তিনিই আমাদের মালিক (সুতরাং ঐ বিপদের মধ্যেও আমাদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকিবে) আর মুসলমানদের জন্য উচিত হইল যে, শুধু আল্লাহ তায়ালার উপরই ভরসা করে। (তওবা ৫১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ [يونس:١٠٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া উহা মোচনকারী কেহ নাই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন শান্তি পৌঁছাইতে চান তবে তাহার অনুগ্রহে কোন বাধাদানকারী নাই, বরং তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন দান করেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। (ইউনুস ১০৭)

হাদীস শরীফ

٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدِّثْنِىْ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ. (وهو قطعة من حديث طويل) رواه أحمد ١/٣١٩

৭০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাহাকে বলে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমানের (বিবরণ) এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি, আখেরাতের দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহের প্রতি, এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, বেহেশত, দোযখ, হিসাব এবং আমলের পরিমাপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আমি যদি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি তবে (কি) আমি ঈমানদার হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তুমি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে তখন তুমি ঈমানদার হইয়া গেলে। (মুসনাদে আহমাদ)

٧١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. (الحديث)

رواه البخاري، باب سؤال جبريل النبي ﷺ ....، رقم:٥٠

৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার ফেরেশতাদিগকে এবং (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হওয়াকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সত্য বলিয়া জানিবে ও সত্য বলিয়া মানিবে, (এবং মৃত্যুর পর) পুনরায়) উত্থিত

হওয়াকে সত্য জানিবে ও সত্য মানিবে। (বোখারী)

٧٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيْلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ. رواه أحمد وفى إسناده شهر بن حوشب وقد وثق، مجمع الزوائد ١/١٨٢

৭২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু এমতাবস্থায় আসিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাহাকে বলা হইবে যে, তুমি জান্নাতের আটটি দরজা হইতে যে দরজা দ্বারা ইচ্ছা হয় প্রবেশ কর।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرٰى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ﴾ الآية. رواه الترمذى

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অন্তরে একপ্রকার ভাবনা শয়তানের পক্ষ হইতে উদয় হয়, আর একপ্রকার ভাবনা ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে উদয় হয়। শয়তানের পক্ষ হইতে যে ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে মন্দ কাজের প্রতি এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে যেই ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে নেক কাজের প্রতি এবং সত্যকে গ্রহণ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নেক কাজ ও সত্য গ্রহণের প্রতি উৎসাহ পায় তাহার বুঝা উচিত যে, ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হেদায়াত স্বরূপ, আর এই অবস্থার উপর তাহার শোকর আদায় করা উচিত। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অন্য

অবস্থা (শয়তানী চিন্তাভাবনা) পায় তাহার জন্য উচিত হইল বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে করীমের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন যাহার অর্থ হইল, শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায়, এবং গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করে। (তিরমিযী)

٧٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَجِلُّوا اللّٰهَ يَغْفِرْ لَكُمْ. رواه أحمد٥/١٩٩

৭৪. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আজমত অন্তরে বসাও, তিনি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ)

٧٥- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِيْ! إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ، يَاعِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلٰى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا،

يَاعِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلٰى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَاعِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا

عِبَادِيْ! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم:٦٥٧٢

৭৫. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করিও না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি হেদায়েত দান করি, সুতরাং আমার নিকট হেদায়েত চাও আমি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি আহার করাই, সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহার চাও, আমি তোমাদিগকে আহার করাইব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি পরিধান করাই, সুতরাং তোমরা আমরা নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদিগকে পরিধান করাইব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত্র–দিন গুনাহ কর, আর আমি গুনাহসমূহকে মাফ করি। সুতরাং আমার নিকট মাফ চাও আমি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি করিতে চাহিলে কখনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর তোমরা আমার উপকার করিতে চাহিলে কখনো উপকার করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন, সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায়, যাহার অন্তরে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহ তায়ালার ভয় রহিয়াছে তবে ইহা আমার রাজত্বে একটুও বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায় যে তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বদকার হয় তবে ইহা আমার রাজত্বে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জীন সকলে খোলা এক ময়দানে একত্রিত হইয়া আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তাহার চাহিদা অনুপাতে দান করি তবে ইহাতে আমার

ভাণ্ডারসমূহে এই পরিমাণ কম হইবে যে পরিমাণ সমুদ্রে সুঁই ডুবাইয়া উঠাইলে সমুদ্রের পানি কম হইয়া যায়। (এই সামান্য কম হওয়া কোন ধর্তব্য বিষয় নয়, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার ভাণ্ডারসমূহেও সকলকে দেওয়ার কারণে কোনরূপ কম হয় নাই।)

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আমলগুলিই যাহা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করিতেছি। অতঃপর তোমাদিগকে উহার পরিপূর্ণ বদলা দান করিব। সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর তৌফিকে) নেক আমল করে, তাহার উচিত সে যেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে, আর যাহার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, সে যেন স্বীয় নফসকেই তিরস্কার করে, (কেননা নফসের প্রলোভনেই তাহার দ্বারা গুনাহ প্রকাশ পাইয়াছে)। (মুসলিম)

৭৬- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. رواه مسلم، باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام ....، رقم:٤٤٥

৭৬. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদিগকে ৫টি কথা এরশাদ করিলেন— (১) আল্লাহ তায়ালা ঘুমান না এবং ঘুমানো তাহার মর্যাদার উপযোগীও নয়। (২) তিনি রুজি কম ও বৃদ্ধি করেন। (৩) তাঁহার নিকট রাত্রের আমল দিনের পূর্বে (৪) এবং দিনের আমল রাত্রের পূর্বে পৌছিয়া যায়। (৫) (তাহার এবং মাখলুকের মাঝখানে) পর্দা হইল তাহার নূর। তিনি যদি ঐ পর্দা উঠাইয়া দেন তবে আপন মাখলুকের যে পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি যাইবে তাহার পবিত্র সত্তার নূর সব কিছুকে ভস্ম করিয়া দিবে। (মুসলিম)

৭৭- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ إِسْرَافِيْلَ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَافًّا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبْعُوْنَ نُوْرًا، مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنُوْ مِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ. مصابيح السنة وعده من الحسان ٤/٣١

৭৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হইতে ইসরাফীল (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন হইতে তিনি বরাবর উভয় পা বরাবর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাহার এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রহিয়াছে। প্রতিটি পর্দা এইরূপ যে, ইসরাফীল যদি উহার নিকটেও যায় তবে জ্বলিয়া ছাঁই হইয়া যাইবে। (মাসাবীহুস্ সুন্নাহ)

٧٨- عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَانْتَفَضَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَاحْتَرَقْتُ.

مصابيح السنة وعده من الحسان ٤/٣٠

৭৮. হযরত যুরারাহ ইবনে আওফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আপন রবকে দেখিয়াছেন? ইহা শুনিয়া জিবরাঈল (আঃ) কাঁপিয়া উঠিলেন এবং আরয করিলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার এবং তাঁহার মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রহিয়াছে। আমি যদি কোন একটির নিকটেও যাই তবে জ্বলিয়া যাইব। (মাসাবীহুস সুন্নাহ)

٧٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللّٰهِ مَلْأَىٰ لَا يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ. رواه البخارى، باب قوله وكان عرشه على الماء، رقم:٤٦٨٤

৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ করেন, তুমি খরচ কর, আমি তোমাকে দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হাত অর্থাৎ তাহার ভাণ্ডার ভরপুর রহিয়াছে। রাত্র দিনের অনবরত খরচ সেই

ভাণ্ডারকে কমাইতে পারে না। তোমরা কি দেখ না যে, যখন হইতে আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং (উহারও পূর্বে যখন) তাহার আরশ পানির উপর ছিল, কত খরচ করিয়াছেন! (এতদসত্ত্বেও) তাহার ভাণ্ডারে কোন কম হয় নাই। তাকদীরের ভাল–মন্দ, ফয়সালার দাড়িপাল্লা তাহারই হাতে রহিয়াছে। (বোখারী)

٨٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْبِضُ اللّٰهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ؟ رواه البخارى، باب قول الله تعالى ملك الناس، رقم:٧٣٨٢

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন জমিনকে আপন মুষ্টিতে ধারণ করিবেন, এবং আসমানকে আপন ডান হাতে পেঁচাইয়া লইবেন, অতঃপর বলিবেন, আমিই বাদশাহ ! জমিনের বাদশাহরা কোথায়? (বোখারী)

٨١- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنِّىْ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ لِلّٰهِ سَاجِدًا، وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى قول النبى ﷺ لو تعلمون رقم:٢٣١٢

৮১. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ সমস্ত বস্তু দেখি যাহা তোমরা দেখ না, এবং আমি ঐ সমস্ত কথা শুনি যাহা তোমরা শোন না। আসমান (আল্লাহ তায়ালার আজমত ও বড়ত্বের ভারে) মড় মড় করিয়া আওয়াজ করে, (যেমন খাট পালং ইত্যাদি ভারি জিনিসের কারণে আওয়াজ করে) আর আসমানের জন্য মড় মড় করাই উচিত। উহাতে চার আঙ্গুল পরিমাণও কোন জায়গা খালি নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আপন কপাল আল্লাহ তায়ালার সামনে সিজদায় ফেলিয়া রাখে নাই।

আল্লাহর কসম! যদি তোমরা জানিতে যাহা আমি জানি, তবে কম হাসিতে ও বেশী কাঁদিতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে (জঙ্গলের) পথে বাহির হইয়া যাইতে। হায় আমি যদি একটি গাছ হইতাম, যাহা (মূল হইতে) কাটিয়া ফেলা হইত। (তিরমিযী)

٨٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ. رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب، باب حديث في أسماء الله.....، رقم:٣٥٠٧

৮২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ভালভাবে উহা মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন মালিক ও মা'বুদ নাই। (তাহার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম এই)

১. الرَّحْمٰنُ পরম দয়ালু।

২. الرَّحِيْمُ অতি মেহেরবান।

৩. الْمَلِكُ প্রকৃত বাদশাহ।

৪. الْقُدُّوْسُ সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র।

৫. السَّلَامُ সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপত্তা দানকারী।

৬. الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী।

৭. الْمُهَيْمِنُ পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী।

৮. الْعَزِيْزُ সকলের উপর ক্ষমতাবান।

৯. الْجَبَّارُ বিকৃতের সংস্কারক।

১০. الْمُتَكَبِّرُ নিরঙ্কুশ বড়ত্বের অধিকারী। সুমহান।

১১. الْخَالِقُ স্রষ্টা।

১২. الْبَارِئُ ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী।

১৩. الْمُصَوِّرُ আকৃতি সৃষ্টিকারী।

১৪. الْغَفَّارُ পরম ক্ষমাশীল।

১৫. الْقَهَّارُ সকলকে নিজের আয়ত্তে ধারণকারী।

১৬. الْوَهَّابُ সবকিছু দানকারী।

১৭. الرَّزَّاقُ মহান রিযিকদাতা।

১৮. الْفَتَّاحُ সকলের জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্তকারী।

১৯. الْعَلِيْمُ সর্ববিষয়ে অবগত।

২০. الْقَابِضُ সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী।

২১. الْبَاسِطُ প্রশস্ততা দানকারী।

২২. الْخَافِضُ অবনতকারী।

২৩. الرَّافِعُ উন্নতকারী।

২৪. الْمُعِزُّ মর্যাদা দানকারী।

২৫. الْمُذِلُّ যিল্লত দানকারী।
২৬. السَّمِيْعُ সর্ববিষয় শ্রবণকারী।
২৭. الْبَصِيْرُ সর্ববিষয় দর্শনকারী।
২৮. الْحَكَمُ অটল ফায়সালাকারী।
২৯. الْعَدْلُ পূর্ণ ইনসাফকারী।
৩০. اللَّطِيْفُ গোপন বিষয় অবগত।
৩১. الْخَبِيْرُ সর্ববিষয় অবগত।
৩২. الْحَلِيْمُ অতি ধৈর্যশীল।
৩৩. الْعَظِيْمُ অতি মর্যাদার অধিকারী।
৩৪. الْغَفُوْرُ অতি ক্ষমাশীল।
৩৫. الشَّكُوْرُ গুনগ্রাহী (অল্পের বিনিময়ে অধিক দানকারী)
৩৬. الْعَلِىُّ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
৩৭. الْكَبِيْرُ সুমহান।
৩৮. الْحَفِيْظُ হেফাজতকারী।
৩৯. الْمُقِيْتُ সকলকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ দানকারী।
৪০. الْحَسِيْبُ সকলের জন্য যথেষ্ট।
৪১. الْجَلِيْلُ পরম মর্যাদার অধিকারী।
৪২. الْكَرِيْمُ বিনা প্রার্থনায় দানকারী।
৪৩. الرَّقِيْبُ তত্ত্বাবধানকারী।
৪৪. الْمُجِيْبُ কবুলকারী।
৪৫. الْوَاسِعُ সর্বব্যাপী।
৪৬. الْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।
৪৭. الْوَدُوْدُ স্বীয় বান্দাদের প্রতি সদয়।
৪৮. الْمَجِيْدُ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

৪৯. الْبَاعِثُ জীবন দান করিয়া কবর হইতে পুনরুত্থানকারী।
৫০. الشَّهِيْدُ এমন উপস্থিত যিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন।
৫১. الْحَقُّ আপন সকল গুণাবলীর সহিত বিদ্যমান।
৫২. الْوَكِيْلُ কর্ম সম্পাদনকারী।
৫৩. الْقَوِىُّ মহাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।
৫৪. الْمَتِيْنُ সুদৃঢ়।
৫৫. الْوَلِىُّ অভিভাবক ও সাহায্যকারী।
৫৬. الْحَمِيْدُ প্রশংসার উপযুক্ত।
৫৭. الْمُحْصِى সমস্ত সৃষ্টির সর্ববিষয় অবগত।
৫৮. الْمُبْدِئُ প্রথমবার সৃষ্টিকারী।
৫৯. الْمُعِيْدُ পুনরায় সৃষ্টিকারী।
৬০. الْمُحْيِى জীবন দানকারী।
৬১. الْمُمِيْتُ মৃত্যু দানকারী।
৬২. الْحَىُّ চিরঞ্জীব।
৬৩. الْقَيُّوْمُ সকলের ধারক ও সংরক্ষণকারী।
৬৪. الْوَاجِدُ অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক অর্থাৎ সবকিছু তাহার ভাণ্ডারে রহিয়াছে।
৬৫. الْمَاجِدُ বড়ত্বের অধিকারী।
৬৬. الْوَاحِدُ এক।
৬৭. الْأَحَدُ একক।
৬৮. الصَّمَدُ কাহারো মুখাপেক্ষী নন সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী।
৬৯. الْقَادِرُ অসীম শক্তির অধিকারী।
৭০. الْمُقْتَدِرُ সকলের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।
৭১. الْمُقَدِّمُ আগে বাড়ানেওয়ালা।

৭২. **اَلْمُؤَخِّرُ** পিছে হটানেওয়ালা।

৭৩. **اَلْاَوَّلُ** সবকিছুর পূর্বে।

৭৪. **اَلْآخِرُ** সবকিছুর পরে অর্থাৎ যখন কেহ ছিল না, কিছু ছিল না, তখনও তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং যখন কেহ থাকিবে না, কিছু থাকিবে না তিনি তখন এবং তাহার পরেও বিদ্যমান থাকিবেন।

৭৫. **اَلظَّاهِرُ** সম্পূর্ণ প্রকাশিত, অর্থাৎ প্রমাণের আলোকে তাহার অস্তিত্ব সুপ্রকাশিত।

৭৬. **اَلْبَاطِنُ** দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য।

৭৭. **اَلْوَالِى** সকল কিছুর অভিভাবক।

৭৮. **اَلْمُتَعَالِى** সৃষ্টির গুণাবলী হইতে উর্ধ্বে।

৭৯. **اَلْبَرُّ** বড় অনুগ্রহকারী।

৮০. **اَلتَّوَّابُ** তওবার তৌফিক দানকারী এবং তওবা কবুলকারী।

৮১. **اَلْمُنْتَقِمُ** অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৮২. **اَلْعَفُوُّ** অত্যাধিক ক্ষমা দানকারী।

৮৩. **اَلرَّؤُوْفُ** অত্যন্ত স্নেহশীল।

৮৪. **مَالِكُ الْمُلْكِ** সমগ্র জগতের বাদশাহ।

৮৫. **ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী, নেয়ামত ও সম্মান দানকারী।

৮৬. **اَلْمُقْسِطُ** হকদারের হক আদায়কারী।

৮৭. **اَلْجَامِعُ** সমস্ত সৃষ্টিকে কেয়ামতের দিন একত্রকারী।

৮৮. **اَلْغَنِىُّ** স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাঁহার কাহারো নিকট কোন প্রয়োজন নাই।

৮৯. **اَلْمُغْنِى** আপন দান দ্বারা বান্দাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দানকারী।

৯০. **اَلْمَانِعُ** বাধা দানকারী।

৯১. **اَلضَّارُّ** (আপন কৌশল ও ইচ্ছাধীন) ক্ষতিসাধনকারী।

৯২. **اَلنَّافِعُ** লাভ দানকারী।

৯৩. **اَلنُّوْرُ** সম্পূর্ণ নূর ও নূর দানকারী।

৯৪. **اَلْهَادِى** সরল পথ প্রদর্শনকারী ও উহার উপর পরিচালনাকারী।

৯৫. **اَلْبَدِيْعُ** নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী।

৯৬. **اَلْبَاقِى** চির অবিনশ্বর (যিনি কখনও ধ্বংস হইবেন না)।

৯৭. **اَلْوَارِثُ** সবকিছু ধ্বংস হইবার পর বিদ্যমান।

৯৮. **اَلرَّشِيْدُ** হেদায়েত ও হেকমতের অধিকারী (যাহার প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত সঠিক)।

৯৯. **اَلصَّبُوْرُ.** অত্যাধিক ধৈর্যধারণকারী (বান্দাদের বড় হইতে বড় নাফরমানী দেখিয়াও তাৎক্ষণিক আজাব পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন না।) (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কুরআনে করীম ও অন্যান্য রেওয়ায়াতে আল্লাহ তায়ালার অনেক নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে এই হাদীসে নিরানব্বইটি নাম বর্ণিত হইয়াছে। (মাযাহেরে হক)

٨٣- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَامُحَمَّدُ! انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ☆ اَللّٰهُ الصَّمَدُ☆ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ☆ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. رواه أحمد ٥/١٣٤

৮৩. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, হে মোহাম্মাদ! আমাদিগকে আপনার পরওয়ার দিগারের বংশ পরিচয় বলুন, তখন আল্লাহ তায়ালা এই সূরা (সূরায়ে এখলাস) নাযিল করিলেন।

যাহার তরজমা হইল ঃ আপনি বলুন যে তিনি—অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী, তাঁহার সন্তান নাই, এবং তিনি কাহারো সন্তান নহেন এবং কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে।

(মুসনাদে আহমাদ)

٨٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: (قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ): كَذَّبَنِى ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ، وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ، أَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُوْلَ: إِنِّىْ لَنْ أُعِيْدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُوْلَ: اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُوًا أَحَدٌ. رواه البخارى، باب قوله الله الصمد، رقم:٤٩٧٥

৮৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ মুবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, অথচ ইহা তাহার জন্য উচিত ছিল না। এবং আমাকে গালি দিয়াছে অথচ তাহার ইহার অধিকার ছিল না। আমাকে তাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা এই যে, সে বলে আমি তাহাকে পুনরায় জীবিত করিতে পারিব না, যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আর তাহার গালাগাল দেওয়া এই যে, সে বলে আমি কাহাকেও নিজের ছেলে বানাইয়া লইয়াছি। অথচ আমি অমুখাপেক্ষী, আমার কোন সন্তান নাই, আমি কাহারো সন্তান নই এবং কেহ আমার সমকক্ষ নহে। (বোখারী)

٨٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا: خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟ فَإِذَا قَالُوا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. رواه أبوداؤد، مشكوة المصابيح، رقم:٧٥

৮৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, লোকেরা সর্বদা (আল্লাহ তায়ালার সত্তা সম্পর্কে) একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে, অবশেষে বলা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করিয়াছেন, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে (নাউযুবিল্লাহ)? যখন লোকেরা এই কথা বলিবে, (তখন তোমরা এই কালেমাসমূহ বলিও—

اَللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

তরজমা ঃ আল্লাহ তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলে তাহার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালার না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কাহারো হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন। আর না কেহ আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ আছে। অতঃপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

٨٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، رقم:٧٤٩١

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ মোবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে কষ্ট দিতে চায়, যামানাকে গালি দেয়, অথচ যামানা (কিছুই নহে যামানা তো) স্বয়ং আমিই, (যামানার) সমস্ত বিষয়ই আমার নিয়ন্ত্রণে। যেমন ইচ্ছা হয় রাত্র দিনকে আবর্তন করি। (বোখারী)

٨٧- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلٰى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ، يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى أن الله هو الرزاق....، رقم:٧٣٧٨

৮৭. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ তায়ালার চেয়ে অধিক ধৈর্য ধারণকারী কেহ নাই। মুশরিকরা তাহার জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে তারপরও তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন ও রিযিক দান করেন। (বোখারী)

٨٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِىْ كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِىْ تَغْلِبُ غَضَبِىْ. رواه مسلم، باب فى سعة رحمة الله تعالى....، رقم:٦٩٦٩

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করিলেন, তখন লৌহে মাহফুজে ইহা লিখিয়া দিলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে। এই লেখা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আরশের উপর মওজুদ রহিয়াছে। (মুসলিম)

٨٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى ..... ، رقم:٦٩٧٩

৮৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট নাফরমানদের জন্য যে শাস্তি রহিয়াছে মুমিন বান্দা যদি তাহা সঠিকরূপে জানিত তবে কেহই তাহার জান্নাতের আশা করিত না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট যেই রহমত রহিয়াছে কাফের যদি উহা সঠিকরূপে জানিত তবে তাহার জান্নাত হইতে কেহই নিরাশ হইত না। (মুসলিম)

٩٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى ..... ، رقم:٦٩٧٤

وفي رواية لمسلم: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ. رقم:٦٩٧٧

৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট একশত রহমত রহিয়াছে, তিনি উহা হইতে একটি রহমত জিন, ইনসান, জীবজন্তু, পোকামাকড়ের মধ্যে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই একটি অংশের কারণে তাহারা একে অন্যের প্রতি মায়াममতা ও দয়া করে, উহারই কারণে হিংস্র পশু আপন সন্তানকে মায়া করে। আর আল্লাহ তায়ালা নিরানব্বইটি রহমতকে কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়াছেন যে, উহা দ্বারা

আপন বান্দাদের প্রতি দয়া করিবেন। এক রেওয়ায়াতে আছে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন নিজের সেই নিরানব্বইটি রহমতকে এই দুনিয়াবী রহমতের সহিত মিলাইয়া পূর্ণতা দান করিবেন। (অতঃপর একশ'টি রহমত দ্বারা আপন বান্দাদের উপর দয়া করিবেন।) (মুসলিম)

٩١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْيٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ، تَبْتَغِيْ، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللّٰهِ! وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا. رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى ..... ، رقم:٦٩٧٨

৯১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন কয়েদীকে আনা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়েলোককে দেখিলেন যে তাহার সন্তানকে তালাশ করিয়া বেড়াইতেছে। যখনি সে তাহার সন্তানকে পাইল অমনি তাহাকে উঠাইয়া আপন পেটের সহিত জড়াইয়া লইল এবং দুধপান করাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা এই মেয়েলোকটি কি তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? আমরা আরজ করিলাম আল্লাহর কসম, পারে না। বিশেষতঃ যখন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ না করিবার তাহার ক্ষমতা থাকে (এবং কোন অপারগতা না থাকে)। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, এই মেয়েলোক আপন সন্তানকে যে পরিমাণ দয়া ও মায়া করে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দয়া ও মায়া করেন। (মুসলিম)

٩٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي صَلٰوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ. رواه البخاري، باب رحمة الناس والبهائم، رقم:٦٠١٠

৯২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, (একবার) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইলেন, আমরাও তাহার সহিত দাঁড়াইয়া গেলাম। একজন গ্রাম্য (নওমুসলিম) নামাযের মধ্যেই বলিল, হে আল্লাহ, (শুধু) আমার উপর এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহম কর, আমাদের সহিত আর কাহারো উপর দয়া করিও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাইলেন তখন সেই গ্রাম্য লোকটিকে বলিলেন, তুমি অত্যন্ত প্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ। (ভয় করিও না রহমত তো এত পরিমাণ যে সবাইকে ঢাকিয়া লইলেও সংকীর্ণ হইবে না, তুমিই উহাকে সংকীর্ণ মনে করিতেছ।) (বোখারী)

٩٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ! لَا يَسْمَعُ بِىْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ أُرْسِلْتُ بِهٖ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. رواه مسلم، باب وجوب الايمان ..... ، رقم:٣٨٦

৯৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ। এই উম্মতের মধ্যে কোন ইহুদী অথবা খৃষ্টান যে কেহ আমার (নবুওয়তের) খবর শুনিয়াও এই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনিবে না যে দ্বীন দিয়া আমাকে পাঠানো হইয়াছে, এবং (এই অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করিবে নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (মুসলিম)

٩٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا، قَالَ: فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ: الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي: مُحَمَّدٌ ﷺ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. رواه البخارى، باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم:٧٢٨١

৯৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, কয়েকজন ফেরেশতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন যখন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, তিনি ঘুমাইয়া আছেন। এক ফেরেশতা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। পুনরায় পরস্পর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের এই সাথী (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, উহা তাহার সম্মুখে বর্ণনা কর। অন্যান্য ফেরেশতাগণ বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন, (সুতরাং বর্ণনা করিয়া লি লাভ?) তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, নিঃসন্দেহে চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইল এবং উহাতে দাওয়াতের আয়োজন করিল, অতঃপর লোকদেরকে ডাকিবার জন্যে একজন মানুষ পাঠাইল, যে ব্যক্তি আহবানকারীর কথা মানিল সে ঘরে প্রবেশ করিবে এবং খানাও খাইবে। আর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর কথা মানিল না সে ঘরে প্রবেশ করিবে না খানাও খাইবে না। ইহা শুনিয়া ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, এই দৃষ্টান্তটি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা কর যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন। জনৈক ফেরেশতা বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন। (উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কি লাভ?) অন্যান্যরা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, সেই ঘর হইল জান্নাত (যাহা আল্লাহ তায়ালা বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে বিভিন্ন রকমের নেয়ামতসমূহ রাখিয়া দাওয়াতের আয়োজন করিয়াছেন,) আর (সেই জান্নাতের দিকে) আহবানকারী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিল (সুতরাং সে জান্নাতে দাখেল হইবে এবং সেখানকার নেয়ামতসমূহ লাভ করিবে) আর যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিল

(সুতরাং সে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।) মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন (আনুগত্যকারী ও অবাধ্য)। (বোখারী)

ফায়দা ঃ ইহা নবীগণের বৈশিষ্ট্য যে, তাহাদের ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুম হইতে ভিন্ন রকমের হয়। সাধারণ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ বেখবর থাকে, অপরদিকে নবীগণ ঘুমন্ত অবস্থায়ও সম্পূর্ণ বেখবর হন না। তাহাদের ঘুমের সম্পর্ক শুধু চক্ষুর সহিত থাকে, অন্তর ঘুমন্ত অবস্থায় ও আল্লাহ তায়ালার সত্তার দিকে মনোযোগী থাকে। (বাযলুল মাজহুদ)

٩٥- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللّٰهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. رواه البخاري، باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم:٧٢٨٣

৯৫. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার এবং যে দ্বীন দিয়া আল্লাহ তায়ালা আমাকে পাঠাইয়াছেন উহার উদাহরণ হইল ঐ ব্যক্তি ন্যায় যে নিজের কওমের নিকট আসিয়া বলিল, হে আমার কওম! আমি স্বচক্ষে শত্রুবাহিনী দেখিয়াছি, এবং আমি একজন সত্য ভয়প্রদর্শনকারী, সুতরাং বাঁচার চিন্তা কর। ইহাতে তাহার কওমের কিছু লোকেরা তো তাহার কথা মানিল, এবং ধীরে ধীরে রাত্রিতেই রওয়ানা হইয়া গেল এবং শত্রুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। কিছু লোকেরা তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং সকাল পর্যন্ত নিজেদের ঘরে থাকিয়া গেল। সকাল হইতেই শত্রুবাহিনী তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিল। ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল এবং আমার আনিত দ্বীনের অনুসরণ করিল (সে বাঁচিয়া গেল) এবং ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল না এবং আমার আনিত দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল (সে ধ্বংস হইয়া গেল)। (বোখারী)

ফায়দা ঃ যেহেতু আরবদের মধ্যে ভোরে ভোরে হামলা করার প্রচলন ছিল, এইজন্য দুশমনের হামলা হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য রাত্রেই সফর করা হইত।

٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللّٰهِ تَعَالَى رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. رواه أحمد ٤/٢٦٥

৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনু কোরায়যা গোত্রীয় আমার এক ভাইয়ের নিকট দিয়া গেলাম সে (আমার উপকারার্থে) তাওরাত হইতে কিছু সারগর্ভ কথা লিখিয়া দিয়াছে। অনুমতি হইলে আপনার সম্মুখে পেশ করিব? হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ওমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিতেছেন না? হযরত ওমর (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা হইতে অসন্তুষ্টির ভাব দূর হইল এবং এরশাদ করিলেন, ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ, যদি মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে থাকিতেন আর তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইতে। সকল উম্মতের মধ্য হইতে তোমরা

আমার অংশে আসিয়াছ, সকল নবীদের মধ্য হইতে আমি তোমাদের অংশে আসিয়াছি। (সুতরাং আমারই অনুসরণের মধ্যে তোমাদের সফলতা রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى. رواه البخاري، باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم:٧٢٨٠

৯৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাইবে, ঐ সমস্ত লোক ব্যতীত যাহারা অস্বীকার করিবে। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (জান্নাতে যাইতে) কে অস্বীকার করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিল সে জান্নাতে দাখেল হইল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিল অবশ্যই সে জান্নাতে যাইতে অস্বীকার করিল। (বোখারী)

٩٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. رواه البغوي في شرح السنة ١/٢١٣، قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، جامع العلوم والحكم ص٣٦٤

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনের খাহেশসমূহ আমার আনিত দ্বীনের অধীন না হইয়া যাইবে। (শারহুস সুন্নাহ)

٩٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الأخذ بالسنة ...، رقم:٢٦٧٨

৯৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার পুত্র! যদি তুমি সকাল সন্ধ্যা (সবসময়) নিজের অন্তরের অবস্থা এইরূপ করিতে পার যে, তোমার অন্তর কাহারো ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও কালিমাযুক্ত হয় না, তবে অবশ্যই এইরূপ করিও। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আমার পুত্র, ইহা আমার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত, এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জিন্দা করিল সে আমাকে ভালবাসিল, আর যে আমাকে ভালবাসিল সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকিবে। (তিরমিযী)

١٠٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لٰكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. رواه البخاري، باب الترغيب في النكاح، رقم:٥٠٦٣

১০০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁহার বিবিগণের নিকট আসিলেন। যখন তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের অবস্থা জানানো হইল, তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতকে কম মনে করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে? আল্লাহ তায়ালা তাহার সামনের পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, আমি সর্বদা সারারাত্রি নামায পড়িব। দ্বিতীয় জন বলিলেন, আমি সর্বদা রোযা রাখিব এবং কখনও বাদ দিব না। তৃতীয় জন বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না। (তাহাদের পরস্পরের

মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হইতেছিল। এমন সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি এই সমস্ত কথা বলিয়াছ? মনোযোগ সহকারে শুন, আল্লাহ তায়ালার কসম! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগারী অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি, আবার রাখিও না, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই, এবং বিবাহও করি (ইহাই আমার তরীকা সুতরাং) যে আমার তরীকা হইতে মুখ ফিরাইয়াছে সে আমার দলভুক্ত নয়। (বোখারী)

١٠١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِىْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ. رواه الطبرانى بإسناد لا بأس به، ترغيب ١/٨٠

১০১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমার উম্মতের ফেৎনা ফাসাদের যামানায় যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে সে শহীদের সওয়াব পাইবে। (তাবরানী, তারগীব)

١٠٢- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. رواه الإمام مالك فى الموطأ، النهى عن القول فى القدرص ٧٠٢

১০২. হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকট দুইটি জিনিস রাখিয়া গিয়াছি, যতক্ষণ তোমরা উহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখিবে কখনও গোমরাহ হইবে না। উহা হইল আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তাঁহার রাসূলের সুন্নত। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

١٠٣- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَبِمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا،

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. رواه الترمذى، وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى الأخذ بالسنة، الجامع الترمذى ٢/٩٢ طبع فاروقى كتب خانه، ملتان

১০৩. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামাযের পর আমাদেরকে এইরূপ মর্মস্পর্শী নসীহত করিলেন যে, চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল, এবং অন্তরে ভয় পয়দা হইয়া গেল, এক ব্যক্তি আরজ করিল ইহা তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহত মনে হইতেছে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি অসিয়ত করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাকার এবং (আমীরের কথা) শুনার ও মানার অসীয়ত করিতেছি, যদিও সেই আমীর হাবশী গোলাম হয়। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আমার পর জীবিত থাকিবে সে বহু মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করা হইতে বাঁচিও। কেননা প্রত্যেক নতুন জিনিস গোমরাহী। সুতরাং তোমরা যদি সেই যামানা পাও তবে আমার এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিও। (তিরমিযী)

١٠٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِىْ يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهٖ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهٖ، قَالَ: لَا، وَاللّٰهِ! لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رواه مسلم، باب تحريم خاتم الذهب ۰۰۰۰، رقم: ٥٤٧٢

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখিয়া উহা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (কি আশ্চর্যের কথা) তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আগুনের কয়লা হাতে রাখিতে চায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন হাতে সোনার কোন জিনিস পরিবে তাহার হাত

দোযখে চলিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তিকে বলা হইল, তোমার আংটি লইয়া যাও (এবং উহা বিক্রয় করিয়া অথবা হাদিয়া স্বরূপ দান করিয়া উহা) দ্বারা উপকৃত হও। সে জওয়াব দিল, না, আল্লাহর কসম! যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলিয়া দিয়াছেন, আমি কখনও উহা উঠাইব না। (মুসলিম)

١٠٥- قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رواه البخاري، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم: ٥٣٣٤

১০৫. হযরত যয়নব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর নিকট ঐ সময় গেলাম যখন তাহার পিতা হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হইয়াছিল। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) সুগন্ধি আনাইলেন, যাহাতে খালুক অথবা অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণ থাকার কারণে হলুদ বর্ণ ছিল। উহা হইতে কিছু খুশবু বাঁদিকে লাগাইলেন, পরে নিজের চেহারায় মাখিয়া লইলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে মহিলা আল্লাহ তায়ালা এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য জায়েয নহে যে, সে স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করে। (কেননা স্বামীর জন্য শোক পালনের সময়) চার মাস দশ দিন। (বোখারী)

ফায়দা ঃ খালুক একপ্রকার মিশ্র সুগন্ধিকে বলা হয়। যাহার অন্যান্য অংশের মধ্যে জাফরানের অংশ বেশী থাকে।

١٠٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا

مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. رواه البخاري، باب علامة الحب في الله.... رقم: ٦١٧١

১০৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেয়ামত কবে আসিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছ? লোকটি আরজ করিল, আমি কেয়ামতের জন্য অধিক (নফল) নামায, (নফল) রোযা এবং অধিক সদকা খয়রাত তৈয়ার করি নাই। তবে একটি বিষয় এই যে, আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলে, তবে (কেয়ামতের দিন) তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে যাহাকে তুমি (দুনিয়াতে) ভালবাসিয়াছ। (বোখারী)

١٠٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِيْ، وَإِنِّيْ لَأَكُوْنُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتّٰى آتِيَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِيْ وَمَوْتَكَ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنِّيْ إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيْتُ أَنْ لَا أَرَاكَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ﴾. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة، مجمع الزوائد ٧/٦٣

১০৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, আমার স্ত্রীর ও মালের চেয়েও বেশী প্রিয়। আমার সন্তানের

চেয়েও বেশী প্রিয়। আমি আমার ঘরে থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়িয়া যায় তখন আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত হাজির হইয়া আপনাকে দেখিয়া না লই। আমি জানি যে, এই দুনিয়া হইতে আমাকে এবং আপনাকে যাইতে হইবে, অতঃপর আপনি তো জান্নাতে নবীগণের মর্যাদায় পৌছিয়া যাইবেন, আর (আমার ব্যাপারে প্রথমতঃ ইহাও জানা নাই যে, আমি জান্নাতে পৌছিতে পারিব কি না) যদি আমি জান্নাতে পৌছিয়াও যাই তবুও (যেহেতু আমার মর্যাদা আপনার চেয়ে অনেক নীচে হইবে সেহেতু) আমার আশংকা হয় যে আমি সেখানে আপনাকে দেখিতে পারিব না। তখন আমি কিভাবে সবর করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথা শুনিয়া কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হইল—

"وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ"

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মানিয়া লইবে, তখন এরূপ ব্যক্তিও তাহাদের সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করিয়াছেন।

অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক লোকগণ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٠٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِيْ إِلَيَّ حُبًّا، نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. رواه مسلم، باب فيمن يود رؤية النبي ﷺ ..... رقم: ٧١٤٥

১০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক ভালবাসা পোষণকারী লোকদের মধ্যে তাহারা (ও) রহিয়াছে, যাহারা আমার পরে আসিবে। তাহারা এই আকাংখা করিবে যে, হায় যদি তাহাদের আপন ঘরবাড়ী ধনসম্পদ সবকিছু কোরবান করিয়া কোন প্রকারে আমাকে দেখিতে পাইত। (মুসলিম)

١٠٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا،

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ. رواه مسلم، باب المساجد ومواضع الصلوة، رقم: ١١٦٧

১০৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে ছয়টি কারণে অন্যান্য নবীদের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে—

(১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।

(২) আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা দুশমনদের অন্তরে আমার ভীতি ও ভয় সৃষ্টি করিয়া দেন।)

(৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে গনীমতের মালকে আগুন আসিয়া জ্বালাইয়া দিত।)

(৪) সমস্ত জমিনকে আমার জন্য মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার স্থান বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতগণের জন্য শুধু নির্দিষ্ট স্থানসমূহে এবাদত আদায় করা যাইত) আর সমস্ত জমিনের (মাটিকে) আমার জন্য পবিত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তৈয়ম্মুমের দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন করা যায়)

(৫) সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। (আমার পূর্বেকার নবীদেরকে বিশেষভাবে তাহাদের কাওমের প্রতিই পাঠানো হইত।)

(৬) নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা আমার উপর শেষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখন তাঁহার পর কোন নবী ও রসূল আসিবে না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, 'আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।' ইহার অর্থ এই যে, সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা গঠিত ছোট বাক্যের মধ্যে ব্যাপক অর্থ বিদ্যমান থাকে।

١١٠- عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/٤١٨

১১০. হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ

করিতে শুনিয়াছি, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং শেষ নবী। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ: هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ. رواه البخاري، باب خاتم النبيين، رقم:٣٥٣٥

১১১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইয়াছে, এবং উহার মধ্যে সকল প্রকার কারুকার্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু ঘরের কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রাখিয়া দিয়াছে। এখন লোকেরা ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখে, ঘরের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, কিন্তু এই কথাও বলে যে, এই জায়গায় একটি ইট কেন রাখা হইল না? সুতরাং আমিই সেই ইট, এবং আমি শেষ নবী। (বোখারী)

١١٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث حنظلة ....، رقم:٢٥١٦

১১২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি একদিন (বাহনের উপর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিক্ষা দিব। আল্লাহ তায়ালার (হুকুমসমূহের) হেফাজত কর, আল্লাহ তায়ালা তোমার হেফাজত করিবেন। আল্লাহ তায়ালার হকসমূহের খেয়াল

কর, তাঁহাকে তোমার সম্মুখে পাইবে। (তাহার সাহায্য তোমার সঙ্গে থাকিবে) যখন চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিবে। যখন সাহায্য চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার (ই) নিকট চাহিবে। আর ইহা জানিয়া রাখ যে, সমস্ত উম্মত যদি একত্রিত হইয়া তোমার কোন উপকার করিতে চাহে তবে তাহারা তোমার ততটুকুই উপকার করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। আর যদি সকলে মিলিয়া তোমার ক্ষতি করিতে চাহে তবে ততটুকুই ক্ষতি করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। (তাকদীরের) কলম (দ্বারা সবকিছু লিখাইয়া উহা)কে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং (তাকদীরের) কাগজের কালি শুকাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাকদীরের ফয়সালাসমূহের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন সম্ভব নহে। (তিরমিযী)

١١٣- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ. رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ٤٠٤/٧

১১৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হাকিকত আছে, কোন বান্দা ততক্ষণ ঈমানের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অন্তরে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না হইবে যে, যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসিয়াছে, তাহা আসিতই। আর যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসে নাই, উহা আসিতেই পারিত না।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ মানুষ যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেই সম্পর্কে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ফয়সালাকৃত ছিল। আর জানা নাই যে, উহার মধ্যে আমার জন্য কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তাকদীরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস মানুষের ঈমানের হেফাজত ও অমূলক ধারণা হইতে মুক্তিলাভের উপায়।

١١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، رقم:٦٧٤٨

১১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টির তাকদীরসমূহ লিখিয়া দিয়াছেন। তখন আল্লাহ তায়ালার আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম)

١١٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَغَ إِلٰى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه أحمد٥/١٩٧

১১৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় লিখিয়া অবসর হইয়া গিয়াছেন—তাহার মৃত্যুর সময়, তাহার (ভালমন্দ) আমল, তাহার দাফন হওয়ার স্থান, তাহার বয়স ও তাহার রিযিক। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. رواه أحمد٢/١٨١

১১৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মোমিন হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় ভালমন্দ তাকদীরের উপর এই ঈমান না রাখিবে যে, উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٧- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. رواه الترمذي، باب ما جاء أن الإيمان بالقدر رقم:٢١٤٥

১১৭. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা মোমিন

হইতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনিবে। (১) এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই, আর আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রসূল। তিনি আমাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন। (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনিবে। (৩) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনিবে। (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনিবে। (তিরমিযী)

١١٨- عَنْ أَبِيْ حَفْصَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَابُنَيَّ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ حَتّٰى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، يَا بُنَيَّ! إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّيْ. رواه أبوداؤد، باب في القدر، رقم:٤٧٠٠

১১৮. হযরত আবু হাফসা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আমার ছেলে! তোমার প্রকৃত ঈমানের স্বাদ কখনও হাসিল হইবে না যতক্ষণ তুমি এই একীন না করিবে যে, যে সকল অবস্থা তোমার উপর আসিয়াছে উহা হইতে তুমি কখনও বাঁচিতে পারিতে না। আর যাহা তোমার উপর আসে নাই উহা কখনও তোমার উপর আসিতেই পারিত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা হইল কলম। অতঃপর উহাকে আদেশ করিলেন, লিখ। তখন উহা আরজ করিল, পরওয়ারদিগার, কি লিখিব? এরশাদ হইল, কেয়ামত পর্যন্ত যে জিনিসের জন্য যাহা কিছু নির্ধারণ করা হইয়াছে উহা সমস্ত লিখ।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলিলেন, হে আমার ছেলে! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করিবে আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। (আবু দাউদ)

١١٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا، قَالَ: أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثٰى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ. رواه البخاري، كتاب القدر، رقم:٦٥٩٥

১১৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাদানীর উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে উহা আরজ করিতে থাকে, হে আমার পরওয়ারদিগার ! ইহা এখন বীর্য আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার! ইহা এখন জমাট রক্ত আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার! ইহা এখন মাংসপিণ্ড আকারে আছে। (আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন, ইহা সত্ত্বেও ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে বাচ্চার বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থা জানাইতে থাকে) অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সৃষ্টি করিতে চাহেন তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, তাহার সম্পর্কে কি লিখিব? ছেলে অথবা মেয়ে? বদবখত অথবা নেকবখত? রিযিক কি হইবে? বয়স কি পরিমাণ হইবে? সুতরাং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে তখনই লিখিয়া লওয়া হয় যখন সে মাতৃগর্ভে থাকে। (বোখারী)

١٢٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى الصبر على البلاء، رقم:٢٣٩٦

১২০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পরীক্ষা যত কঠোর হয় উহার পুরস্কারও তত বড় আকারে পাওয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা ঐ পরীক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্ট রহিল আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। আর যাহারা অসন্তুষ্ট হইল আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যান। (তিরমিযী)

١٢١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيْدٍ. رواه البخارى، كتاب أحاديث

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি আজাব, যাহার উপর ইচ্ছা হয় নাযিল করেন। (কিন্তু) উহাকেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্য রহমত বানাইয়া দিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির এলাকায় প্লেগ মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেই ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে সওয়াবের আশায় নিজের এলাকায় অবস্থান করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, উহাই হইবে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাকদীরে রাখিয়াছেন (অতঃপর তাকদীরের ফয়সালা অনুযায়ী মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া উহাতে তাহার মৃত্যু হইয়া যায়)। তবে সে শহীদের সমান সওয়াব পাইবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ শরীয়তের হুকুম এই যে, প্লেগ আক্রান্ত এলাকা হইতে পলায়ন না করা। এই কারণে হাদীস শরীফের মধ্যে সওয়াবের আশায় অবস্থান করিতে বলা হইয়াছে। (ফাতহুল বারী)

١٢٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا لَامَنِيْ عَلٰى شَيْءٍ قَطُّ أُتِيَ فِيْهِ عَلٰى يَدَيَّ فَإِنْ لَامَنِيْ لَائِمٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: دَعُوْهُ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ. مصابيح السنة للبغوي وعده من الحسان ٤/٥٧

১২২. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আট বৎসর বয়স হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতে শুরু করি এবং দশ বৎসর পর্যন্ত খেদমত করিয়াছি (এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) যখনই আমার হাতে কোন ক্ষতি হইয়াছে, তখন তিনি আমাকে কখনও উহার কারণে তিরস্কার করেন নাই। তাহার পরিবারের লোকদের

মধ্য হইতে কখনও কেহ যদি কিছু বলিয়াছেনও তখন তিনি বলিয়া দিয়াছেন, বাদ দাও (কিছু বলিও না)। কেননা যদি কোন ক্ষতি হওয়া তাকদীরের ফয়সালা হয় তবে উহা হইয়াই থাকে। (মাসাবীহুস সুন্নাহ)

١٢٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ. رواه مسلم، باب كل شيء بقدر، رقم:٦٧٥

১২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবকিছু তাকদীরে লেখা হইয়া গিয়াছে। এমনকি (মানুষের) বুদ্ধিহীন ও অক্ষম হওয়া, চালাক ও বুদ্ধিমান হওয়াও তাকদীর দ্বারাই নির্ধারিত। (মুসলিম)

١٢٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم، باب الإيمان بالقدر...، رقم:٦٧٧٤

১২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হইতে উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয়। আর ইহা ছাড়াও প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কল্যাণ রহিয়াছে। (স্মরণ রাখিও) যে জিনিস তোমার জন্য উপকারী উহার আগ্রহ কর, এবং উহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং হিম্মত হারাইও না। আর যদি তোমার কোন ক্ষতি হইয়া যায় তখন ইহা বলিও না যে, যদি আমি এইরূপ করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত। বরং বল যে, আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এমনই ছিল, এবং তিনি যেমন চাহিয়াছেন করিয়াছেন। কেননা 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কাজের দরজা খুলিয়া দেয়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ 'যদি আমি এমন করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত' মানুষের জন্য এই ধরনের কথা বলা ঐ সময় নিষেধ যখন ঐরূপ বাক্য দ্বারা তাকদীরের সহিত মোকাবিলা করা এবং নিজের চেষ্টা তদবীরের উপর

ভরসা করা উদ্দেশ্য হয় এবং তাকদীরকে অবিশ্বাস করার আকীদা হয়। কেননা তখন শয়তানের জন্য তাকদীর হইতে বিশ্বাস হটানোর সুযোগ মিলিয়া যায়। (মোযাহেরে হক)

١٢٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَا وَإِنَّ الرُّوْحَ الْأَمِيْنَ نَفَثَ فِي رُوْعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِي اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. (وهو طرف من الحديث) شرح السنة للبغوي١٤/٣٠٥، قال المحشي: رجاله ثقات وهو مرسل

১২৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল (আঃ) (আল্লাহ তায়ালার হুকুমে) আমার অন্তরে এই কথা ঢালিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজের (তাকদীরে নির্ধারিত) রিযিক পুরা না করিবে কখনও মরিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক এবং রিযিক হাসিল করার ব্যাপারে সৎপথ অবলম্বন কর। রিযিকের বিলম্ব যেন তোমাকে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর সহিত রিযিকের তালাশে লাগাইয়া না দেয়। কেননা তোমার রিযিক আল্লাহ তায়ালার আয়ত্বে রহিয়াছে, আর যে জিনিস তাহার আয়ত্বে রহিয়াছে উহা শুধু তাহারই আনুগত্যের মাধ্যমে হাসিল করা যাইতে পারে। (শারহুস সুন্নাহ)

١٢٦- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. رواه أبوداود، باب الرجل يحلف على حقه، رقم:٣٦٢٧

১২৬. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করিলেন, যাহার বিপক্ষে ফয়সালা হইয়াছিল, সে যখন ফিরিয়া যাইতেছিল তখন (আক্ষেপের সহিত) বলিল—

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম ব্যবস্থাকারী।) ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা উত্তম পন্থায় চেষ্টা তদবীর না করার কারণে তিরস্কার করেন। এইজন্য সবসময় প্রথমে নিজের যাবতীয় বিষয়ে বিচক্ষণতা অবলম্বন কর। যদি তারপরও অবস্থা বিপরীত হইয়া যায় তখন حَسْبِيَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়। (এবং উহা দ্বারা অন্তরে সান্ত্বনা লাভ কর যে, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই এই অবস্থায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিবেন।) (আবু দাউদ)

মৃত্যুর পর আগত অবস্থাসমূহের প্রতি ঈমান

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ☆ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ﴾ [الحج:٢،١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে লোকসকল, স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভয়ানক হইবে। যেদিন তোমরা এই কম্পনকে দেখিবে সেদিন এমন অবস্থা হইবে যে, সমস্ত স্তন্যদানকারিণী নারীগণ আপন স্তন্যপায়ী সন্তানদেরকে ভয়ের কারণে ভুলিয়া যাইবে, এবং সমস্ত গর্ভবতী নারীগণ তাহাদের গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। আর লোকদেরকে নেশাগ্রস্তের ন্যায় দেখা যাইবে অথচ তাহারা নেশাগ্রস্ত হইবে না বরং আল্লাহ তায়ালার আযাবই বড় কঠিন (যে কারণে তাহাদিগকে আত্মহারা বিহ্বল মনে হইবে।) (সূরা হজ্জ ১–২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ☆ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۭ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ☆ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ☆ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ☆ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ☆ كَلَّا﴾ [المعارج: ١٠-١٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ঐদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খোঁজ লইবে না, অথচ তাহাদের একে অপরকে দেখাইয়া দেওয়া হইবে অর্থাৎ একজন অন্যজনকে দেখিতে পাইবে। সেইদিন অপরাধী এই আকাংখা করিবে যে, আযাব হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের পুত্রদিগকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে যাহাদের মধ্যে সে বসবাস করিত, আর সমস্ত জমিনবাসীদেরকে, নিজের মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়া দেয় আর নিজেকে মুক্ত করিয়া লয়। ইহা কখনও হইবে না। (সূরা মাআরেজ ১০–১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۭ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ☆ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٣،٤٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এই সকল অত্যাচারী লোকেরা যাহা কিছু করিতেছে উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে (তৎক্ষণাৎ পাকড়াও না করার কারণে) কখনও বেখবর মনে করিও না। কেননা তাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঐদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন, যেইদিন ভয়ের কারণে তাহাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহারা হিসাবের স্থানের দিকে আপন মস্তক ঊর্ধ্বমুখী করিয়া দৌড়াইয়া যাইতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষুসমূহ এইরূপ স্থির হইয়া যাইবে যে, পলক পড়িবে না এবং তাহাদের অন্তরসমূহ একেবারেই দিশাহারা হইবে। (সূরা ইবরাহীম ৪২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ﴾ [الأعراف:٩،٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,— এবং সেইদিন আমলের ওজন একটি বাস্তব সত্য। অতঃপর যেই ব্যক্তির পাল্লা ভারী হইবে সেই ব্যক্তিই সফলকাম হইবে আর যাহাদের ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হইবে

ইহারাই হইবে যাহারা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিত। (সূরা আরাফ, ৮–৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ☆ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ☆ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ﴾

[فاطر: ٣٣-٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(উত্তম আমলকারীদের জন্য) জান্নাতের মধ্যে চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বাগানসমূহ হইবে। উহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদেরকে সোনার বালা ও মুক্তা পরানো হইবে আর তাহাদের পোশাক হইবে রেশমের, আর তাহারা ঐ সকল বাগানে প্রবেশ করিয়া বলিবে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি চিরদিনের জন্য আমাদের সকল প্রকার দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে দাখেল করিয়াছেন ; যেখানে না কোন প্রকার কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে আর না কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে।

(সূরা ফাতের ৩৩–৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ☆ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ☆ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ☆ كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ☆ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ☆ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ☆ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾ [الدخان: ٥١-٥٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে থাকিবে। অর্থাৎ বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে। তাহারা পাতলা ও পুরু রেশম পরিহিত অবস্থায় পরস্পর সামনাসামনি বসা থাকিবে। এই সকল ঘটনা যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে তেমনি হইবে। আর আমরা তাহাদের বিবাহ সুন্দর ও ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সহিত করাইয়া দিব। সেখানে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সকল প্রকার ফলফলাদি তলব করিবে। তথায় তাহারা সেই মৃত্যু ব্যতীত

যাহা দুনিয়াতে আসিয়াছিল দ্বিতীয়বার কোন মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দোযখের আযাব হইতে হেফাজত করিবেন। এই সবকিছুই তাহারা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাইয়াছে। ইহাই বড় সফলতা। (সূরা দোখান ৫১–৫৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ☆ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ☆ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ☆ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ☆ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ☆ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ☆ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ☆ وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ☆ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ☆ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ☆ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ☆ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ☆ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ☆ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ☆ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ☆ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ☆ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ☆ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا﴾ [الدهر: ٥-٢٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা এমন পেয়ালায় শরাব পান করিবে যাহাতে কাফুর মিশ্রিত থাকিবে। উহা এমন একটি ঝর্ণা যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দাগণ পান করিবেন, এবং সেই ঝর্ণাকে ঐ সকল খাস বান্দাগণ যেইদিকে ইচ্ছা প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবেন। ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা জরুরী আমলসমূহকে এখলাসের সহিত পুরা করে। এবং তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যাহার ভয়াবহতার প্রভাব কমবেশী সকলের উপর পড়িবে। আর তাহারা আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে গরীব, এতীম ও কয়েদীদেরকে আহার করায় এবং তাহারা এরূপ বলে যে, আমরা তো তোমাদেরকে শুধু আল্লাহ তায়ালার

সন্তুষ্টির জন্যে আহার করাই। আমরা না তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আর আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ঐদিন সম্পর্কে ভয় করি যেইদিন অত্যন্ত তিক্ত ও অত্যন্ত কঠিন হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সেই আনুগত্য ও এখলাসের বরকতে ঐদিনের কঠোরতা হইতে রক্ষা করিবেন। এবং তাহাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করিবেন। এবং তাহাদেরকে দ্বীনের উপর দৃঢ়তার বিনিময়ে জান্নাত এবং রেশমী পোশাক দান করিবেন, সেখানে তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জান্নাতের মধ্যে সিংহাসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। আর জান্নাতে না রৌদ্রের তাপ দেখিতে পাইবে আর না শীতের প্রচণ্ডতা, (বরং আনন্দদায়ক মধ্যম ধরনের আবহাওয়া হইবে) জান্নাতের বৃক্ষের ছায়াসমূহ তাহাদের উপর ঝুকিয়া থাকিবে। আর উহার ফলসমূহ তাহাদের ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়া হইবে, অর্থাৎ সর্বদা বিনা পরিশ্রমে ফল লইতে পারিবে, তাহাদেরকে ঘিরিয়া রৌপ্যপাত্র ও কাঁচের পেয়ালাসমূহের পানচক্র চলিতে থাকিবে, আর কাঁচসমূহও রৌপ্যনির্মিত হইবে। অর্থাৎ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হইবে। যাহাকে পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করিবে। আর তাহাদেরকে সেখানে এমন শরাবও পান করানো হইবে যাহার মধ্যে শুষ্ক আদ্রকের সংমিশ্রণ হইবে। উহার ঝর্ণা জান্নাতের মধ্যে সালসাবিল নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর তাহাদের নিকট এই সকল জিনিস লইয়া এমন বালকরা আনাগোনা করিবে যাহারা চির বালকই থাকিবে। আর ঐ সকল বালকরা এত সুশ্রী হইবে যে, তোমরা তাহাদিগকে ছড়ানো মুক্তা মনে করিবে। আর যখন তোমরা সেখানে দেখিবে তখন প্রচুর নেয়ামতসমূহ এবং বিশাল রাজত্ব দেখিতে পাইবে। আর সেই জান্নাতবাসীদের পরনে সবুজ রংএর মিহিন ও মোটা রেশমের পোশাক হইবে। এবং তাহাদেরকে রূপার বালা পরানো হইবে। তাহাদেরকে স্বয়ং তাহাদের প্রতিপালক পবিত্র শরাব পান করাইবেন। জান্নাতবাসীদের বলা হইবে যে, এই সকল নেয়ামতসমূহ তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাদের চেষ্টা ও মেহনত কবুল হইয়াছে।

(সূরা দাহর ৫–২২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ☆ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ☆ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ☆ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ☆ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ☆ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ☆ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ☆ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ☆ اِنَّاۤ

اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ☆ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ☆ عُرُبًا اَتْرَابًا ☆ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ☆ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ☆ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ﴾ [الواقعة:٢٧-٤٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর ডানদিকের লোকেরা, কতই না উত্তম ডান দিকের লোকেরা। (অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা হইবে।) তাহারা এমন বাগানসমূহের মধ্যে থাকিবে যাহার মধ্যে কাঁটাবিহীন কুল হইবে, ঐ বাগানের গাছসমূহে থরে থরে কলা লাগিয়া থাকিবে। আর ঐ বাগানসমূহের মধ্যে সুবিস্তৃত ছায়া থাকিবে। প্রবাহমান পানি থাকিবে, প্রচুর ফলফলাদি থাকিবে। না উহাদের মৌসুম কখনও শেষ হইবে আর না উহাদের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ থাকিবে। আর ঐ সকল বাগানে উচু উচু বিছানা হইবে। আমি জান্নাতের মহিলাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা চিরকুমারী থাকিবে, স্বামীদের প্রিয়পাত্রী ও জান্নাতবাসীদের সমবয়সী হইবে। এই সকল নেয়ামত ডান দিক ওয়ালাদের জন্য। আর তাহাদের একটি বড় দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে, আর একটি বড় দল পরবর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে।

(সূরা ওয়াকেয়া, ২৭–৪০)

ফায়দা ঃ পূর্ববর্তী লোকদের বলিতে পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা এবং পরবর্তী লোকদের বলিতে এই উম্মতের লোকদের বুঝানো হইয়াছে।

(বায়ানুল কুরআন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ☆ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ﴾ [حم السجدة: ٣١،٣٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং জান্নাতে তোমাদের জন্য এমন প্রত্যেক জিনিস রহিয়াছে যাহা তোমাদের মন চাহিবে এবং আর তোমরা সেখানে যাহা চাহিবে পাইবে। এই সবকিছু ঐ সত্তার পক্ষ হইতে মেহমানদারী স্বরূপ হইবে, যিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা হামীম সিজদা, ৩১–৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ☆ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ☆ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ☆ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ﴾ [ص:٥٥-٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং নিঃসন্দেহে অবাধ্যদের জন্য

রহিয়াছে অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা, অর্থাৎ দোযখ যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, উহা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। ইহাতে ফুটন্ত পানি এবং পুঁজ (মওজুদ) রহিয়াছে। তাহারা ইহার স্বাদ গ্রহণ করুক, আর উহা ব্যতীত অনুরূপ আরও বিভিন্ন প্রকার অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (উহার স্বাদও গ্রহণ করুক) (সূরা সোয়াদ, ৫৫–৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ☆ اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ☆ لَا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ☆ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ☆ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ﴾ [المرسلت: ٢٩-٣٣]

আল্লাহতায়ালা জাহান্নামীদেরকে বলিবেন,–তোমরা চলো ঐ আযাবের দিকে যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিতে, (উহাতে একটি শাস্তি এই হইবে যাহা এই হুকুমে বলা হইয়াছে) একটি শামিয়ানার দিকে চল যাহার তিনটি শাখা আছে, যাহাতে না (শীতল) ছায়া আছে। আর না উহা উত্তাপ হইতে রক্ষা করে (এই শামিয়ানার অর্থ দোযখ হইতে নির্গত এক প্রকার ধূম্রজাল। কেননা উহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইবে, অতএব উপরে উঠিয়া ফাটিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে।) সেই আগুন এমন অঙ্গার বর্ষণ করিবে (যাহা ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিরাট আকারের কারণে এমন হইবে যেন) বড় বড় অট্টালিকা। অতঃপর যখন উহা জমিনে পতিত হইবে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া এমন হইবে) যেমন কালো কালো উট। (সূরা মুরসালাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۭ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۭ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ﴾ [الزمر: ١٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আগুন ঐ সকল জাহান্নামীদেরকে উপর হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে, এবং নীচ হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ইহাই সেই আযাব যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। হে আমার বান্দারা ! আমাকে ভয় করিতে থাক।

(সূরা যুমার ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ☆ طَعَامُ الْاَثِيْمِ☆ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ☆ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ☆ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ☆ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ☆ ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ☆ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ﴾ [الدخان: ٤٣-٥٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে জাহান্নামের মধ্যে বড় গুনাহগারদের জন্য খাদ্যস্বরূপ যাক্কুমের গাছ রহিয়াছে। আর উহা দেখিতে তেলের তলানীর মত কালো বর্ণ হইবে। যাহা পেটের মধ্যে এমনভাবে ফুটিবে যেমন ফুটন্ত গরম পানি। এবং ফেরেশতাদিগকে হুকুম দেওয়া হইবে যে, এই অপরাধীকে ধর, এবং হেঁচড়াইয়া দোযখের মাঝখানে ফেলিয়া দাও। আর তাহার মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দাও। (আর মনঃপীড়া দেওয়ার জন্য বলা হইবে যে,) স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি বড় ইজ্জতওয়ালা ও সম্মানিত। (অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাকে বড় সম্মানিত মনে করা হইত। এই কারণে আমার হুকুম মানিয়া চলিতে লজ্জাবোধ করিতে, এখন এইভাবে তোমাকে সম্মান করা হইতেছে।) আর এই সমস্তই সেই সকল জিনিস যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিয়া অস্বীকার করিতে। (সূরা দোখান, ৪৩–৫০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مِنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ☆ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۭ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ﴾ [ابراهيم: ١٦، ١٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(আর অবাধ্য ব্যক্তি) এখন তাহার সম্মুখে দোযখ রহিয়াছে, এবং তাহাকে পুঁজের পানি পান করানো হইবে, যাহা (কঠিন পিপাসার কারণে) ঢোক ঢোক করিয়া পান করিবে, (কিন্তু অত্যাধিক গরম হওয়ার কারণে) সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না এবং সকল দিক হইতে মৃত্যু আসিতেছে মনে হইবে। আর সে কোন প্রকারেই মরিবে না। (বরং এইভাবে কাতরাইতে থাকিবে) আর এই আযাব ছাড়া আরও কঠিন আযাব হইতে থাকিবে। (সূরা ইবরাহীম ১৬–১৭)

হাদীস শরীফ

١٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الواقعة، رقم:٣٢٩٧

১২৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু

বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর বার্ধক্য আসিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমাকে সূরা হুদ, সূরা ওয়াকেয়া, সূরা মুরসালাত, সূরা আম্মা ইয়াতাছাআলুন এবং সূরা ইযাশ শামছু কুব্বিরাত বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এইজন বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে যে, এই সকল সূরার মধ্যে কেয়ামত, আখেরাত এবং অবাধ্যদের উপর আল্লাহ তায়ালার আযাবের বড় ভয়ানক বর্ণনা রহিয়াছে।

١٢٨- عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلٰى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقٰى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللّٰهِ لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتّٰى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلٰى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللّٰهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ، حَتّٰى تَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، رقم:٧٤٣٥

১২৮. হযরত খালেদ ইবনে ওমায়ের আদভী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রাযিঃ) (যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন) আমাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করিলেন, হামদ ও সানা পাঠ করার পর বলিলেন, নিঃসন্দেহে দুনিয়া নিজের খতম হওয়ার ঘোষণা করিয়া দিয়াছে

এবং পিঠ ফিরাইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। আর দুনিয়া হইতে সামান্যতম অংশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যেমন বরতনের মধ্যে সামান্য কিছু পানীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং মানুষ তাহা চুষিয়া লয়। তোমরা দুনিয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এমন ঘরের দিকে যাইবে যাহা কখনও শেষ হইবে না। অতএব সর্বোত্তম বস্তু (নেক আমলসমূহ) যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে তাহা সঙ্গে করিয়া ঐ ঘরের দিকে যাও। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, জাহান্নামের কিনারা হইতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হইবে যাহা সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে পড়িতে থাকিবে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তলদেশ পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না।

আল্লাহ তায়ালার কসম এই জাহান্নামও একদিন মানুষ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে। তোমরা কি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? আর আমাদেরকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের দরজার দুই কপাটের মাঝখানে চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হইবে। কিন্তু একদিন এমন হইবে যে, জান্নাতীদের ভীড়ের কারণে এত প্রশস্ত দরজাও ভরিয়া যাইবে। আমি সেই যুগও দেখিয়াছি যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাতজন ছিলাম, আমিও তাহাদের মধ্যে শামিল ছিলাম, শুধু গাছের পাতাই আমাদের খাদ্য ছিল। অনবরত উহা খাওয়ার কারণে আমাদের মাড়ীগুলি ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। আমি একটি চাদর পাইলাম উহাকে দুই টুকরা করিয়া অর্ধেক দ্বারা লুঙ্গি বানাইলাম বাকী অর্ধেক দ্বারা সা'দ ইবনে মালেক লুঙ্গি বানাইয়া লইল। আজ আমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকে কোননা কোন শহরের গভর্নর হইয়াছে। আমি আমার দৃষ্টিতে বড় হই আর আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে ছোট হই—ইহা হইতে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট পানাহ চাহিতেছি। সর্বকালে এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে, নবুওতী তরীক কিছুকাল চলিয়া শেষ হইয়া যায় আর বাদশাহী উহার স্থান দখল করিয়া লয়। আমাদের পর তোমরা অপর গভর্নরদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ নবুওতী তরীকার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই যে, উহার মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম হয়, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখেরাতের আগ্রহ নসীব হয়। (তাকমিলাহ ফাতহুল মুলহিম)

١٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ

فَيَقُوْلُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا ـ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ. رواه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور ۰۰۰۰، رقم:۲۲۵۵

১২৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাত্রি যাপনের) পালা আমার ঘরে হইত এবং তিনি রাত্রে তাশরীফ আনিতেন, তখন রাত্রের শেষাংশে (মদীনায় কবরস্থান) বাকী'তে গমন করিতেন এবং এরশাদ করিতেন—

: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ

অর্থ ঃ হে মুসলমান বস্তির অধিবাসীগণ! আসসালামু আলাইকুম, তোমাদের উপর সেই আগামীকাল আসিয়া গিয়াছে যাহাতে তোমাদের মৃত্যুর খবর দেওয়া হইয়াছিল, আর ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। হে আল্লাহ! বাকীবাসীদের ক্ষমা করিয়া দিন। (মুসলিম)

۱۳۰- عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هٰذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَ تَرْجِعُ؟ رواه مسلم، باب فناء الدنيا ۰۰۰۰، رقم:۷۱۹۷

১৩০. হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, দুনিয়ার উদাহরণ আখেরাতের মোকাবিলায় এমন, যেমন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি নিজের আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবাইয়া বাহির করিয়া দেখিল যে, আঙ্গুলে কি পরিমাণ পানি লাগিয়াছে, অর্থাৎ যেমনিভাবে আঙ্গুলে লাগিয়া থাকা পানি সমুদ্রের মোকাবিলায় অতি সামান্য, তেমনিভাবে দুনিয়ার জিন্দেগী আখেরাতের মোকাবিলায় অতি সামান্য। (মুসলিম)

۱۳۱- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا

وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب حديث الكيس من دان نفسه ۰۰۰۰، رقم:۲٤۵۹

১৩১. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের হিসাব লইতে থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর বোকা ঐ ব্যক্তি যে নফসের খাহেশ মোতাবেক চলে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি আশা রাখে (যে আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল।) (তিরমিযী)

۱۳۲- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ، أُولٰئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ. قلت: رواه ابن ماجه باختصار، رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ۱۰/۵۵٦

১৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি দশজনের একজামাতের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী মৃত্যুকে স্মরণ খরে এবং মৃত্যু আসিবার পূর্বে সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর তৈয়ারী করে। (যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই বুদ্ধিমান) ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সম্মান অর্জন করিয়াছে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

۱۳۳- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلٰى هٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ ـ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ـ وَهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ،

وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا. رواه البخاري، باب في الأمل وطوله، رقم:٦٤١٧

১৩৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কোণ বিশিষ্ট (চারটি রেখাযুক্ত) একটি নকশা আঁকিলেন, অতঃপর ঐ চার কোণবিশিষ্ট নকশার মধ্যে অন্য একটি লম্বা রেখা টানিলেন যাহা নকশার বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর নকশার ভিতরে ছোট ছোট রেখা টানিলেন। (উহার আকৃতি ওলামাগণ বিভিন্ন প্রকার লিখিয়াছেন তন্মধ্য হইতে একটি নকশা হইল এইরূপ)

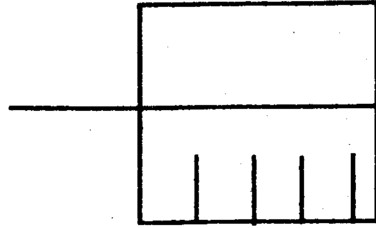

ইহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মাঝখানের রেখাটি হইল মানুষ, আর (চারকোণ বিশিষ্ট নকশা) যাহা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে উহা তাহার মৃত্যু, যাহা হইতে মানুষ কখনও বাহির হইতেই পারে না, আর যে রেখাটি বাহিরে চলিয়া গিয়াছে উহা হইল তাহার আশা আকাঙ্ক্ষাসমূহ, যাহা তাহার জীবনের চেয়েও আগে চলিয়া গিয়াছে। আর এই ছোট ছোট রেখাগুলি হইল তাহার রোগব্যাধি ও বিপদ আপদসমূহ। প্রত্যেকটি ছোট রেখা হইল এক একটি বিপদ। যদি একটি হইতে বাঁচিয়া যায় তখন আরেকটি তাহাকে ধরিয়া ফেলে, আর যদি উহা হইতে প্রাণে বাঁচিয়া যায় তখন অন্য কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। (বোখারী)

١٣٤-عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ، الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ. رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٤٥٣/١٠

১৩৪. হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, দুইটি বস্তু এমন রহিয়াছে যাহা মানুষ পছন্দ করে না, (একটি হইল) মৃত্যু। অথচ মৃত্যু তাহার জন্য ফেৎনা হইতে উত্তম অর্থাৎ মৃত্যুর দরুন মানুষ দ্বীনের জন্য ক্ষতিকারক ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া যায়। এবং (দ্বিতীয়টি হইল) সম্পদ কম হওয়া। ইহা মানুষ পছন্দ করে না। অথচ সম্পদ কম হওয়া আখেরাতের হিসাবকে অনেক কম করিয়া দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٣٥-عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَآمَنَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث بطوله في البداية والنهاية ٣٠٤/٥

১৩৫. হযরত আবু সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবে যে, সে এই কথার সাক্ষ্যদান করে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল। (আর এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে,) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, এবং হিসাব কিতাবের উপর ঈমান আনিয়াছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

١٣٦-عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَلَا تَبْتَغِيْ لِأَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِي الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُثْقِلُوْنَ فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٣٠٩/٧

১৩৬. হযরত উম্মে দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট আরজ করিলাম যে, আপনি আপনার মেহমানদের মেহমানদারী করার জন্য অন্যান্য লোকদের মত মাল উপার্জন করেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের সামনে একটি কঠিন ঘাঁটি রহিয়াছে, উহার উপর দিয়া বেশী বোঝা বহনকারী সহজে

অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতএব আমি সেই ঘাঁটি অতিক্রম করার জন্য হালকা থাকিতে চাই। (বায়হাকী)

١٣٧- عَنْ هَانِئٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فظاعة القبر ...، رقم:٢٣٠٨

১৩৭. হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর আজাদকৃত গোলাম হযরত হানী (রহঃ) বলেন যে, হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন তখন খুব কাঁদিতেন, এমনকি চোখের পানিতে দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিতেন। তাহার নিকট আরজ করা হইল, (কি ব্যাপার) আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় কাঁদেন না, আর কবর দেখিয়া এত কাঁদেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর আখেরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্য হইতে প্রথম ঘাঁটি, যদি বান্দা ইহা হইতে নাজাত পাইয়া যায় তবে পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ উহা হইতে সহজ হইবে, আর যদি এই ঘাঁটি হইতে নাজাত না পায়, তবে পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ উহা হইতে বেশী কঠিন হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহাও) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কবরের দৃশ্য হইতে ভয়ানক কোন দৃশ্য দেখি নাই। (তিরমিযী)

١٣٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رواه أبوداود، باب الاستغفار عند القبر ...، رقم:٣٢٢١

১৩৮. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিয়া অবসর হইতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন, এবং এরশাদ করিতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট

মাগফিরাতের দোয়া কর, এবং এই দোয়া কর যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (প্রশ্নের উত্তরে) অটল রাখেন। কেননা এখন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতেছে। (আবু দাউদ)

١٣٩- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتُ فَأَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُوْلُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِّيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضٰى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات، رقم: ٢٤٦٠

১৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন। দেখিলেন যে, হাসির দরুন কিছু লোকের দাঁত দেখা যাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তোমরা স্বাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে তবে তোমাদের এই অবস্থা হইত না যাহা আমি দেখিতেছি। সুতরাং স্বাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বান্দাকে দাফন করাহয় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জান্নাতের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহগার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সত্তরটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিষের) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দংশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (তিরমিযী)

١٤٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلٰى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيْذُوا

بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللّٰهُ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ قَالَ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَيَقُوْلَان: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ قَالَ: فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَان فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ، فَيَقُوْلَان لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهُ. رواه أبوداؤد، باب المسألة فى القبر ۰۰۰۰، رقم:٤٧٥٣

১৪০. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর জানাযায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌঁছিলাম তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরাও তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই অথবা তিনবার বলিলেন, কবরের আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার মোমিন বান্দা এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযখের জগতে পৌঁছে অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বান্দাকে দাফন করাহয় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জান্নাতের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহগার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সত্তরটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিষের) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দংশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (তিরমিযী)

١٤٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلٰى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِيْ يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيْذُوا

بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللّٰهُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ قَالَ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَيَقُوْلَانِ: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ قَالَ: فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا قَالَ: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلَاعُهُ. رواه أبوداود، باب المسألة في القبر ...، رقم:٤٧٥٣

১৪০. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর জানাযায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌঁছিলাম তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরাও তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই অথবা তিনবার বলিলেন, কবরের আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার মোমিন বান্দা এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযখের জগতে পৌঁছে অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আল্লাহ আমার রব। পুনরায় প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, ইসলাম আমার দ্বীন। আবার প্রশ্ন করেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী বানাইয়া) পাঠানো হইয়াছিল অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? সে বলে, তিনি আল্লাহ তায়ালার রসূল। ফেরেশতারা বলেন, তোমাকে ইহা কে বলিয়াছে? অর্থাৎ তুমি তাহার রসুল হওয়া সম্পর্কে কিরূপে জানিয়াছ? সে বলে, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব পড়িয়াছি, উহার উপর ঈমান আনিয়াছি, এবং উহাকে সত্য বলিয়া মানিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (মোমিন বান্দা যখন ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর ঐরূপ ঠিক ঠিক দিয়া দেয় তখন) একজন ঘোষণাকারী আসমান হইতে ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আসমান হইতে ঘোষণা করা হয় যে, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দাও, তাহাকে জান্নাতের পোশাক পরাইয়া দাও, এবং তাহার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়) এবং ঐ দরজা দিয়া জান্নাতের মিষ্টি বাতাস এবং সুগন্ধ আসিতে থাকে। আর কবর তাহার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণকারী মোমেনের এই অবস্থা বর্ণনা করিলেন)

অতঃপর তিনি কাফেরের মৃত্যুর আলোচনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, মৃত্যুর পর তাহার রূহ তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট (ও) দুইজন ফেরেশতা আসেন, তাহারা তাহাকে বসান এবং প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি ছিল? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে বলেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী হিসাবে) পাঠানো হইয়াছিল তাহার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিল? সে তখনও ইহাই বলে, হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। (এই প্রশ্ন উত্তরের পর) আসমান হইতে একজন ঘোষণাকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঘোষণা করে। এই ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে যে, তাহার জন্য আগুনের বিছানা বিছাইয়া দাও, এবং তাহাকে আগুনের পোশাক পরাইয়া দাও, আর তাহার জন্য দোযখের একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং এই সবকিছু

করিয়া দেওয়া হয়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (দোযখের ঐ দরজা দিয়া) দোযখের উত্তাপ ও ঝলসানো বাতাস তাহার নিকট পৌঁছিতে থাকে। আর তাহার উপর কবর এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যে, উহার কারণে তাহার পাঁজরগুলি একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কাফেরদের ব্যাপারে ইহা বলা যে, সে মিথ্যা বলিয়াছে ইহার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে কাফেরদের অজ্ঞতা প্রকাশ করা মিথ্যা। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ তাঁহার রসূল এবং দ্বীন ইসলামের অস্বীকারকারী ছিল।

١٤١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَان فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلَان: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لَا أَدْرِيْ، كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُهُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. رواه البخاری، باب ما جاء فی عذاب القبر، رقم: ١٣٧٤

১৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষকে যখন তাহার কবরে রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গীরা অর্থাৎ তাহার জানাযার সহিত আগত লোকেরা ফিরিয়া যায় এবং (তখনও তাহারা এতটুকু নিকটে থাকে যে) সে তাহাদের জুতার আওয়াজ শুনিতে পায়, ইত্যবসরে তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই ব্যক্তি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলিতে? যে ব্যক্তি মোমেন হয় সে বলে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং তাঁহার রসূল। (এই জওয়াব শুনিয়া) তাহাকে বলা হয় (ঈমান না আনার কারণে) দোযখে তোমার যেই স্থান হইত উহা দেখিয়া লও। এখন আল্লাহ তায়ালা উহার পরিবর্তে তোমাকে জান্নাতে স্থান দিয়াছেন। (দোযখ এবং জান্নাতের উভয়

স্থান তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়) ফলে সে এক সাথে উভয় স্থান দেখিতে পায়। আর যে মোনাফেক ও কাফের হয় তাহাকেও এমনিভাবে (মৃত্যুর পর) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কি বলিতে? ঐ মোনাফেক এবং কাফের বলে, তাহার ব্যাপারে আমি নিজে তো কিছু জানি না। তবে অন্যান্য লোকেরা যাহা বলিত আমিও উহাই বলিতাম। (তাহার এই উত্তরে) তাহাকে বলা হয় যে, না তুমি নিজে জানিয়াছ, আর না (যাহারা জানে তাহাদের) অনুসরণ করিয়াছ? (অতঃপর শাস্তিস্বরূপ) লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাহাকে মারা হয়। ইহাতে সে এমনভাবে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জীন ব্যতীত আশে পাশের প্রতিটি বস্তু তাহার চিৎকার শুনিতে পায়। (বোখারী)

١٤٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ. وفى رواية: **لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى أَحَدٍ يَقُوْلُ: اَللّٰهُ اَللّٰهُ.** رواه مسلم، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، رقم:٣٧٦،٣٧٥

১৪২. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত আসিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত (এমন মন্দ সময় আসিয়া না পড়ে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ আল্লাহ বলা বন্ধ হইয়া যায়। অন্য এক হাদীসে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এমন কোন ব্যক্তি থাকা অবস্থায় কেয়ামত কায়েম হইবে না যে আল্লাহ আল্লাহ বলে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কেয়ামত ঐ সম আসিবে যখন দুনিয়া আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হইতে সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।

এই হাদীসের এই অর্থও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কেয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত কায়েম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিবে যে এই কথা বলে যে, হে লোকেরা ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী কর। (মেরকাত)

١٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلٰى شِرَارِ النَّاسِ. رواه مسلم، باب قرب الساعة، رقم:٧٤٠٢

১৪৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম লোকদের উপরেই কেয়ামত কায়েম হইবে। (মুসলিম)

١٤٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ: لَا أَدْرِيْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا، فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتّٰى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِيْ كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتّٰى تَقْبِضَهُ قَالَ: فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ: أَلَا تَسْتَجِيْبُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغٰى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوْا إِلٰى رَبِّكُمْ، وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ قَالَ: فَذٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. رواه مسلم، باب فى خروج الدجال ......، رقم:٧٣٨١ وفى رواية: **فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ.** (الحديث) رواه البخارى، باب قوله: وترى الناس سكارى، رقم:٤٧٤١

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের পূর্বে) দাজ্জাল বাহির হইবে। এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করিবে। এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চল্লিশ বলার উদ্দেশ্য চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস, অথবা চল্লিশ বছর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হযরত) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)কে (দুনিয়াতে) পাঠাইবেন। দেখিতে তিনি যেন ওরওয়া ইবনে মাসউদ। অর্থাৎ তাহার অবয়ব ও আকৃতি হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর মত হইবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করিবেন। (তাহাকে ধাওয়া করিবেন এবং ধরিয়া) শেষ করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর সাত বৎসর পর্যন্ত মানুষ এমনভাবে বসবাস করিবে যে, দুইজন মানুষের মাঝে (ও) পরস্পর শত্রুতা থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক হইতে এক (বিশেষ ধরনের) ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করিবেন যাহার প্রভাবে জমিনের উপর এমন কোন ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকিবে না যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও রহিয়াছে। (মোটকথা এই বাতাসের প্রভাবে সকল ঈমানদার ব্যক্তি শেষ হইয়া যাইবে।) এমনকি যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি কোন পাহাড়ের ভিতর (ও) চলিয়া যায় তবে এই বাতাস সেইখানে পৌঁছিয়া তাহাকে খতম করিয়া দিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ইহার পর শুধু মন্দ লোকেরাই দুনিয়াতে থাকিয়া যাইবে। (তাহাদের অন্তর ঈমান হইতে একেবারেই খালি হইবে) তাহাদের মধ্যে পাখীর মত ক্ষিপ্রতা হইবে। অর্থাৎ যেভাবে পাখীরা উড়িবার সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় এমনিভাবে এই সকল লোকেরা নিজেদের অন্যায় খাহেশ পূরণ করার ব্যাপারে ক্ষিপ্রতা দেখাইবে। আর (অন্যদের উপর জুলুম ও শক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে) হিংস্র পশুর ন্যায় স্বভাব হইবে ন্যায় কাজকে ন্যায় মনে করিবে না, মন্দ কাজকে মন্দ বুঝিবে না। শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিবে এবং তাহাদেরকে বলিবে, তোমরা কি আমার হুকুম মানিবে না? তাহারা বলিবে, তুমি আমাদেরকে কি হুকুম দাও? অর্থাৎ তুমি যাহা বলিবে আমরা উহা করিব। তখন শয়তান তাহাদেরকে মূর্তিপূজার হুকুম করিবে। (তাহারা তাহার হুকুম পালন করিবে) ঐ সময় তাহাদের উপর রিযিকের প্রাচুর্য হইবে। আর তাহাদের জিন্দেগী (বাহ্যিকভাবে) বড় সুন্দর (আরাম আয়েশের) হইবে। তারপর শিঙ্গায় ফুঁক

দেওয়া হইবে। যে কেহ ঐ শিঙ্গার আওয়াজ শুনিবে (সেই আওয়াজের ভয়াবহতা এবং ভয়ের কারণে বেহুঁশ হইয়া যাইবে। আর উহার কারণে তাহার মাথা শরীরের উপর সোজা রাখিতে পারিবে না। বরং) তাহার গর্দান এদিক্ সেদিক কাত হইয়া যাইবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শিঙ্গার আওয়াজ শুনিতে পাইবে (এবং যাহার উপর সর্বপ্রথম উহার প্রভাব পড়িবে) সে এক ব্যক্তি হইবে যে তাহার উটের পানি পান করানোর হাউজ মাটি দ্বারা মেরামত করিতে থাকিবে, সে বেহুঁশ এবং প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। আর অন্যান্য সকল লোকেরাও মরিয়া পড়িয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হালকা) শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহার কারণে মানুষের শরীরে প্রাণের সঞ্চার হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়াইয়া যাইবে। (এবং চারিদিকে) দেখিতে থাকিবে। অতঃপর বলা হইবে, হে লোকসকল, তোমাদের রবের দিকে চল। (এবং ফেরেশতাদের প্রতি হুকুম হইবে যে,) তাহাদেরকে (হিসাবের ময়দানে) দাঁড় করাও। (কেননা) তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (এবং তাহাদের আমলের হিসাবকিতাব হইবে।) অতঃপর হুকুম হইবে তাহাদের মধ্য হইতে দোযখীদেরকে বাহির কর। আরজ করা হইবে কতজনের মধ্য হইতে কতজন? হুকুম হইবে প্রতি হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বইজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই সেই দিন যাহা বাচ্চাদেরকে বুড়া বানাইয়া দিবে। অর্থাৎ সেই দিনের কঠোরতা ও দীর্ঘতা বাচ্চাদেরকে বুড়া করিয়া দেওয়ার মত হইবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে বাচ্চা বুড়া না হউক। আর ইহাই হইবে সেইদিন যেইদিন পায়ের গোছা প্রকাশ করা হইবে, অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ প্রকারের তাজাল্লী বা জ্যোতি প্রকাশ করিবেন। (মুসলিম)

অন্য এক রেওয়ায়াতে এইরূপ আছে যে, যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) শুনিলেন হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে যাইবে তখন তাহারা এই কথা শুনিয়া এত চিন্তাযুক্ত হইলেন যে, তাহাদের চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নয়শত নিরানব্বইজন যাহারা জাহান্নামে যাইবে তাহারা ইয়াজুজ মাজুজ (এবং তাহাদের মত কাফের মুশরিকদের) মধ্য হইতে হইবে। আর এক হাজার হইতে একজন (যে জান্নাতে যাইবে) সে তোমাদের মধ্য হইতে (এবং তোমাদের তরীকা অবলম্বনকারীদের মধ্য হইতে) হইবে। (বোখারী)

١٤٥- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْأُذُنَ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَأَنَّ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلٰى أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: قُوْلُوْا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. رواه الترمذى

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى شأن الصور، رقم:٢٤٣١

১৪৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কিভাবে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, অথচ শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তিনি কান লাগাইয়া রাখিয়াছেন যে, কখন তাহাকে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার হুকুম হইবে আর তিনি উহাতে ফুঁক দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নিকট ইহা কঠিন মনে হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে এরশাদ করিলেন ঃ তোমরা বল—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ব্যবস্থাকারী। আল্লাহ তায়ালারই উপর আমরা ভরসা করিলাম। (তিরমিযী)

١٤٦- عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلٰى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلٰى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا قَالَ: وَأَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلٰى فِيْهِ. رواه مسلم، باب فى صفة يوم القيامة، رقم:٧٢٠٦

১৪৬. হযরত মেকদাদ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে। এমনকি তাহাদের হইতে মাত্র এক মাইলের দূরত্ব পরিমাণ থাকিয়া যাইবে। এবং (উহার গরমে) লোকেরা তাহাদের আমল পরিমাণ ঘর্মাক্ত হইবে। অর্থাৎ যাহার আমল যত মন্দ হইবে তাহার ঘাম ততবেশী হইবে। কিছু লোকের ঘাম

তাহাদের পায়ের গিরা পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের ঘাম তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের কোমর পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোক যাহাদের ঘাম তাহাদের মুখ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করিলেন (যে তাহাদের ঘাম এই পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে।) (মুসলিম)

١٤٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِىْ أَمْشَاهُمْ عَلٰى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ، أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكَةٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بنى اسرائيل، رقم:٣١٤٢

১৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদেরকে তিনপ্রকারে উঠানো হইবে। একদল পায়ে হাঁটিয়া চলিবে, একদল সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া চলিবে, একদল মুখের উপর ভর করিয়া চলিবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুখের উপর ভর করিয়া কিরূপে চলিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে আল্লাহ তাহাদেরকে পায়ের উপর ভর করাইয়া চালাইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাহাদেরকে মুখের উপর ভর করাইয়া চালাইতেও ক্ষমতা রাখেন। ভালরূপে বুঝিয়া লও! ইহারা তাহাদের মুখের দ্বারাই জমিনের প্রতিটি টিলা এবং প্রতিটি কাঁটা হইতে বাঁচিবে। (তিরমিযী)

١٤٨- عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. رواه البخارى، باب كلام الرب تعالى.....، رقم:٧٥١٢

১৪৮. হযরত আলী ইবনে হাতেম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কথা বলিবেন, মাঝখানে কোন দোভাষী থাকিবে না। (ঐ সময় বান্দা অসহায়ভাবে এদিক ওদিক দেখিবে) যখন নিজের ডান দিকে দেখিবে তখন তাহার আমল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। যখন নিজের বাম দিকে দেখিবে তখন তাহার আমল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। আর যখন নিজের সম্মুখে দেখিবে তখন আগুন ছাড়া কিছু দেখিবে না। সুতরাং দোযখের আগুন হইতে বাঁচ যদিও শুকনা খেজুরের টুকরা (সদকা করার) দ্বারাই সম্ভব হয়। (বোখারী)

١٤٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلَاتِهِ: اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: اَنْ يُّنْظَرَ فِىْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ. (الحديث) رواه أحمد٦/٤٨

১৪৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, আমি কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমার হিসাব সহজ করিয়া দিন। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব বলিতে কি বুঝায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বান্দার আমলনামা দেখা হইবে অতঃপর ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা হে আয়শা, ঐ দিন যাহার হিসাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٥٠- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: أَخْبِرْنِىْ مَنْ يَّقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ فَقَالَ: يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ. رواه البيهقى فى كتاب البعث والنشور، مشكوة المصابيح، رقم:٥٥٦٣

১৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমাকে বলিয়া দিন, কেয়ামতের দিন (যাহা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে) কাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব হইবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ, যেদিন সমস্ত লোক রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মোমেনের জন্য এই দাঁড়াইয়া থাকা এত সহজ করিয়া দেওয়া হইবে যে, সেই দিনটি তাহার জন্য ফরজ নামায আদায় করার সমান হইবে।

(বায়হাকী, মেশকাত)

١٥١- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرَنِى بَيْنَ اَنْ يُّدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا. رواه الترمذى، باب منه حديث تخيير النبى ﷺ....، رقم:٢٤٤١

১৫১. হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে একজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিয়াছেন এবং তিনি আমাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটির এখতিয়ার দিলেন। হয় তো আল্লাহ তায়ালা আমার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে দাখিল করিবেন, অথবা আমাকে (সবার জন্য) সুপারিশ করার অধিকার দান করিবেন। তখন আমি সুপারিশের অধিকারকে গ্রহণ করিলাম। (যাহাতে সমস্ত মুসলমান উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ বঞ্চিত না হয়) সুতরাং আমার সুপারিশ ঐ সকল ব্যক্তির জন্য হইবে যাহারা আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক না করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিযী)

١٥٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: شَفَاعَتِىْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب منه حديث شفاعتى....، رقم:٢٤٣٥

১৫২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গুনাহকারীদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ শুধু আমার উম্মতের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হইবে। (অন্যান্য উম্মতের লোকদের জন্য নয়।) (তিরমিযী)

١٥٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ، فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنِي فَأَقُوْلُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُوْلُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنٰى أَدْنٰى أَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ

تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ! ائْذَنْ لِي فِيْمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَيَقُوْلُ: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى . . . . . رقم: ٧٥١٠

(وَفِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِيْ نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَخْرُجُوْنَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ أَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوْهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُوْلُ: لَكُمْ عِنْدِيْ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُ: رِضَائِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. رواه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: ٤٥٤

১৫৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন (অস্থিরতার কারণে) লোকেরা একে অন্যের নিকট দৌড়াইতে থাকিবে। সুতরাং (হযরত) আদম (আঃ)এর নিকট যাইবে, আর তাহার নিকট আরজ করিবে, আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ইবরাহীম (আঃ)এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালার খলীল। লোকেরা তাঁহার নিকট যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তবে তোমরা মূসা (আঃ)এর নিকট যাও, তিনি কালীমুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সহিত কথা বলিতেন। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ঈসা (আঃ)এর নিকট যাও। তিনি রুহুল্লাহ এবং কালেমাতুল্লাহ। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও

বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি, তবে তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। সুতরাং তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি বলিব, আমি সুপারিশের অধিকার রাখি। অতঃপর আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাহিব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে তাহার প্রশংসাসূচক এমন বাক্যসমূহ ঢালিবেন যাহা এখন আমি করিতে পারি না। আমি ঐসকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা মানিয়া লওয়া হইবে। প্রার্থনা কর দান করা হইবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত। আমার উম্মত। অর্থাৎ আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমাকে বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও জাহান্নাম হইতে বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মাথা উঠাও, বল তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে যাও, যাহার অন্তরে এক বালুকণা অথবা একটি সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে একটি সরিষার দানার চেয়ে ও অতি কম ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। চতুর্থবার পুনরায় ফিরিয়া আসিব এবং আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব, আমাকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরও বাহির করিয়া আনিবার অনুমতি দিন

যাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমার উচ্চ মর্যাদার কসম! আমার বড়ত্বের কসম! আমার সম্মানের কসম! যাহারা এই কালেমা পড়িয়া নিয়াছে, তাহাদেরকে তো আমি অবশ্যই জাহান্নাম হইতে (নিজেই) বাহির করিয়া লইব। (বোখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে এইরূপ আছে যে, (চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জওয়াবে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন যে, ফেরেশতারাও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, নবীগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছেন, মুমিনগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, এখন আরহামুর রাহেমীন ছাড়া আর কেহ বাকীনাই। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মুঠ ভরিয়া এমন সমস্ত লোকদেরকে দোযখ হইতে বাহির করিবেন যাহারা পূর্বে কখনও কোন নেকীর কাজ করে নাই, তাহারা দোযখে (জ্বলিয়া) কয়লা হইয়া গিয়াছে। জান্নাতের দরজাসমূহের সামনে একটি নহর রহিয়াছে যাহাকে নহরে হায়াত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা উহার মধ্যে ঐ সকল লোকদেরকে ফেলিয়া দিবেন। তাহারা উহার মধ্য হইতে (সঙ্গে সঙ্গে তরতাজা হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে। যেমন শস্য বীজ ঢলের পানির খড়কুটার মধ্যে (পানি এবং সারের কারণে দ্রুত) অংকুরিত হয়। আর এই সকল লোক মুক্তার ন্যায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। তাহাদের ঘাড়ে সোনালী মোহর লাগানো থাকিবে। যাহাতে জান্নাতী লোকেরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে যে, ইহারা (জাহান্নামের আগুন হইতে) আল্লাহ তায়ালা আযাদকৃত যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোন নেক আমল ছাড়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (তাহাদিগকে) বলিবেন, জান্নাতে দাখেল হইয়া যাও। তোমরা (জান্নাতে) যাহা কিছু দেখিয়াছ উহা সব তোমাদের জন্য। তাহারা বলিবে হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু দান করিয়াছেন যাহা দুনিয়াতে কাহাকেও দান করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার নিকট তোমাদের জন্য ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত রহিয়াছে। তাহারা আরজ করিবে, হে আমাদের রব! ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার সন্তুষ্টি। ইহার পর আমি তোমাদের প্রতি আর কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)কে রুহুল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তাহার জন্ম বাপ ছাড়া শুধু

আল্লাহ তায়ালার হুকুম (كن) কুন বাক্য দ্বারা এইরূপে হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার হুকুমে তাহার মায়ের বুকে ফুঁক দিলেন। ফলে উহা একটি রুহু ও প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুতে পরিণত হইয়া গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٥٤- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ. رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٦٥٦٦

১৫৪. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একদল লোক যাহাদের উপাধি জাহান্নামী হইবে। তাহারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশে দোযখ হইতে বাহির হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

١٥٥- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين ألفا ......، رقم:٢٤٤٠

১৫৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমন হইবে যাহারা অন্যান্য কাওমের জন্য সুপারিশ করিবে। অর্থাৎ তাহাদের মর্যাদা এমন হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বিভিন্ন কওমের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করিবেন। কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা বিভিন্ন গোত্রের জন্য সুপারিশ করিবে। কিছুসংখ্যক এমন হইবে, যাহারা এক ওসবার জন্য সুপারিশ করিবে। আর কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে। (আল্লাহ তায়ালা সকলের সুপারিশ কবুল করিবেন।) এমনকি তাহারা সকলে জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যাকে ওসবাহ বলে।

١٥٦- عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ

جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيْءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ: وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُوْرَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوْسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. رواه مسلم، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم:٤٨٢

১৫৬. হযরত হোযায়ফা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এই দুইটি গুণকে (একটি আকৃতি দান করিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই উভয় বস্তু পুলসিরাতের ডান ও বাম দিকে দাঁড়াইয়া যাইবে। (তাহারা তাহাদের রক্ষাকারীদের জন্য সুপারিশ ও যাহারা রক্ষা করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে।) তোমাদের প্রথম দল পুলসিরাতের উপর দিয়া বিজলীর গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করিলাম, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক, বিজলীর মত দ্রুত পার হওয়ার কি অর্থ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি বিজলী দেখ নাই? উহা কিভাবে চোখের পলকে চলিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসে। উহার পরে অতিক্রমকারী বাতাসের গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে, অতঃপর দ্রুতগামী পাখীদের মত, অতঃপর শক্তিশালী পুরুষদের দৌড়ের গতিতে। মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তির গতি তাহার আমল অনুযায়ী হইবে। আর তোমাদের নবী (আঃ) পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিবেন, হে আমার রব! ইহাদেরকে নিরাপদে পার করিয়া দিন! নিরাপদে পার করিয়া দিন। অবশেষে এমন লোকও হইবে যাহারা তাহাদের আমলের দুর্বলতার কারণে পুলসিরাতের উপর দিয়া হেঁচড়াইয়াই চলিতে পারিবে। পুলসিরাতের উভয় দিকে বক্রমাথাবিশিষ্ট লৌহ শলাকা ঝুলানো থাকিবে। যাহার সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হইবে উহা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। ঐ সমস্ত লৌহ শলাকার

কারণে কাহারো শুধু আঁচড় লাগিবে, সে তো মুক্তি পাইয়া যাইবে। আবার কাহাকেও জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, ঐ জাতের কসম, যাহার হাতে আবু হোরায়রার প্রাণ রহিয়াছে, নিঃসন্দেহে জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বৎসরের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

١٥٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِيْنُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ. رواه البخاري، باب في الحوض، رقم:٦٥٨١

১৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি নহরের নিকট পৌঁছিলাম। উহার উভয় পাশে ভিতরে ফাঁকা এরূপ মুক্তার তৈরী গম্বুজ বানানো ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহা নহরে কাউসার। যাহা আপনার রব আপনাকে দান করিয়াছেন। আমি দেখিলাম উহার (তলদেশের) মাটি অত্যন্ত সুরভিত মিশক। (বোখারী)

١٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا. رواه مسلم، باب إثبات حوض نبينا ....، رقم:٥٩٧١

১৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউজের দূরত্ব একমাসের সমান, আর উহার উভয় কোণ সম্পূর্ণ বরাবর, অর্থাৎ উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান। উহার পানি রূপার চেয়ে বেশী সাদা। উহার সুগন্ধি মিশকের সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। উহার পেয়ালাসমূহ আসমানের তারার ন্যায় (অগণিত)। যে ব্যক্তি উহার পানি পান করিয়া লইবে তাহার কখনও পিপাসা লাগিবে না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাউজের দূরত্ব এক মাসের সমান—ইহার অর্থ এই যে,

আল্লাহ তায়ালা যেই হাউজে কাউসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছেন উহা এত লম্বা ও চওড়া যে, উহার একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত এক মাসের পথ।

١٥٩- عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في صفة الحوض، رقم:٢٤٤٣

১৫৯. হযরত সামুরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (আখেরাতে) প্রত্যেক নবীর একটি হাউজ রহিয়াছে। নবীগণ পরস্পর এই ব্যাপারে গর্ব করিবেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে কাহার নিকট পানি পানকারী বেশী আসে। আমি আশা রাখি পানি পান করার জন্য সকলের চেয়ে বেশী আমার নিকট আসিবে। (এবং আমার হাউজ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবে।) (তিরমিযী)

١٦٠- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. زَادَ جُنَادَةُ: مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ. رواه البخاري، باب قوله تعالى يا أهل الكتاب ....، رقم:٣٤٣٥

১৬০. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই, আর এই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসূল এবং হযরত ঈসা (আঃ)ও আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং তাহার রসূল, এবং তাহার কালেমা (কেননা তাহার জন্ম পিতা ব্যতীত শুধু আল্লাহ তায়ালার হুকুম কুন বাক্য দ্বারা হইয়াছে) এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তিনি একটি রূহ অর্থাৎ প্রাণ। (যেই প্রাণকে হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর ফুঁকের মাধ্যমে হযরত

মারইয়াম (আঃ)এর গর্ভে পৌছানো হইয়াছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মারইয়াম (আঃ)এর বুকে ফুঁক দিয়াছিলেন।) আর এই সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, (যে ব্যক্তি এইসকল বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। চাই তাহার আমল যেমনই হউক। হযরত জুনাদা (রাযিঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য হইতে যে-কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

١٦١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾. رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجنة ...، رقم:٣٢٤٤

১৬১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসী বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালার এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, এবং কোন কান শুনে নাই, আর কোন মানুষের অন্তরে কখনও উহার চিন্তা আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের এই আয়াত পড়িয়া লও—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, কোন মানুষই ঐ নেয়ামতগুলির কথা জানে না যাহা ঐ সকল বান্দাদের জন্য লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের চক্ষু শীতলকারী বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (বোখারী)

١٦٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجنة ....، رقم:٣٢٥٠

১৬২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতের একটি চাবুক পরিমাণ জায়গা অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণ জায়গাও

দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম। (ও অধিক মূল্যবান।) (বোখারী)

١٦٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا، وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٦٥٦٨

১৬৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে তোমাদের একটি ধনুক পরিমাণ জায়গা অথবা এক কদম পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং যাহা কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে উহা হইতে উত্তম। আর যদি জান্নাতের মহিলাদের মধ্য হইতে কোন মহিলা (জান্নাত হইতে) জমিনের দিকে উঁকি দেয় তবে জান্নাত হইতে জমিন পর্যন্ত (স্থানকে) আলোকিত করিয়া দিবে, এবং খুশবু দ্বারা ভরিয়া দিবে। আর তাহার ওড়নাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম। (বোখারী)

١٦٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ﴾. رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود، رقم:٤٨٨١

১৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতে এমন একটি গাছ রহিয়াছে যে, একজন আরোহী উহার ছায়াতে একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর তোমরা চাহিলে এই আয়াত পড়— وَ ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এবং (জান্নাতীরা) বিস্তৃত ছায়ায় (অবস্থান করিবে)। (বোখারী)

١٦٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ، وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ، وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا

يُلْهَمُونَ النَّفَسَ. رواه مسلم، باب فى صفات الجنة وأهلها، رقم:٧١٥٢

১৬৫. হযরত যাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে খাইবে এবং পান করিবে (কিন্তু) না থুথু আসিবে, না পেশাব পায়খানাও হইবে, আর না নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যাহা খাইয়াছে উহার কি হইবে? অর্থাৎ কিরূপে হজম হইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, ঢেকুর আসিবে এবং মিশকের ঘামের ন্যায় ঘাম হইবে। অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের পরিণতিতে যাহা বাহির হইবে উহা ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে বাহির হইয়া যাইবে। আর জান্নাতীদের মুখে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা এমনভাবে জারি হইবে যেমন তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস জারি হইবে। (মুসলিম)

١٦٦- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوا فَلَا تَمُوْتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾.

رواه مسلم، باب فى دوام نعيم أهل الجنة ۰۰۰۰، رقم:٧١٥٧

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন ঘোষণাকারী জান্নাতীদেরকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমাদের জন্য সুস্থতা রহিয়াছে, কখনও অসুস্থ হইবে না। তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে, কখনও মৃত্যু আসিবে না। তোমাদের জন্য যৌবন রহিয়াছে, কখনও বার্ধক্য আসিবে না, তোমাদের জন্য সুখ রহিয়াছে কখনও কোন দুঃখ হইবে না। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীর স্বরূপ যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, এবং তাহাদেরকে ডাকিয়া বলা হইবে এই জান্নাত তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময় দেওয়া হইয়াছে। (মুসলিম)

١٦٧- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّوَجَلَّ. رواه مسلم، باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ۰۰۰۰، رقم:٤٤٩

১৬৭. হযরত সুহাইব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতী লোকেরা যখন জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বলিবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত বস্তু দান করি? অর্থাৎ তোমাদেরকে এই পর্যন্ত যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা হইতে অতিরিক্ত একটি বিশেষ বস্তু দান করিব কি? তাহারা বলিবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই, আর আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দেন নাই? (এখন উহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে, যাহার খাহেশ আমরা করিব? বান্দাদের এই জওয়াবের পর) আল্লাহ তায়ালা পর্দা সরাইয়া দিবেন, (যাহার পর তাহারা আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিবে) এখন তাহাদের অবস্থা এই হইবে যে, এই পর্যন্ত তাহারা যাহা কিছু পাইয়াছিল ঐসব কিছু হইতে তাহাদের রবের দর্শন লাভ করার নেয়ামত তাহাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে। (মুসলিম)

١٦٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ قَاتِلًا لَا يَمُوْتُ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٦٤٣ **الْقَاتِلُ:** النَّارُ (شرح السنة ١٤/٢٩٥)

১৬৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কোন কট্টর নাফরমানকে নেয়ামতের মধ্যে দেখিয়া তাহার প্রতি ঈর্ষা করিও না। তুমি জাননা মৃত্যুর পর তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার জন্য এমন এক ঘাতক রহিয়াছে যাহার কখনও মৃত্যু আসিবে না। (ঘাতক বলিয়া দোযখ বুঝানো হইয়াছে। যাহাতে সে

অবস্থান করিবে।) (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٦٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. رواه البخاري، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم:٣٢٦٥

১৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই (দুনিয়ার আগুনই) যথেষ্ট ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, দোযখের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের মোকাবিলায় উনসত্তর স্তর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্তরের তাপ দুনিয়ার আগুনের তাপের বরাবর। (বোখারী)

١٧٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ! وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ: لَا، وَاللّٰهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ. رواه مسلم، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، رقم:٧٠٨٨

১৭০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যে তাহার দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত আরাম আয়েশের সহিত অতিবাহিত করিয়াছে। তাহাকে দোযখের আগুনে একটি ডুব দেওয়ানো হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনো কোন ভাল অবস্থা দেখিয়াছ? আর তোমার উপর কখনও কি কোন আরাম আয়েশের সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, হে আমার রব, কখনও না। এমনিভাবে জান্নাতীদের মধ্য

হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যাহার জীবন সবার চেয়ে বেশী কষ্টের মধ্যে কাটিয়াছে। তাহাকে জান্নাতের মধ্যে একটি ডুব দেওয়ানো হইবে, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনও কোন কষ্ট দেখিয়াছ? তোমার উপর কি কখনও কোন কষ্টকর সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, হে আমার রব! কখনও না। কখনও কোন কষ্ট আমার উপর অতিবাহিত হয় নাই, আর আমি কখনও কোন কষ্ট দেখি নাই। (মুসলিম)

١٧١- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ. رواه مسلم، باب جهنم، رقم:٧١٧٠

১৭১. হযরত সামুরা ইবনে জুনদব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন দোযখীকে আগুন তাহাদের পায়ের গিঁট পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো হাঁটু পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো কোমর পর্যন্ত পাকড়াও করিবে কাহারো হাঁসুলি (গলার নীচের হাড়) পর্যন্ত পাকড়াও করিবে। (মুসলিম)

١٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ (البقرة:١٣٢) **قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ.**

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، رقم:٢٥٨٥

১৭২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক যেইরূপ তাহাকে ভয় করার হক রহিয়াছে, আর (পরিপূর্ণ) ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করিবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার আযাবকে ভয় করার উপর) বয়ান করিলেন যে, যাক্কুমের একটি ফোটা যদি দুনিয়াতে পড়ে তবে দুনিয়াবাসীদের জীবন ধারণের সকল উপকরণ ধ্বংস করিয়া দিবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে যাহার একমাত্র খাবারই যাক্কুম হইবে। (যাক্কুম জাহান্নামে সৃষ্ট একটি গাছ) (তিরমিযী)

١٧٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ! لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ! لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ! لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ! لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.

رواه أبوداود، باب في خلق الجنة والنار: ٤٧٤٤

১৭৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে সৃষ্টি করিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, যাও জান্নাতকে দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ এই জান্নাতের অবস্থা শুনিবে সে অবশ্যই উহাতে দাখেল হইবে। অর্থাৎ জান্নাতে পৌছিবার পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উহাকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমের পাবন্দী লাগাইয়া দিলেন। যাহার উপর আমল করা নফসের জন্য কষ্টকর। অতঃপর বলিলেন, হে জিবরাঈল! এখন যাইয়া দেখ, সুতরাং তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, উহাতে কেহই যাইতে পারিবে না। অতঃপর

আল্লাহ তায়ালা যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, জিবরাঈল, যাও জাহান্নাম দেখ, তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ উহার অবস্থা শুনিবে উহাতে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিবে। অর্থাৎ বাঁচিবার জন্য পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দোযখকে নফসের খাহেশ দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। পুনরায় বলিলেন, জিবরাঈল! এখন যাইয়া দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! আপনার উচ্চ মর্যাদার কসম! এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিতে পারিবে না। (আবু দাউদ)

আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের মধ্যে সফলতা

আল্লাহ তায়ালার সুমহান সত্তা হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার জন্য দৃঢ়ভাবে এইকথা বিশ্বাস করা যে, দুনিয়া–আখেরাতের সর্বপ্রকার সফলতা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় হুকুমকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পালন করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا﴾ [الأحزاب:٣٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং কোন মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলার জন্য এই সুযোগ নাই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের হুকুম দিয়া দেন তখন

তাহাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার বাকী থাকিবে।

অর্থাৎ, ইহার অধিকার থাকে না যে, সেই কাজ করিবে বা করিবে না। বরং কাজ করাই জরুরী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিবে সে নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হইবে। (সূরা আহযাব ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ [النساء:٦٤]

অপর এক জায়গায় এরশাদ করেন,—আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠাইয়াছি যেন আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে সেই রাসূলের আনুগত্য করা হয়। (সূরা নিসা ৬৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾ [الحشر:٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর রসূল যাহাকিছু তোমাদেরকে দান করেন উহা গ্রহণ কর, আর যাহা কিছু হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক, অর্থাৎ যাহাই হুকুম করেন উহা মানিয়া লও। (সূরা হাশর ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তায়ালা (র সহিত সাক্ষাৎ) ও কেয়ামত (আগমন) এর আশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে।

(সূরা আহযাব ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ [النور: ٦٣]

এক জায়গায় এরশাদ করেন,—যে সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিরোধিতা করে তাহাদের এই ব্যাপারে ভয় করা উচিত যে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে অথবা তাহাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব অবতীর্ণ হয়। (সূরা নূর ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [النحل: ٩٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, যদি সে ঈমানদার হয় তবে আমরা তাহাকে অবশ্যই উত্তম জিন্দেগী যাপন করাইব (ইহা দুনিয়াতে হইবে) আর (আখেরাতে) তাহাদের নেক আমলসমূহের বিনিময়ে তাহাদিগকে সওয়াব দান করিব।

(সূরা নাহাল ৯৭)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾ [الأحزاب: ٧١]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাহার রসূলের কথা মানিল সে বড় সফলতা লাভ করিল।(সূরা আহযাব ৭১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ [آل عمران:٣١]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস তবে তোমরা আমার ফরমাবরদারী কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা আলে ইমরান, ৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—নিঃসন্দেহে যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে, এবং তাহারা নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য সৃষ্টির অন্তরে মহব্বত পয়দা করিয়া দিবেন।

(সূরা মারইয়াম ৯৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে এবং সে ঈমানও রাখিবে, সে তাহার আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান পাইবে আর না তাহার কোন জুলুমের ভয় থাকিবে আর না তাহার হক নষ্ট হওয়ার। অর্থাৎ না এমন হইবে যে, গোনাহ না করা সত্ত্বেও লিখিয়া দেওয়া হইবে আর না কোন নেকী কম লিখিয়া হক নষ্ট করা হইবে। (সূরা তাহা ১১২)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ☆ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢،٣]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা সকল মুশকিল হইতে কোন না কোন পথ বাহির করিয়া দেন, এবং এমন জায়গা হইতে রুজি পৌঁছান যেখান হইতে সে কল্পনাও করে না। (সূরা তালাক, ২-৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ﴾ [الأنعام:٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তাহারা কি দেখে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না এমন জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদেরকে আমরা দুনিয়াতে এমন শক্তি দান করিয়াছিলাম যেই শক্তি তোমাদেরকে দান করি নাই (শারীরিক শক্তি, সম্পদের প্রাচুর্য, জনবল, মর্যাদা, দীর্ঘায়ু, শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি) আর আমরা তাহাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি। আমরা তাহাদের ক্ষেত ও বাগানের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। অতঃপর (এতসব শক্তি ও সম্পদ সত্ত্বেও) আমরা তাহাদেরকে তাহাদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। আর তাহাদের পর তাহাদের স্থানে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি)

(সূরা আনআম ৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো (ক্ষণস্থায়ী) দুনিয়ার জিন্দেগীর (শোভা আর চিরস্থায়ী নেক আমলসমূহ

আপনার প্রতিপালকের নিকট অর্থাৎ—আখেরাতে প্রতিদান হিসাবে ও হাজার গুণে উত্তম এবং আশা আকাংখার দিক দিয়াও হাজার গুণে উত্তম। অর্থাৎ নেক আমলের উপর যে আশা করা হয় উহা আখেরাতে পূর্ণ হইবে, এবং আশার চেয়েও বেশী প্রতিদান মিলিবে। পক্ষান্তরে ধনসম্পদ দ্বারা আশা আকাংখা পূর্ণ হয় না। (সূরা কাহাফ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ [النحل: ٩٦]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—দুনিয়াতে যাহা কিছু তোমাদের নিকট আছে উহা একদিন শেষ হইয়া যাইবে। আর যেই আমল তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট পাঠাইয়া দিবে, উহা সবসময় বাকী থাকিবে। আর যাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম প্রতিদান দান করিব। (সূরা নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ [القصص: ٦٠]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—এবং দুনিয়াতে যাহাকিছু তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছে, উহা তো শুধু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন যাপনের আসবাব, এবং এখানকার (ক্ষণস্থায়ী) জাঁকজমক মাত্র। আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট রহিয়াছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তোমরা কি এই সাধারণ কথাও বুঝ না? (সূরা কাসাস ৬০)

হাদীস শরীফ

١٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، اَوْ غِنًى مُطْغِيًا، اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، اَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِ السَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى المبادرة بالعمل، رقم: ٢٣٠٦ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، طبع دار الباز

১৭৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি জিনিস আসার পূর্বেই নেক আমলের প্রতি ধাবিত হও। তোমরা কি এমন অভাবের অপেক্ষায় আছ যাহা সবকিছু ভুলাইয়া দেয়। অথবা এমন প্রাচুর্যের যাহার অবাধ্য বানাইয়া দেয়, অথবা এমন অসুস্থতার যাহা অকর্মণ্য করিয়া দেয়, অথবা এমন বার্ধক্যের যাহা বিবেক বুদ্ধি ধ্বংস করিয়া দেয়, অথবা এমন মৃত্যুর যাহা হঠাৎ আসিয়া যায়, (কেননা কোন কোন সময় তওবা করার সুযোগও মিলে না) অথবা দাজ্জালের আগমনের যাহা ভবিষ্যতের অপ্রকাশিত মন্দসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম মন্দ? অথবা কেয়ামতের? কেয়ামত তো বড় কঠিন ও অত্যন্ত তিক্ত বিষয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, বর্ণিত সাতটি জিনিসের মধ্য হইতে কোন একটি আসিয়া যাওয়ার পূর্বে নেক আমলের দ্বারা মানুষকে তাহার আখেরাতের প্রস্তুতি লওয়া চাই। এমন যেন না হয় যে, উপরোক্ত বাধাসমূহের মধ্য হইতে কোন বাধা আসিয়া যায়, যাহাতে মানুষ নেক আমল হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

١٧٥-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. رواه مسلم، كتاب الزهد، رقم:٧٤٢٤

১৭৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সহিত যায়। দুইটি জিনিস ফিরিয়া আসে, আর একটি জিনিস সাথে থাকিয়া যায়। পরিবার-পরিজন, সম্পদ এবং আমল সঙ্গে যায়। অতঃপর পরিবার পরিজন ও সম্পদ ফিরিয়া আসে, আর আমল সাথে থাকিয়া যায়। (মুসলিম)

١٧٦-عَنْ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِيْ فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِ أَلَا فَاعْمَلُوْا وَأَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ مَعْرُوْضُوْنَ عَلٰى

أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ. مسند الشافعي ١/١٤٨

১৭৬. হযরত আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খোতবা দিলেন। উহাতে এরশাদ করিলেন, মনোযোগ সহকারে শুন, দুনিয়া একটি সাময়িক পণ্য বিশেষ, (উহার কোন মূল্য নাই অতএব) উহার মধ্যে ভালমন্দ সকলের অংশ রহিয়াছে এবং সকলে উহা হইতে ভোগ করে। নিঃসন্দেহে আখেরাত একটি বাস্তব সত্য যাহা নির্দিষ্ট সময়ে আসিবে এবং উহাতে এক শক্তিশালী বাদশাহ ফয়সালা করিবেন। মনোযোগ সহকারে শুন, সকল প্রকার কল্যাণকর বিষয় জান্নাতের মধ্যে রহিয়াছে। আর সকল প্রকার মন্দ বিষয় জাহান্নামের মধ্যে রহিয়াছে। উত্তমরূপে বুঝিয়া লও, যাহাকিছু কর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিয়া কর। আরো বুঝিয়া লও, তোমাদেরকে নিজ নিজ আমলের সহিত আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির করা হইবে। যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ কোন নেকী করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ মন্দ করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে। (মুসনাদে শাফেয়ী)

١٧٧-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا. رواه البخاري، باب حسن إسلام المرء، رقم:٤١

১৭৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সৌন্দর্য তাহার জীবনে আসিয়া যায়, তখন যে সকল মন্দকাজ সে পূর্বে করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বরকতে ঐ সবকিছু ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তাহার নেকী ও বদীর হিসাব এইরূপ হয় যে, এক নেকীর কারণে দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব দেওয়া হয়। আর মন্দ কাজ করার কারণে সে ঐ একটি মন্দ কাজেরই শাস্তির উপযুক্ত হয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি উহাও ক্ষমা করিয়া দেন তবে ভিন্ন কথা। (বোখারী)

ফায়দা ঃ জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য আসার অর্থ হইল, অন্তর ঈমানের আলোতে আলোকিত হয়, আর শরীর আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের দ্বারা সজ্জিত হয়।

١٧٨- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان الإيمان والإسلام ....، رقم:٩٣

১৭৮. হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম (এর স্তম্ভসমূহ এই যে, (অন্তর ও মুখে) তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই (কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই) আর এই যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার রসূল। এবং নামায আদায় কর, জাকাত আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ আর যদি তোমার হজ্জ করার ক্ষমতা থাকে তবে হজ্জ কর। (মুসলিম)

١٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَسْلِيْمُكَ عَلٰى أَهْلِكَ فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ. رواه

الحاكم في المستدرك ١/٢١ وقال: هذا الحديث مثل الأول في الإستقامة

১৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ, হজ্জ কর, নেককাজের হুকুম কর, মন্দ কাজ হইতে বাধা প্রদান কর, এবং নিজ পরিবারের লোকদেরকে সালাম কর। যে ব্যক্তি এইগুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়ে ত্রুটি করিতেছে সে ইসলামের একটি অংশ ছাড়িয়া দিতেছে। আর যে ব্যক্তি এই সবগুলিই ছাড়িয়া দিল সে ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

١٨٠- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ، الْإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّلٰوةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ وَالصِّيَامُ سَهْمٌ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. رواه

البزار وفيه: يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات،

مجمع الزوائد ١/١٩١

১৮০. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলামের (গুরুত্বপূর্ণ) আটটি অংশ রহিয়াছে। ঈমান একটি অংশ, নামায পড়া একটি অংশ, যাকাত দেওয়া একটি অংশ, হজ্জ করা একটি অংশ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা একটি অংশ, রমযানের রোযা রাখা একটি অংশ, নেককাজের হুকুম করা একটি অংশ, মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা একটি অংশ। নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ হইল যাহার (ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির মধ্য হইতে কোন একটির মধ্যেও) কোন অংশ নাই।

(বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ. (الحديث) رواه أحمد ١/٣١٩

১৮১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি (বিশ্বাস ও আমলের দিক হইতে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিয়া দাও। এবং (অন্তর ও মুখে) তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই (কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই।) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা এবং রসূল। নামায কায়েম কর, এবং যাকাত আদায় কর।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٨٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَتُؤَدِّيْ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ،

وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ! لَا أَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا، فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى هٰذَا. رواه البخارى، باب وجوب الزكاة، رقم:١٣٩٧

১৮২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা করিলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিব। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিতে থাক, তাহার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না, ফরয নামায পড়িতে থাক, যাকাত আদায় করিতে থাক, রমযানের রোযা রাখিতে থাক। সে ব্যক্তি আরজ করিল, ঐ যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ! (যে সমস্ত আমল আপনি বলিয়া দিয়াছেন তদ্রূপ করিব) উহাতে কোন কিছু বাড়াইব না। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখিতে চায় সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখিয়া লয়। (বোখারী)

١٨٣-عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهٖ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللّٰهِ لَا أَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. رواه البخارى، باب الزكاة من الاسلام، رقم:٤٦

১৮৩. হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নাজদবাসীদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল, তাহার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। আমরা তাহার আওয়াজের গুণ গুণ শব্দতো শুনিতেছিলাম (কিন্তু দূরত্বের

কারণে) তাহার কথা বুঝে আসিতেছিল না। অবশেষে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়া গেল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের (আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার জওয়াবে) এরশাদ করিলেন, দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয)। সে ব্যক্তি আরজ করিল, এই নামাযসমূহ ছাড়াও কোন নামায আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু তুমি যদি নফল পড়িতে চাও তবে পড়িতে পার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রমযানের রোযা ফরয। সে আরজ করিল, এই রোযা ছাড়াও কোন রোযা আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু নফল রোযা রাখিতে চাহিলে রাখিতে পার। (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের কথা বলিলেন। এই ব্যাপারেও সে আরজ করিল, যাকাত ছাড়াও কোন সদকা আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু নফল সদকা দিতে চাহিলে দিতে পার। অতঃপর সে ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, আল্লাহর কসম! আমি এই সকল আমলের মধ্যে না কোন কিছুর বৃদ্ধি করিব, আর না কম করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় তবে সফলকাম হইয়া গিয়াছে। (বোখারী)

١٨٤-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ -وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهٖ-: بَايِعُوْنِىْ عَلٰى أَلَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوْا، وَلَا تَزْنُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ، فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهٗ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهٗ، فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ. رواه البخارى، كتاب الإيمان، رقم:١٨

১৮৪. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট উপবিষ্ট সাহাবাদের এক জামাতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার হাতে এই

বিষয়ের উপর বাইয়াত কর যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। চুরি করিবে না, যিনা করিবে না। (অভাবের ভয়ে) নিজ সন্তানকে হত্যা করিবে না, জানিয়া শুনিয়া কাহারো উপর অপবাদ দিবে না এবং শরীয়তের হুকুমসমূহের অবাধ্যতা করিবে না। যে কেহ তোমাদের মধ্য হইতে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এইগুলির মধ্য হইতে কোন গুনাহে লিপ্ত হইবে অতঃপর দুনিয়াতে সে উক্ত গুনাহের শাস্তিও পাইয়া যায় (যেমন ইসলামী দণ্ডভোগ করে) তবে ঐ শাস্তি তাহার গুনাহের জন্য ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালা উহা মধ্য হইতে কোন গুনাহকে গোপন করিয়া রাখেন (এবং দুনিয়াতে সে শাস্তি পাইল না) তবে তাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তিনি চাহিলে (আপন দয়া ও অনুগ্রহে) আখেরাতেও ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর চাহিলে শাস্তি দিবেন। (হযরত ওবাদা (রাযিঃ) বলেন) আমরা এই বিষয়গুলির উপর তাহার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিলাম।) (বোখারী)

١٨٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللّٰهِ. رواه أحمد ٥/٢٣٨

১৮৫. হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়ত করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। মাতাপিতার অবাধ্যতা করিবে না, যদিও তাহারা তোমাকে এই হুকুম করে যে, স্ত্রীকে ছাড়িয়া দাও এবং সমস্ত সম্পদ খরচ করিয়া ফেল। জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িবে না, কেননা যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িয়া দেয়, সে আল্লাহ

তায়ালার জিম্মাদারী হইতে বাহির হইয়া যায়। শরাব পান করিবে না, কেননা ইহা সকল অন্যায়ের মূল। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিবে না, কেননা নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না, যদিও তোমার সকল সঙ্গী মরিয়া যায়। যখন লোকদের মধ্যে (মহামারী আকারে) মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায় (যেমন প্লেগ রোগ ইত্যাদি) আর তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান কর, তখন সেখান হইতে পলায়ন করিবে না। পরিবার পরিজনের উপর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করিবে। (শিক্ষার জন্য) তাহাদের উপর হইতে লাঠি সরাইবে না। তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার ভয় দেখাইতে থাকিবে। (আহমদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে মাতাপিতার আনুগত্য সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, উহা হইল আনুগত্যের সর্বোচ্চ স্তরের বর্ণনা। যেমন এই হাদীসেই ইহা বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না যদিও তোমাকে হত্যা করিয়া দেওয়া হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ঈমানের উচ্চস্তরের কথা। কেননা এমতাবস্থায় মুখে কুফরী বাক্য বলার সুযোগ রহিয়াছে যখন অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে।

(মিরকাত)

١٨٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. رواه البخاري، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، رقم: ٢٧٩٠

১৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, নামায কায়েম করিয়াছে, এবং রমযানের রোযা রাখিয়াছে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা

আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে হইবে। চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছে অথবা জন্মস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ জেহাদ করে নাই। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সুসংবাদ লোকদেরকে শুনাইয়া দিব কি? তিনি এরশাদ করিলেন, (না) কেননা জান্নাতের মধ্যে একশত শ্রেণী রহিয়াছে। যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার রাস্তায় জেহাদে গমনকারীদের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মাঝে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যেই পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝে ব্যবধান রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত চাহিবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাহিও। কেননা উহা জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এবং উহার উপর রহমানের আরশ রহিয়াছে। আর উহা হইতে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। (বোখারী)

১৮৭- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ. مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوْئِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَآتَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمَنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. رواه الطبراني بإسناد جيد، الترغيب ١/٢٤١

১৮৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত পাঁচটি আমল করিয়া (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) আসিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত গুরুত্বসহকারে এইরূপে পড়ে উহার অযু এবং রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করে, সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করে এবং আমানত আদায় করে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমানত আদায় করার অর্থ কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জানাবতের (ফরয) গোসল করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানের জানাবতের গোসল ব্যতীত দ্বীনের আর কোন আমলের উপর আস্থা স্থাপন করেন নাই। (কেননা জানাবতের গোসল এমন গোপনীয় আমল যাহা

করার ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।)

(তাবারানী, তারগীব)

১৮৮- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوْتَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠/٤٨٠

১৮৮. হযরত ফুযালা ইবনে ওবাইদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আনুগত্য গ্রহণ করে, এবং হিজরত করে আমি তাহার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের ও জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে আনুগত্য গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে, আমি তাহার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘর ও মাঝখানে একটি ঘর এবং জান্নাতের উপরতলায় একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। যে এইরূপ করিল, সে সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন করিল, এবং সকল প্রকার মন্দ হইতে বাঁচিয়া গেল। এখন তাহার মৃত্যু যেভাবেই আসুক (সে জান্নাতের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে।) (ইবনে হিব্বান)

১৮৯- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ. (الحديث) رواه أحمد ٥/٢٣٢

১৮৯. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, সে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٩٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَأَدّٰى زَكَاةَ مَالِهٖ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهٗ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. (الحديث) رواه أحمد ٢/٣٦١

১৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নিজের মালের জাকাত সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করিয়াছে, এবং (মুসলমানদের) ইমামের কথা শুনিয়া উহা মানিয়াছে, তাহার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٩١- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ. رواه الترمذى وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا، رقم: ١٦٢١

১৯১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তাহার নফসের সহিত জেহাদ করে, অর্থাৎ নফসের খাহেশের বিপরীত চলার চেষ্টা করে। (তিরমিযী)

١٩٢- عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلٰى وَجْهِهٖ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلٰى يَوْمِ يَمُوْتُ فِىْ مَرْضَاةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَحَقَّرَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير

১৯২. হযরত ওতবা ইবনে আব্দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মুখের উপর ভর করিয়া (সেজদায়) পড়িয়া থাকে, তবুও কেয়ামতের দিন সে নিজের এই আমলকেও নগণ্য মনে করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. مَنْ نَظَرَ فِىْ دِيْنِهٖ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهٗ فَاقْتَدٰى بِهٖ، وَمَنْ نَظَرَ فِىْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ

دُوْنَهٗ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا فَضَّلَهٗ بِهٖ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِىْ دِيْنِهٖ إِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهٗ وَنَظَرَ فِىْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهٗ فَأَسِفَ عَلٰى مَا فَاتَهٗ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب انظروا إلى من هو أسفل منكم، رقم: ٢٥١٢

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির মধ্যে দুইটি অভ্যাস থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকরকারী ও সবরকারীদের দলভুক্ত করেন। আর যাহার মধ্যে এই দুইটি অভ্যাস পাওয়া যায় না, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকর ও সবরকারীদের মধ্যে লিখেন না। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উত্তম লোকদেরকে দেখে এবং তাহাদের অনুসরণ করে, আর দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে যে, (আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে) তাহাকে এই সকল লোকদের তুলনায় উত্তম অবস্থায় রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সবর ও শোকরকারীদের মধ্যে লিখিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে উপরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার স্বল্পতার উপর আফসোস করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে না সবরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন, না শোকরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন। (তিরমিযী)

١٩٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمومن ..... رقم: ٧٤١٧

১৯৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ একজন মোমেনের জন্য জান্নাতে যে সমস্ত নেয়ামত প্রস্তুত রহিয়াছে, সেই হিসাবে এই দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা। আর

কাফেরের জন্য যে সমস্ত চিরস্থায়ী আজাব রহিয়াছে সেই হিসাবে দুনিয়া তাহার জন্য জান্নাত। (মেরকাত)

١٩٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَأَقْصٰى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ، وَلَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى علامة حلول المسخ والخسف، رقم:٢٢١١

১৯৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে অর্থাৎ আমানতকে আদায় করার পরিবর্তে নিজে খরচ করিয়া ফেলে, যাকাতকে জরিমানা মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, অর্থাৎ খুশী মনে দেওয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টির সহিত দেয়, এলেম দ্বীনের উদ্দেশ্যে নয় বরং দুনিয়ার জন্য অর্জন করিতে আরম্ভ করিবে, মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মায়ের অবাধ্যতা করিতে শুরু করিবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে নিকটে করিবে ও বাপকে দূরে সরাইয়া দিবে, মসজিদসমূহের মধ্যে প্রকাশ্যে শোরগোল করা আরম্ভ হইবে, ফাসেক লোক কওমের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করিবে, কওমের সর্দার কাওমের নিকৃষ্টতম লোক হইবে, কাহারো অনিষ্ট হইতে বাঁচার জন্য তাহার সম্মান করা হইতে লাগিবে, গায়িকা নারীদের এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হইবে, ব্যাপকভাবে শরাব পান আরম্ভ করা হইবে এবং উম্মতের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে মন্দ বলিতে আরম্ভ করিবে, এমন সময় লালবর্ণের ঝড়, ভূমিকম্প, জমিনে ধসিয়া যাওয়া, মানুষের চেহারা বিকৃত হওয়া, এবং আসমান হইতে পাথর বর্ষিত হওয়ার অপেক্ষা করা

উচিত। আর এমন লাগাতার বিপদ আপদসমূহের অপেক্ষা কর, যেমন মালার সুতা ছিড়িয়া গেলে উহার মুক্তাদানাগুলি একের পর এক দ্রুত পড়িতে থাকে। (তিরমিযী)

١٩٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مَثَلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرٰى فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ أُخْرٰى، حَتّٰى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ. رواه أحمد ٤/١٤٥

১৯৬. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে অতঃপর নেক আমল করিতে থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যাহার শরীরে একটি আঁটসাঁট লৌহবর্ম রহিয়াছে, যাহা তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে কোন নেক আমল করে যাহার কারণে ঐ লৌহবর্মের একটি আংটা খুলিয়া যায়, অতঃপর দ্বিতীয় কোন নেক আমল করে যাহার কারণে দ্বিতীয় আংটা খুলিয়া যায় (এমনিভাবে নেক আমল করিতে থাকে আর কড়াসমূহ খুলিতে থাকে) এমনকি সম্পূর্ণ বর্ম খুলিয়া জমিনের উপর আসিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ গুনাহগার গুনাহের বাঁধনে আবদ্ধ থাকে এবং পেরেশান থাকে, নেক কাজ করার কারণে গুনাহের বাঁধন খুলিয়া যায় এবং পেরেশানী দূর হইয়া যায়।

١٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. رواه الإمام مالك فى الموطأ، باب ما جاء فى الغلول ص٤٧٦

১৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে প্রকাশ্যে গনীমতের মালে খেয়ানত করা হয় তখন তাহাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি ঢালিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওমের মধ্যে

যেনা ব্যভিচার ব্যাপক হইয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায়। যখন কোন কাওম ওজনে কমবেশী করে তখন তাহাদের রিযিক উঠাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তাহাদের রিযিকের বরকত খতম করিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওম বিচারকার্যে জুলুম করে, তখন তাহাদের মধ্যে খুনখারাবী ছড়াইয়া যায়, যখন কোন কওম অঙ্গিকার ভঙ্গ করে তখন তাহাদের উপর শত্রু চাপাইয়া দেওয়া হয়।

(মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

١٩٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: بَلٰى وَاللّٰهِ حَتّٰى الْحُبَارٰى لَتَمُوْتُ فِيْ وَكْرِهَا هَزْلًا لِظُلْمِ الظَّالِمِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٥٤

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন যে, জালেম ব্যক্তি শুধু নিজের ক্ষতি করে। ইহার জওয়াবে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) এরশাদ করিলেন, নিজের তো ক্ষতি করেই, আল্লাহর কসম! জালেমের জুলুমের কারণে সুরখাব (পাখী)ও তাহার বাসায় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া মারা যায়। (বায়হাকী)

ফায়দা ঃ জুলুমের ক্ষতি জালেম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার জুলুমের কুফল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকারের মুসীবত অবতীর্ণ হইতে থাকে। বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। পাখীরা মাঠে জঙ্গলে শস্যদানা পায় না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার কারণে নিজেদের বাসায় মরিয়া যায়।

١٩٩- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأٰى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِيْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلٰى،

قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ، مَا هٰذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِيْ أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلٰى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلٰى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلٰى قَفَاهُ. قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُوْرَجَاءٍ: فَيَشُقُّ. قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلٰى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللّٰهِ، مَا هٰذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى مِثْلِ التَّنُّوْرِ. قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ. فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ. حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ. أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلٰى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا أَكَادُ أَرٰى رَأْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: انْطَلِقِ انْطَلِقْ،

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلٰى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِيْ: ارْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِيْ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا، ذَرَانِيْ فَأَدْخُلَهُ، قَالَا: أَمَّا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هٰذَا الَّذِيْ رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَأَمَّا الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلٰى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلٰى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِيْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيْ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْآةِ الَّذِيْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِيْ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا

مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ رواه البخاري، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح برقم:٧٠٤٧

১৯৯. হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাহার সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? কেহ স্বপ্ন বর্ণনা করিত। (তিনি উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন) একদিন সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রাত্রিবেলায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে উঠাইয়া বলিলেন, আমাদের সাথে চলুন। আমি তাহাদের সহিত চলিলাম। আমরা একজন শায়িত ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। তাহার পাশে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো আছে। সে শায়িত ব্যক্তির মাথার উপর পাথরটি সজোরে নিক্ষেপ করে। ইহাতে তাহার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পাথরটি গড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি যাইয়া পাথরটি উঠাইয়া আনে। তাহার ফিরিয়া আসার পূর্বে শায়িত ব্যক্তির মাথা আগের মত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যায়। পুনরায় সে পাতর নিক্ষেপ করে এবং পরিণতি উহাই হয় যাহা পূর্বে হইয়াছিল। আমি অবাক হইয়া সঙ্গী দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সুবহানাল্লাহ! এই দুই ব্যক্তি কাহারা? (এবং ইহা কি হইতেছে?) তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন!

আমরা সামনে চলিলাম। আমরা চিৎ হইয়া শায়িত এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। এবং একব্যক্তি তাহার নিকট লোহার চিমটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিমটাধারী ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির চেহারার এক পাশে আসিয়া তাহার চোয়াল নাক এবং চোখ, মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত চিরিয়া ফেলে। অতঃপর অন্য পাশেও এইরূপ করে। দ্বিতীয় পাশ হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই প্রথম পাশ সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া যায়। সে ব্যক্তি এইরূপ করিতে থাকে। আমি তাহাদের দুইজনকে বলিলাম। সুবহানাল্লাহ এই দুই ব্যক্তি কাহারা? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন। আমরা সামনে চলিলাম। একটি তন্দুরের নিকট পৌছিলাম। উহাতে বড় শোরগোল হইতেছিল। আমরা উঁকি দিয়া দেখিলাম। উহাতে অনেক উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা রহিয়াছে। তাহাদের নীচের দিক হইতে একটি অগ্নিশিখা আসে। সেই অগ্নিশিখা যখন তাহাদেরকে জড়াইয়া ধরে তখন তাহারা চিৎকার করিতে থাকে। আমি তাহাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা

কাহারা? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে চলিলাম। একটি নদীর নিকট পৌছিলাম। উহা রক্তের মত লালবর্ণ ছিল। আর উহাতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটিতেছিল। নদীর কিনারায় অপর এক ব্যক্তি ছিল যে অনেকগুলি পাথর জমা করিয়া রাখিয়াছিল। সাঁতার কাটা লোকটি যখন সাঁতরাইয়া পাথর জমাকারী লোকটির নিকট আসে তখন সে নিজের মুখ খুলিয়া দেয়। তখনই কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। (ইহাতে সে দূরে) চলিয়া যায়। এবং পুনরায় সাঁতরাইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া আসে। যখনই এই ব্যক্তি সাঁতরাইয়া কিনারায় অপেক্ষমান লোকটির নিকট আসে তখনই সে মুখ হা করে। আর কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। আমি তাহাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুই ব্যক্তি কাহারা? তাহারা দুইজন বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে চলিলাম। তোমরা যত কুৎসিত চেহারার মানুষ দেখিয়াছ তাহাদের অপেক্ষা বেশী কুৎসিত চেহারার মানুষের নিকট দিয়া আমরা গেলাম। তাহার নিকট আগুন জ্বলিতেছিল। সে উহাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করিতেছিল এবং উহার চতুর্দিকে দৌড়াইতেছিল। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিলেন, চলুন সামনে চলুন।

অতঃপর আমরা এমন এক বাগানে পৌছিলাম যাহা ঘন সবুজ ছিল। উহাতে বসন্তকালীন সবরকমের ফুল ছিল। বাগানের মাঝখানে অতি দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে তাহার মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তাহার চারিপার্শ্বে অনেক শিশু ছিল। এত বেশী সংখ্যক শিশু আমি কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? আর এই শিশুরা কে? তাহারা আমাকে বলিলেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

আমরা চলিলাম এবং একটি বড় বাগানে পৌছিলাম। আমি এত বড় ও সুন্দর বাগান কখনও দেখি নাই। তাহারা আমাকে বলিলেন, ইহার উপরে চড়ুন। আমরা উহার উপর চড়িলাম এবং এমন এক শহরের নিকট পৌছিলাম, যাহা এমনভাবে তৈরী ছিল যে, উহার একটি ইট সোনার ছিল, একটি ইট রূপার ছিল। আমরা শহরের দরজায় পৌছিলাম। দরজা খুলিতে বলিলে উহা আমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। আমরা উহার মধ্যে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, যাহাদের শরীরের অর্ধেক অংশ

এত সুন্দর ছিল যে, তোমরা এমন সুন্দর দেখ নাই। আর অর্ধেক অংশ এত কুৎসিৎ ছিল যে, তোমরা এমন কুৎসিত চেহারা দেখ নাই। ঐ দুই ফেরেশতা তাহাদিগকে বলিলেন, যাও এই নদীতে ঝাঁপ দাও। আমি দেখিলাম, সামনে একটি প্রশস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহার পানি দুধের মত সাদা। তাহারা উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল তখন তাহাদের কুৎসিত অবস্থা দূর হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারা অত্যন্ত সুন্দর হইয়া গিয়াছিল। উভয় ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, ইহা জান্নাতে আদন এবং ইহা আপনার ঘর। উপরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলে দেখিলাম, আমি সাদা মেঘের মত একটি মহল দেখিলাম। তাহারা বলিলেন, ইহাই আপনার ঘর। আমি তাহাদেরকে বলিলাম, আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন। আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিব। তাহারা বলিলেন, এখন নয়, তবে পরে যাইবেন। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ রাত্রে আশ্চর্য বিষয়সমূহ দেখিয়াছি। ইহার রহস্য কি? তাহারা আমাকে বলিলেন, এখন আমরা আপনাকে বলিতেছি।

প্রথম ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করা হইতেছিল সে হইল যে কুরআন শিক্ষা করে অতঃপর উহাকে ছাড়িয়া দেয় (তেলাওয়াতও করে না, আমলও করে না) আর ফরয নামায ছাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে। (দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার চোয়াল, নাক, চোখ, মাথার পিছন পর্যন্ত কাটা হইতেছিল। সে ঐ ব্যক্তি যে সকাল বেলায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মিথ্যা কথা বলে এবং সেই মিথ্যা দুনিয়াতে প্রচারিত হইয়া যায়। (তৃতীয়) ঐ সকল মেয়ে পুরুষ যাহাদেরকে আপনি তন্দুরে জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন। তাহারা হইল যিনাকার (ব্যভিচারী) পুরুষ ও মহিলা। (চতুর্থ) ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, যে নদীতে সাঁতার কাটিতেছিল এবং তাহার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হইতেছিল, সে সুদখোর। (পঞ্চম) ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছিলেন, যিনি আগুন প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন এবং উহার চারিপার্শ্বে দৌড়াইতেছিলেন, তিনি জাহান্নামের দারোগা। যাহার নাম মালেক। (ষষ্ঠ) ঐ ব্যক্তি যিনি বাগানের মধ্যে ছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আর যে সকল শিশুরা তাহার চারিপার্শ্বে ছিল, তাহারা শৈশবেই (ইসলামের) স্বভাবের উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের শিশুদের কি হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, মুশরিকদের শিশুরাও (তাহারাই) ছিল। আর যাহাদের অর্ধেক শরীর সুন্দর ও অর্ধেক শরীর কুৎসিত ছিল তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা নেক আমলের সহিত বদআমলও করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (বোখারী)

٢٠٠-عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ وَأَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنِّىْ لَأَعْرِفُ أُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِنُوْرِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ رواه أحمد ١٩٩/٥

২০০. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল উম্মতের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনিবেন? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে তাহাদের আমলনামা ডানহাতে দেওয়ার কারণে চিনিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার নূরের কারণে চিনিব, যাহা অধিক সেজদার কারণে তাহাদের চেহারায় প্রকাশ পাইবে। আর তাহাদিগকে তাহাদের এক (বিশেষ) নূরের কারণে চিনিব যাহা তাহাদের সম্মুখে দৌড়াইতে থাকিবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ ইহা প্রত্যেক মোমেনের ঈমানের নূর হইবে। প্রত্যেকে তাহার ঈমানী শক্তি হিসাবে নূর পাইবে। (কাশফুর রহমান)

॥ ॥ ॥